Presented to Pandit Hare Krishna Sahityaratna with the author's best compliments P. Chatterji 28/3/55

রস-চিকিৎসা

দ্বিতীয় খণ্ড

রাজবৈদ্য কবিরাজ

শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম, এ,

ভিষগাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ।

প্রিন্সিপ্যাল কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজ

মূল্য ৩৲ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, এম, এ,
১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা



প্রাপ্তিস্থান—
১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গ্রন্থকারের নিকট
টেলিফোন ৪০৩৯ বড়বাজার

প্রিণ্টার—শ্রীফণিভূষণ রায়
প্রকাশ প্রেস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

জগদীশ্বরের কৃপায় রসচিকিৎসার ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমার কর্ম্মবাহুল্য ও সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন, ১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পরও ২য় খণ্ড প্রকাশ করিতে পারি নাই। রসচিকিৎসা ২য় খণ্ডে সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু সহৃদয় পাঠকবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ২য় খণ্ড প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ৩য় খণ্ডে এই পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে।

এই পুস্তকে প্রাচীন নিদানোক্ত ব্যাধিগুলির চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যতীত বর্ত্তমান যুগোৎপন্ন নানাপ্রকার জটিল ব্যাধির আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসাবিধি লিখিত হইয়াছে। যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বহু তথাকথিত অসাধ্য ও দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য হইয়াছে কেবল সেই সকল দৃষ্ট-ফল ঔষধগুলি এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, কালাজ্বর, প্লেগ, গ্যাষ্ট্রিক আলসার, গলষ্টোন, কলেরা, গণোরিয়া, সিফিলিস, প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগোৎপন্ন বহু দুরারোগ্য জটিল ব্যাধির চিকিৎসাবিধি এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করা থাকিলে যে কোনও কবিরাজকে কোনও প্রকার জটিল রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইতে হইবে না। যে রোগই হউক, আর তাহা যত কঠিন উপসর্গযুক্ত হউক না কেন এই পুস্তক পাঠ করা থাকিলে চিকিৎসক সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইবেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকমণ্ডলীর অতি দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকগণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল মোটেই জানিতে পারেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার গবেষণার ফল নষ্ট হইয়া যায়। এই পুস্তকে এই বিশেষ অভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনেকগুলি জটিল রোগের বহু পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র ছাপান হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের যে অংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং যাহা অবলম্বন করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ অন্য সকল প্রকার চিকিৎসা দ্বারা অসাধ্য এবং পরিত্যক্ত ব্যাধিগুলিকে অনায়াসে আরোগ্য করিয়া বর্ত্তমান জগতে ঘরে বাহিরে নানা প্রকার অবৈধ প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও আপনার গৌরব-ধ্বজা উড্ডীয়মান রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, এই গ্রন্থে সেই রসবিদ্যা সম্যক্‌রূপে আলোচিত হইয়াছে।

রসচিকিৎসার বিশেষত্ব এই যে ইহা দ্রব্যের বিশেষ প্রভাবের উপর বেশী নির্ভর করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা দোষের প্রাবল্য বা ন্যূনতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে চায় না। তান্ত্রিক যুগে রসসিদ্ধ চিকিৎসকগণ রস-সাধনায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ত্রিদোষ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বিশিষ্ট যোগ বিশেষের উপর বেশী নির্ভর করিতেন। যোগ বিশেষের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা একই যোগ বহুক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া অতি আশ্চর্য্য সুফল দেখাইতেন। রস-চিকিৎসায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে উল্লিখিত সত্যকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নকালে মদীয় সুযোগ্য ছাত্র আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীমান অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী এম, এ, জ্যোতিঃশাস্ত্রী আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। মদীয় ছাত্র কবিরাজ শ্রীমান ভূপতি নাথ চক্রবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এ, এম, বি, ও শ্রীমান কালীসত্য মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বিদ্যানিধি মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। প্রকাশ প্রেসের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টা, সহৃদয়তা ও আগ্রহের ফলেই রসচিকিৎসা ২য় খণ্ড অতি সত্বর ছাপান হইয়াছে। ইহার জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮ই ফাল্গুন ১৩৪১ সাল

বিনীত
গ্রন্থকার—

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

রসদ্বারা জ্বরচিকিৎসার বিশেষ সঙ্কেত

পঞ্চম অধ্যায়

বর্ত্তমান যুগোৎপন্ন কতকগুলি জ্বরের চিকিৎসা

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্বরের উপসর্গ চিকিৎসা

সপ্তম অধ্যায়

ম্যালেরিয়া জ্বর চিকিৎসা

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

অতিসার চিকিৎসা

দশম অধ্যায়

গ্রহণী চিকিৎসা

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অগ্নিমান্দ্যাদি রোগাধিকার

আমাজীর্ণ চিকিৎসা—অগ্নিকুমার রস, রামবাণ রস, ক্ষুধাসাগর রস, তন্ত্রনাথ গুড়িকা, অগ্নিরস, বিদগ্ধাজীর্ণ চিকিৎসা—ভক্তবিপাক বটী, অগ্নিকর বটি, সর্ব্বরোগান্তকা বটী, বিষ্টব্ধাজীর্ণ চিকিৎসা—মহাশঙ্খ বটী, অজীর্ণকণ্টক রস, রসশেষাজীর্ণের চিকিৎসা—ক্রব্যাদ রস, বৃহৎ অগ্নি-কুমার রস, বিসূচিকা চিকিৎসা—বৃহচ্ছঙ্খবটী, বীরভদ্রাভ্র, বিধ্বংস-নামা রস, অলসক চিকিৎসা—বজ্রধর রস, দণ্ডালসক চিকিৎসা—রাজ-শেখর বটী, বিলম্বিকা চিকিৎসা—ত্রয়োদশ অধ্যায় বড়বামুখী বটিকা, বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আভ্যন্তর কফোৎপন্ন এবং পুরীষোৎপন্ন ক্রিমি চিকিৎসা—ক্রিমি বিনাশ রস, কীটমর্দ্দ রস, ক্রিমিমুদ্গার রস, ক্রিমিধূলিজলপ্লব রস, ক্রিমি-কাষ্ঠানল রস, বিড়ঙ্গ লৌহ। পৃঃ ৮৬—৯৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা—বাতজ পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা—পাণ্ডুহারি চূর্ণ, হংস মণ্ডুর, নবায়স লৌহ, পিত্তজ পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা, নিশালৌহ, দার্ব্ব্যাদি লৌহ, পিত্তপাণ্ডুরি গুটিকা, শ্লেষ্মজ পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা—নবানন্দ রস, কামেশ্বর রস, ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা—প্রাণ-বল্লভ রস, ত্রৈলোক্য সুন্দর রস, পাণ্ডুজনিত শোথের চিকিৎসা—পাণ্ডুঘ্ন পঙ্কশোষণ রস, পুনর্নবামণ্ডুর, পঞ্চানন বটী, কামলা চিকিৎসা—ত্রিযোনি, লৌহভস্ম, হলীমক চিকিৎসা—চন্দ্রসূর্য্যাত্মক রস, কুম্ভকামলা চিকিৎসা, ধাত্রীলৌহ, প্রশস্ত অনুপান নিচয়। পৃঃ ৯৩—৯৮।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উদাবর্ত্ত ও আনাহ চিকিৎসা—উদাবর্ত্ত চিকিৎসা—বৃহৎ ইচ্ছাভেদী রস, আনাহ চিকিৎসা—বৈদ্যনাথ বটিকা, নারাচ রস, বারিশোষণ রস। পৃঃ ৯৯—১০০।

ষোড়শ অধ্যায়

শূলরোগ চিকিৎসা—বাতজ শূল চিকিৎসা, পঞ্চাত্মক রস, শূলরাজ লৌহ, পিত্তজ শূল চিকিৎসা—সপ্তামৃত লৌহ, ত্রিফলা লৌহ, ত্রিনেত্র রস, বৃহৎ ত্রিনেত্র রস, শ্লেষ্মজ শূল চিকিৎসা—অগ্নিমুখ, শঙ্খাদি চূর্ণ, ত্রিদোষজ শূল চিকিৎসা,—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রস, ধাত্রীলৌহ, পরিণাম শূল চিকিৎসা—বাতিক পরিণাম শূলের চিকিৎসা—ত্রিগুণাখ্য রস, শূল গজকেশরী, পৈত্তিক পরিণাম শূল চিকিৎসা—ত্রিপুর ভৈরব, বৃহৎ বিদ্যাধরাভ্র, শ্লৈষ্মিক পরিণাম শূল চিকিৎসা,—শূলান্তক রস, ত্রিদোষজ পরিণাম শূল চিকিৎসা—শূলকেশরী, উদয় ভাস্কর রস, অন্নদ্রব-শূল চিকিৎসা, শূল গজেন্দ্র কেশরী, শূলবজ্র, আমশূল চিকিৎসা—তাম্রাষ্টক, বাড়বানল রস, পার্শ্বশূল চিকিৎসা—শূলহরণ যোগ, শূলনাশিনী, কুক্ষিশূল চিকিৎসা, ক্ষারতাম্র, হৃচ্ছূল চিকিৎসা—মণিকাঞ্চনযোগ, বস্তিশূলচিকিৎসা—ক্ষারবটী, মূত্রশূল চিকিৎসা, শূল গজেন্দ্র, শূল চিকিৎসার অনুপান। পৃঃ ১০১—১১০।

সপ্তদশ অধ্যায়

গুল্ম চিকিৎসা—গুল্মকালানল রস, মহানারাচ রস, পিত্তজ গুল্ম চিকিৎসা—দীপ্তামর রস, গুল্মনাশিনী গুড়িকা, শ্লেষ্মজ গুল্ম চিকিৎসা—বিদ্যাধর রস, প্রাণবল্লভ রস, ত্রিদোষজ গুল্ম চিকিৎসা—গুল্মনাশক চূর্ণ, গুল্মরোগ চিকিৎসার অনুপান, অগ্নিকুমার রস, কাঙ্কায়ন গুড়িকা,

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশতি অধ্যায়

একবিংশতি অধ্যায়

প্লীহা ও যকৃদ্ রোগ চিকিৎসা

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পাকাশয়ের ক্ষত (গ্যাষ্ট্রিক আলসার)

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

ত্রিংশ অধ্যায়

একত্রিংশ অধ্যায়

লৌহ, কফ প্রধান রক্তপিত্তে—কপর্দ্দক রস, রসামৃত রস, রক্ত পিত্তাঙ্কুশ রস, সর্ব্ব প্রকার রক্তপিত্তনাশক—চন্দ্রকলা রস, রক্তপিত্ত চিকিৎসার অনুপান। পৃঃ - ১৬৪—১৬৫।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

যক্ষ্মা চিকিৎসা—বায়ুপ্রধান যক্ষ্মায়—রাজমৃগাঙ্ক রস, শঙ্খেশ্বর রস, মৃগাঙ্কপোট্টলী রস, পঞ্চামৃত রস, লোকেশ্বর রস, পিত্তপ্রধান যক্ষ্মায়—বৈদ্যনাথ রস, রাজাবর্ত্ত রস, ক্ষয়কেশরী, রজতাদি লৌহ, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র রস, কফপ্রধান যক্ষ্মায়—মহামৃগাঙ্ক রস, কনকসুন্দর রস, অগ্নিরস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, বজ্রপর্পটী, পঞ্চামৃতপর্পটী, ব্যবায়শোষে—বসন্ত কুসুমাকর, শোকজ শোষে—মকরধ্বজ রস, ব্যায়ামশোষে—রত্ন-গর্ভ-পোট্টলী রস, বৃহৎকাঞ্চনাভ্র, মহামৃগাঙ্ক রস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, জরাশোষে—কমলাবিলাস রস, অধ্বশোষজনিত শোষে—মৃগাঙ্ক রস, ব্রণশোষে—বসন্তকুসুমাকর, হরিতালভস্ম, পারদভস্ম, উরঃক্ষতে—রজতাদিলৌহ, শিলাজত্বাদিলৌহ, রাজমৃগাঙ্ক, কাঞ্চনাভ্র রস, যক্ষ্মারোগে উপসর্গ চিকিৎসা—স্বরভঙ্গে—ত্র্যম্বকাভ্র, শূলবেদনায় শূলরাজ লৌহ, ত্রিনেত্র রস, স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচে—মকরধ্বজ রস, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র, জ্বরে—বজ্রপর্পটী, হরিতালভস্ম, মহামৃগাঙ্ক, রাজমৃগাঙ্ক, বসন্তকুসুমাকর, শ্রীজয়মঙ্গল রস, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, বিষমজ্বরান্তক লৌহ, রত্নগর্ভপোট্টলী, দাহে—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, মহোদধি রস, কুমুদেশ্বর, তাম্রভস্ম, অতিসারে—বিজয়পর্পটী, রক্তনির্গমে—শোধিত হিঙ্গুল, হরিতাল-ভস্ম, রক্তপিত্তান্তক রস, শিরঃপরিপূর্ণতায়—স্বর্ণঘটিত মহালক্ষ্মী-বিলাস, অরুচিতে—সুলোচনাভ্র, কাসে—বৃহচ্চন্দ্রামৃত রস, বসন্ততিলক রস, উৎকাসিকায়—বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র, যক্ষ্মা চিকিৎসার অনুপান। পৃঃ—১৬৬—১৭৪।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

কাসরোগ চিকিৎসা—বাতজকাসে—ভূতাঙ্কুশ-রস, পিত্তজ-কাসে—স্বয়মগ্নি রস, কফজকাসে—বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র, ক্ষতজকাসে—রসেন্দ্রগুড়িকা, ক্ষয়জকাসে—সার্ব্বভৌম রস, লক্ষ্মীবিলাস রস, জরাকাসে—বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র, বৃহৎ চন্দ্রামৃত, বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা, কমলাবিলাস রস, ত্রিদোষজকাসে—কাসসংহারভৈরব, নিত্যোদয়-রস, কাস চিকিৎসায় অনুপান, কাসান্তক ধূম। পৃঃ ১৭৫—১৭৮।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্বাসচিকিৎসা—মহাশ্বাসে—পিপ্পলাদ্য লৌহ, উর্দ্ধশ্বাসে—সূর্য্যাবর্ত্ত রস, ছিন্নশ্বাসে—শ্বাসকাস-চিন্তামণি, তমকশ্বাসে—লৌহপর্পটী রস, প্রতমক শ্বাসে—তাম্রপর্পটী, ক্ষুদ্রশ্বাসে—শ্বাসকুঠার রস, শ্বাস চিকিৎসার অনুপান। পৃঃ ১৭৮—১৮০।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

হিক্কারোগ চিকিৎসা—অন্নজা-হিক্কায়—নীলকণ্ঠ রস, যমলা-হিক্কায়—হিক্কানাশক রস, ক্ষুদ্রা-হিক্কায়—শিলাপ্লুত রস, গম্ভীরা-হিক্কায়—ডামরেশ্বরাভ্র, মহাহিক্কায়—প্রবালযোগ, হিক্কা চিকিৎসার অনুপান, হিক্কায় ধূমপান। পৃঃ ১৮০—১৮১।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

স্বরভেদ চিকিৎসা—বাতজ স্বরভেদে—ভৈরব রস, পিত্তজ স্বরভেদে—ত্র্যম্বকাভ্র, কফজ স্বরভেদে—সূর্য্যরস, সান্নিপাতিক স্বরভেদে—নীলকণ্ঠ রস, ক্ষয়জনিত স্বরভেদে—পর্পটী রস, মেহজনিত স্বরভেদে—তাম্রভস্ম, স্বরভঙ্গ চিকিৎসার অনুপান।

ইতি, রস-চিকিৎসা ২য় খণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

রস-চিকিৎসা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম অধ্যায়।

আমি শিবের পরম মঙ্গলময় পাদ-পদ্মে ভক্তিসহকারে প্রণিপাত করিয়া **রস-চিকিৎসা** নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ চিকিৎসা খণ্ড প্রণয়ন করিতেছি। ইহা পাঠ করিলে, রস-চিকিৎসা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে।

জ্বর-চিকিৎসা

নবজ্বর—নবজ্বরে সাধারণতঃ সপ্তাহ মধ্যে পাচন প্রয়োগ নিষিদ্ধ। কেবল মাত্র দোষ সংশোধক, আমরস পাচক ও কোষ্ঠ শোধক বটিকা সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। রস-চিকিৎসায় দোষের সামতা, নিরামতা, রোগ, ব্যক্তি, দেশ কাল কিছুরই বিচার আবশ্যক করে না। সুতরাং জ্বর প্রকাশ পাইলেই বিবেচনা পূর্ব্বক রসৌষধি প্রয়োগ করিবে।

নবজ্বরে বর্জ্জনীয়—নবজ্বরে রোগী স্নান, তৈলাদি মর্দ্দন, স্নেহপান, বমন, বিরেচনাদি ক্রিয়া, দিবানিদ্রা, মৈথুন, শীতল জলপান, ক্রোধ, প্রবল বায়ু ও অন্নাদি গুরুদ্রব্য ভোজন এবং কষায় রস সেবন ত্যাগ করিবে।

নবজ্বরে পথ্য—নবজ্বরের প্রথম অবস্থায় রোগী নিবাত গৃ
থাকিবে ; বায়ুর প্রয়োজন হইলে পাখার বাতাস করিবে ; তদ্বা
তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা ও শ্রম নাশ হয়। তালপাতার পাখার বাতাস ত্রিদো
নাশক। বংশ রচিত পাখার বাতাস উষ্ণ ও রক্তপিত্ত প্রকোপক
চামর, ময়ূরপুচ্ছ, বস্ত্র ও বেত্রনির্ম্মিত পাখার বাতাস দোষনাশক, স্নি
ও হৃদ্য।

নবজ্বরী উষ্ণ ও স্থূল বস্ত্রদ্বারা আবৃত হইয়া থাকিবে। পিপা
হইলে সাধারণতঃ গরম জল পান করিবে। বাতজ্বর, কফজ্বর, বা
ও কফ বা উভয় জনিত জ্বরে উষ্ণ জল পান করিতে দিবে। মদ্যপান
জনিত বা পিত্তজনিত জ্বরে উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে
উষ্ণ ও শৃতশীত জল (সিদ্ধ শীতল জল) অগ্নির উদ্দীপক, রসের পাচক
জ্বরনাশক, স্রোতঃ সকলের বিশোধক, বলকারক, রুচিপ্রদ, ঘর্ম্মপ্রদ ও
মঙ্গলপ্রদ। নবজ্বরে অগ্রে উপবাস বিধেয় কিন্তু ধাতুক্ষয় জনিত অথব
রাজযক্ষ্মকৃত জ্বর, বাতজ্বর, ভয়জ্বর, ক্রোধজ্বর, কামজ্বর, শোকজ্বর
শ্রমজ্বরে উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। বায়ু প্রধান ধাতু, ক্ষুধাতু
তৃষ্ণার্ত্ত, মুখশোষযুক্ত, ভ্রমযুক্ত, শিশু, বৃদ্ধ, গার্ভিণী স্ত্রী ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণে
পক্ষেও উপবাস নিষিদ্ধ। যাহাতে রোগীর বলের হ্রাস না হয়, তদ্বিষ
দৃষ্টি রাখিয়া উপবাস করাইবে। যেহেতু বলই আরোগ্যের মূল কারণ
নবজ্বরে দোষ ও অগ্নি যথাস্থানে ও যথাপরিমাণে থাকে না সুতরাং
অবস্থায় উপবাস দিলে দোষের পরিপাক, জ্বরের হ্রাস, অগ্নি
দীপ্তি, আহারের আকাঙ্ক্ষা, রুচি ও শরীরের লঘুতা সম্পাদিত হয়
নবজ্বরে বমন নিষিদ্ধ কিন্তু সদ্যঃকৃত আহারের পর ও অত্য
তৃপ্তিজনক স্নিগ্ধ ভোজনাদির পর জ্বর হইলে, রোগী যদি বমনযোগ
বিবেচিত হয়, (গর্ভিণ্যাদি ভিন্ন) তাহা হইলে বমন করা
কর্ত্তব্য।

বাতজ্বর-চিকিৎসা।

জ্বরধূমকেতু—ইহা বাতজ্বরের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। শোধিত পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও সমুদ্রফেন সমভাগে লইয়া এক প্রহরকাল আদার রসে মাড়িয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটি আদার রস ও মধুর সহিত প্রাতে, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে তিন দিন মধ্যে বাতজ ও অন্যান্য নবজ্বর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

জ্বরগজহরি রস—হিঙ্গুল, অভ্র, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ ; এই সমুদয় একত্র এক প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিবে। এই চূর্ণ ২ রতি প্রমাণ আদার রস ও মধুসহ ৩ বার সেবন করিলে এক দিনেই জ্বর বন্ধ হইবে। এই ঔষধ সেবনের পর দাহ উপস্থিত হইলে দুগ্ধ বা চিনির সরবৎ পান করিবে।

পিত্তজ্বর-চিকিৎসা।

নবজ্বরেভাঙ্কুশ—সোহাগা, পারদ, গন্ধক ও হরিতাল সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে ; তৎপর রোহিত মৎস্যের পিত্তে দুই দিন ভাবনা দিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটি সেবনে অল্প সময়ের মধ্যে ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া নবজ্বর প্রশমিত হয়। যে সকল জ্বর প্রশমিত হয় না, এই বটী সেবনে সে সকল জ্বর নিশ্চয়ই দূর হইবে। জ্বর ছাড়ার পর দাহ, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে কিঞ্চিৎ ঘোল চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

ত্রিপুরারি রস—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র ও বিষ প্রত্যেক সমানাংশে লইয়া তাহাতে পারদের অর্দ্ধাংশ রৌপ্য

মিশ্রিত করিবে। পরে আদার রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। চিনি, মধু অথবা আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা দৃষ্টফল।

কফজ্বর-চিকিৎসা।

স্বচ্ছন্দভৈরব—তাম্রভস্ম ও মিঠা বিষ সমভাগে লইয়া ধুতুরা পাতার রসে শতবার ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমাণে বটী করিবে। ইহা আদার রস, চিনি ও সৈন্ধবসহ সেবন করিলে কফজ্বর ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ জ্বর নিবারিত হয়। ঔষধ প্রস্তুতকালে একশত বারের কম ভাবনা হইলেও ঔষধ কার্য্যকরী হইবে। এই ঔষধ সেবনে জ্বর ত্যাগ হইলে রোগী যদি অস্বস্তি, উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, তবে ঘোল, দ্রাক্ষা ও চিনি প্রভৃতি পথ্য দিবে।

পর্পটীরস—শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া ভীমরাজের (মতান্তরে আদার) রসে মর্দ্দন করিবে। পরে মিলিত পারদ ও গন্ধকের চতুর্থাংশ পরিমাণ জারিত তাম্র ও লৌহভস্ম লইয়া উক্ত কজ্জলীসহ একত্র লৌহ পাত্রে পাক করিবে এবং লৌহদণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ নাড়িবে। গলিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে গোময়োপরি কদলীপত্র স্থাপন করিয়া তাহার উপর উহা ঢালিয়া অপর একটি কদলীপত্র বেষ্টিত গোময় পোট্টলী দ্বারা চাপিয়া ধরিবে এবং যথাবিধানে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ঐ পর্পটী খলে চূর্ণ করিয়া নিসিন্দা পাতার রসে এক দিন ভাবনা দিবে। অনন্তর জয়ন্তী, ত্রিফলা, ঘৃতকুমারী, বাসক, বামনহাটী, ত্রিকটু, ভীমরাজ, চিতামূল ও মুণ্ডিরী যথাসম্ভব রসে বা কাথে সাত দিন ভাবনা দিয়া অঙ্গারাগ্নিতে শুষ্ক করিয়া

লইবে। ইহা দুই রতি পরিমাণে সেবন করিলে যাবতীয় শ্লৈষ্মিক-জ্বর সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অনুপান—হরীতকী, শুঁঠ ও গুলঞ্চের কাথ অথবা পিপুল চূর্ণ ও মধু।

বাতপিত্তজ্বর-চিকিৎসা।

নবজ্বরমুরারি—পারদ, গন্ধক ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ; একত্রে কাঁকরোল পত্রের রসসহ মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ দুই রতি মাত্রায় চিনির সহিত সেবন করিয়া চিনি মিশ্রিত কাঁটানটের রস অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা বাতপিত্তজ নবজ্বর শীঘ্র নষ্ট হয়।

বাতপিত্তান্তক রস—শোধিত পারদ, গন্ধক, অভ্র, মুতা তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিবে এবং যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, আমলকী, শতমূলী ও ভূমি কুষ্মাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের যথাসম্ভব রসে বা কাথে এক দিন ভাবনা দিয়া মাষ প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান—চিনি ও মধু। ইহাতে বাত-পৈত্তিক জ্বর, ক্ষয়, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম ও শোথ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ কিংবা যষ্টিমধুর কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

বাতশ্লেষ্মজ্বর-চিকিৎসা।

মহাজ্বরাঙ্কুশ—শোধিত পারদ ১ ভাগ, মিঠা বিষ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, ধুতুরাবীজ ৩ ভাগ, ত্রিকটু ৪ ভাগ; এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করতঃ আদার রস অথবা জামীরের রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। অনুপান—আদার রস

বা জামীরের রস। এই ঔষধ সেবনে ২।৩ দিন মধ্যে বাতশ্লেষ্মজ্বর নিবারিত হয়।

কস্তুরীভৈরব—হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খৈ, জৈত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিপুল ও মৃগনাভি প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল দিয়া মর্দ্দন করতঃ দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ্বর নাশক।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বর চিকিৎসা।

চন্দ্রশেখর—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ ও সর্ব্বসমান চিনি অথবা মনঃশিলা একত্রে মিশ্রিত করিবে। রোহিত মৎস্যের পিত্তে তিন দিন ভাবনা দিয়া মর্দ্দন এবং ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস। ঔষধ সেবনের পর শীতল জল পান করাইবে। এই বটিকা তিন দিনের মধ্যে অতি কঠিন পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নিবারণ করে।

রত্নগিরি রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ' লৌহ ½ অর্দ্ধ ভাগ, বৈক্রান্ত ¼ সিকি ভাগ; এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজ রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে; সেই পর্পটী চূর্ণ করিয়া তাহাতে ক্রমে ক্রমে শজিনা, বাসক, নিসিন্দা, বচ, চিতামূল, ভৃঙ্গরাজ, ভূকদম্ব (মুণ্ডিরী), কণ্টকারী, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, বকপুষ্প, ব্রাহ্মীশাক, চিরতা ও ঘৃতকুমারী, এই সকল দ্রব্যের রসের বা কাথের ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপরে মুষা মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, বালুকা-যন্ত্রে লঘুপুটে তাহা পাক করিবে। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় মধু ও পিপুলচূর্ণ এবং ধনের কাথ প্রভৃতি অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নিবারিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা।

সর্ব্বপ্রকার জ্বর-চিকিৎসার মধ্যে সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা অতীব কঠিন। এইরোগ চিকিৎসা কালে চিকিৎসক কদাপি ক্ষিপ্রতা বা ব্যস্ততা প্রদর্শন করিবেন না। রোগের প্রাবল্য ও উপসর্গের বাহুল্য দেখিয়া অতিশয় উগ্রবীর্য্য বা বিষাক্ত ঔষধ সমূহ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োগ করা উচিত নহে। প্রথমতঃ যাহাতে আম ও কফের পরিপাক হয় তৎপ্রতি চিকিৎসক সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্য রাখিবেন এবং তজ্জন্য দোষ পরিপাচক রসৌষধ ও লঙ্ঘনের ব্যবস্থা করিবেন। আম ও কফের শান্তি হইলে বায়ু ও পিত্তের শান্তির চেষ্টা করিবেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দোষ রোগীর শরীরে প্রবল ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত রোগী উপবাস সহ্য করিতে পারিবে; দোষের ক্ষয় হইলে রোগী আর উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সন্নিপাতজ্বরে সাধারণতঃ উপসর্গের প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে সুতরাং চিকিৎসক প্রথমে মূল রোগের অর্থাৎ ত্রিদোষনাশক বিশেষ ভাবে আম ও কফ-নাশক দুই একটী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যাহাতে উপসর্গ নাশ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। উপসর্গ হ্রাস হইলে ক্রমশঃ মূল রোগেরও শান্তি হইবে।

ত্রিনেত্ররস—শোধিত পারদ, গন্ধক ও তাম্রভস্ম এই তিনটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঐ তিনের তুল্য পরিমাণ গোদুগ্ধে তাহা প্রখর রৌদ্রে মর্দ্দন করিবে। পরে নিসিন্দা ও শজিনার রসে এক দিন মাড়িবে। তদনন্তর উহা গোলাকৃতি ও মুষাগত করিয়া বালুকাযন্ত্রে তিন প্রহর কাল পাক করিবে, পাকান্তর খলে চূর্ণ করিবে এবং তাহাতে অষ্টমাংশ মিঠা

বিষ প্রক্ষেপ দিয়া তৎসহ মর্দ্দন করিবে। পঞ্চকোল কষায় বা ছাগ
সহ এই রস দুই রতি পরিমাণে সেব্য। ত্রিনেত্ররস সেবনে সন্নিপা
জ্বর নিশ্চয়ই শীঘ্র ক্ষয় হয়।

বৃহৎকস্তূরীভৈরবরস—বঙ্গ, খর্পর, স্বর্ণ, মৃগনাভি
রৌপ্য প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, স্বর্ণ-মাক্ষিক, লবঙ্গ, জায়
প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দ্রোণ-পুষ্পী র
সাত দিন ও পানের রসে সাত দিন ভাবনা দিবে। পরে উহার সহি
কর্পূর ৪ তোলা ও ত্রিকটু-চূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া এক রতি প্রম
বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা বাতোল্বণ সন্নিপাত জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ

সন্নিপাতসূর্য্যরস—সন্নিপাতজ্বরে রোগীর তন্দ্রা, প্রল
সংজ্ঞাহীনতা, বক্ষঃ ও পার্শ্বস্থলে বেদনা ও মত্ততা ইত্যাদি উপস
থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক
তোলা একত্রে কজ্জলী করিবে; অনন্তর রক্তচিতার রসে ৭ বা
আদার রসে ৭ বার ও নিসিন্দা পাতার রসে ৭ বার যথাক্রমে ভাব
দিবে, ভাবনা শেষ হইলে উহার সহিত বিষ ৮ তোলা, হিঙ্গুল ৮ তো
ও রসসিন্দূর ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে; সমস্ত ঔষধ একত্র মর্দ্দন করি
রোহিত মৎস্যের পিত্তে পুনরায় ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

চতুর্ভুজরস—স্বর্ণসিন্দূর ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, কস্তূ
১ তোলা ও হরিতাল ১ তোলা একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দ
করিবে। বটী ২ রতি এই ঔষধ এরণ্ড পত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্য রাশি
মধ্যে তিন দিন রাখিতে হয়। সন্নিপাত জ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা, গাত্রকম্প
সর্ব্বগাত্রে বেদনা, শৈত্যবোধ, প্রলাপ প্রভৃতি বিবিধ বায়ুবিকারে
ইহা বিশেষ কার্য্যকরী। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস—অভ্র ৮ তোলা, রস ২ তোলা, গন্ধক
তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ

তোলা, কর্পূর ২ তোলা, জাতীফল ২ তোলা, জৈত্রী ২ তোলা
বীজতাড়ক বীজ ২ তোলা, ধুস্তূরবীজ ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা এই সকল
দ্রব্য একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি; অনুপান
আদার রস বা পানের রস ও মধু। শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাত জ্বরে এই ঔষধ
বিশেষ উপযোগী।

বৃহৎসূচিকাভরণরস—রস, গন্ধক, সীসা, অভ্র, বিষ ও কৃষ্ণ-
সর্পবিষ, ইহাদের প্রত্যেক সমভাবে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে; অনন্তর
রোহিত মৎস্যের পিত্ত, বরাহপিত্ত, মহিষপিত্ত, ছাগপিত্ত ও ময়ূরপিত্ত,
ইহাদের প্রত্যেকটী দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী সর্ষপপ্রমাণ।
অনুপান—ডাবের জল বা তালের শাখার রস। সন্নিপাত জ্বরের শেষ
অবস্থায় রোগীর সংজ্ঞা ও নাড়ী লোপ হইলে এবং অন্য কোন ঔষধে
ফল না হইলে এই ঔষধ প্রযোজ্য। একটী বটীতে না হইলে যতক্ষণ
নাসারন্ধ্রে বায়ু উষ্ণ ভাবে প্রবাহিত ও নাড়ী উষ্ণ না হয় ততক্ষণ
পর্য্যন্ত অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর একটী বটী সেবন করাইবে। ঔষধের ক্রিয়া
প্রকাশ পাইবা মাত্র রোগীর মাথায় তিল তৈল মর্দ্দন ও প্রচুর শীতল
জলের ধারা দিবে। নতুবা রোগীর জীবন সংশয় হইতে পারে। শিশু
বৃদ্ধ ও গর্ভিণীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

বিষমজ্বর চিকিৎসা।

সকল প্রকার বিষমজ্বরই সান্নিপাতিক সুতরাং ইহাদের মধ্যে যে
যে দোষ প্রবল থাকে, সেই সেই দোষেরই চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

ত্রিপুরারি রস—হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র ও
বিষ প্রত্যেক সমপরিমাণে লইয়া তাহাতে পারদের অর্দ্ধাংশ রৌপ্য

মিশ্রিত করতঃ আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিক করিবে। অনুপান—চিনি, মধু, বা আদার রস। ইহা দ্বারা অষ্টবিধ জ্বর প্লীহা, উদর, শোথ, ও অতিসার প্রশমিত হয়। এই ঔষধ দৃষ্ট ফল।

জ্বরাশনি লৌহ—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সৈন্ধব ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, লৌহ ৫ তোলা ও অভ্র তোলা; এই :সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহ পাত্রে স্থাপন করিয়া নিসিন্দা পাতার রসসহ লৌহ দণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিবে; পরে মরিচ চূর্ণ ১ তোলা ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী উপযুক্ত অনুপানসহ সেবনে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর, যকৃৎ ও প্লীহাবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ—হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও শোধিত গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে, পরে উহা দ্বারা পর্পটী পাক করিয়া ঐ পর্পটী ২ তোলা, স্বর্ণ ।০ আনা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, বঙ্গ ।।০ আনা, প্রবাল ।।০ আনা গিরিমাটী ।০ আনা, মুক্তা ।০ আনা, শঙ্খভস্ম ।০ আনা, শুক্তিভস্ম ।০ আনা এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করতঃ দুইখানা ঝিনুক দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মৃত্তিকালিপ্ত করিবে; অনন্তর মৃদুপুটে পাক করিবে। গন্ধকের গন্ধ বাহির.হওয়া মাত্র পাক সমাধা হইয়াছে জানিবে। বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মা প্রধান বিষমজ্বরে এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরে, উদরাময়, গ্রহণী, শোথ, প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি প্রভৃতিতে ইহা অতীব উপকারী। সতত, সন্তত, তৃতীয়ক, চাতুর্থক জ্বর অল্পকাল স্থায়ী হইলে এই ঔষধ সেব্য। অনুপান—উদরাময় থাকিলে জীরা-চূর্ণ ও মধু এবং প্লীহা বৃদ্ধিতে পিপুল, হিং ও সৈন্ধব লবণ।

বিষমজ্বরান্তক লৌহ—পারদ দুই তোলা, গন্ধক ২ তোলা তাম্র ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, এই সমস্ত

একত্র মর্দ্দন করতঃ জয়ন্তীপাতা, কুলেখাড়া, বাসকপাতা, আদা ও পানের রসে যথাক্রমে ৫ বার ভাবনা দিয়া দুই রতি মাত্রায় বটি প্রস্তুত করিবে। অন্যেদুষ্ক, তৃতীয়ক, ও চাতুর্থক জ্বরে বাত পিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে নিরামাবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি এবং শুষ্ক কাস থাকিলে এই ঔষধ উপকারী। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণ-মাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা এবং লৌহ আট তোলা এই সমস্ত একত্রে মর্দ্দন করিয়া করলাপাতার রস, দশমূলের ক্বাথ, ক্ষেতপাপড়ার রস, ত্রিফলার ক্বাথ, পদ্ম-গুলঞ্চের রস, পানের রস, কাকমাচীর রস, নিসিন্দার রস, পুনর্ণবার রস ও আদার রস এই সকল দ্রব্যে যথাক্রমে সাত বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি। বায়ু ও পিত্ত প্রধান সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরে বা ম্যালেরিয়া জ্বরে নিরামাবস্থায় এই ঔষধ সেব্য। পুরাতন প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, উদরাময় বা উৎকাসি বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। অনুপান—ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধু বা শেফালিকা পাতার রস ও মধু; প্লীহা বা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে পিপুল-চূর্ণ ও মধু, উদরাময়যুক্ত জ্বরে কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ বিষমজ্বরান্তক রস—রস, গন্ধক, রসসিন্দূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন করিবে; তৎপর নিসিন্দা পাতার রস, পানের রস, কাকমাচীর রস, ক্ষেতপাপড়ার রস, পুনর্ণবার রস. গুলঞ্চের রস, বাসকপাতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস ও কেশুরের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। সতত, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বরে আমরসের

পরিপাক অবস্থায় বা কিঞ্চিৎ আমরস বর্ত্তমান থাকিলে এই ঔষধ সে
অনুপান—পিপ্পলী-চূর্ণ ও মধু।

মহাজ্বরাঙ্কুশ—রস, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, বঙ্গ, লৌ
স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, অভ্র, গিরিমাটী, সোহাগার খৈ ও দা
বীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে; তৎপর গো
লেবুর রস, সিদ্ধিপত্রের কাথ, তুলসীপাতার রস, কাঁচা তেঁতুলের
এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের দ্বারা তিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্র
বটী প্রস্তুত করিবে। অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়-চাতু
জ্বরে এবং ম্যালেরিয়া জ্বর আমরসের সম্পূর্ণ পরিপাকাবস্থায়
ঔষধ সেব্য। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি এবং শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হইলে
ঔষধ অতীব ফলপ্রদ। অনুপান—কৃষ্ণজীরা-চূর্ণ ও মধু অথবা পি
চূর্ণ ও মধু।

শ্রীজয়মঙ্গল রস—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, সোহাগার
তাম্র,বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব লবণ, মরিচ, লৌহ ও রৌপ্য ইহা
প্রত্যেকের ১ ভাগ ও স্বর্ণ ২ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিবে; তৎপর ধু
পত্রের রস, শেফালিকা পাতার রস, দশমূলের কাথ ও চিরতার
ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা তিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ করিবে
সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং রক্তগত, মেদোগত প্র
ধাতুগত জ্বরে নিরামাবস্থায় এই ঔষধ সেব্য। ম্যালেরিয়া জ্বরে
তৎসঙ্গে প্রমেহ দোষ থাকিলে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। অনুপা
জীরা চূর্ণ ও মধু।

জ্বরভৈরব—স্বর্ণ, তাম্র, রৌপ্য, সীসক, রস, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষি
সাদানারমূজ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া আম
শাকের রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে যথামধ্যে স্থাপন করিয়া লঘুপু
পাক করিবে। বটি ২ রতি। অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়

তৃতীয়কবিপর্য্যয় ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বরে ও ম্যালেরিয়ায় জ্বরবেগ তীব্র হইলে এই ঔষধ সেবনীয়। অনুপান—মধু; প্লীহা ও যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধু।

চতুর্থ অধ্যায়

রস দ্বারা জ্বর-চিকিৎসার বিশেষ সঙ্কেত

বাতজ্বরে—পারদ, গন্ধক ও মিঠা বিষ বিশেষ ফলপ্রদ। কোন ঔষধ প্রস্তুত না থাকিলে শুধু এই তিনটি দ্রব্য একত্র করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ও উপযুক্ত অনুপানযোগে প্রয়োগ করিলে বাতজ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

পিত্তজ্বরে—হিঙ্গুল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। তবে অতি শিশু, অতি বৃদ্ধ ও পূর্ণ গর্ভা স্ত্রীকে হিঙ্গুল দেওয়া অনুচিত। পিত্তনাশক অনুপান-সহ কেবল শোধিত হিঙ্গুল প্রয়োগ করিলে পিত্তজ্বর ও সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ ব্যাধি নষ্ট হয়।

শ্লেষ্মজ্বরে—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও তাম্র উৎকৃষ্ট ঔষধ। কজ্জলী সংযোগে স্বর্ণ ও তাম্রভস্ম শ্লেষ্মানাশক অনুপানযোগে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্লেষ্মজ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

বাতপিত্তজ্বরে—হিঙ্গুল, গন্ধক, মিঠা বিষ ও পারদ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে—হরিতাল ও তাম্র মহৌষধ। কেবল মাত্র হরিতালভস্ম উপযুক্ত অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে দুঃসাধ্য পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বর অচিরে নষ্ট হয়।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে—পারদ, গন্ধক, তাম্র, কস্তূরী ও স্বর্ণ মহৌষধ।

সন্নিপাতজ্বরে—স্বর্ণভস্ম, হরিতালভস্ম, কস্তূরী, দারমুজ, মিঠা বিষ ও তাম্রভস্ম উপযুক্ত অনুপানযোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

বিষমজ্বরে—সেঁকো বিষ, তুঁতেভস্ম, তাম্রভস্ম, হরিতাল-ভস্ম, লৌহভস্ম, সীসক-ভস্ম উপযুক্ত অনুপানযোগে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জীর্ণজ্বরে—লৌহ, তাম্র ও হরিতালভস্ম উপযুক্ত অনুপান সহযোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

ক্ষয়জজ্বরে—স্বর্ণভস্ম, অভ্রভস্ম, লৌহভস্ম, হরিতালভস্ম, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, মুক্তাভস্ম ও প্রবালভস্ম উপযুক্ত অনুপানযোগে ব্যবহার্য্য।

মেহজজ্বরে—বঙ্গভস্ম, দস্তাভস্ম, সীসকভস্ম, তাম্রভস্ম, ও স্বর্ণ-ভস্ম প্রযোজ্য।

প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্তজ্বরে—লৌহভস্ম, তাম্রভস্ম, হরিতাল-ভস্ম ও সেঁকোবিষ-ভস্ম ব্যবহার্য্য।

শোথজ্বরে—পারদ ও গন্ধক প্রযোজ্য। পর্পটীরূপে ব্যবহার করিলে অব্যর্থ ফলপ্রদ।

যখন সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতানুযায়ী চিকিৎসা করিয়াও জ্বর কিছুতেই আরাম হয় না, তখন নিম্নলিখিত উপায় সমূহের যে কোন একটি অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই জ্বরের উপশম হইবে।

(১) হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, একত্র কজ্জলী করিয়া কুল কাষ্ঠের অঙ্গারে পর্পটী প্রস্তুত নিয়মে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। এই পর্পটী ২ রতি জীরা-বাটা ও ১ রতি হিং অনুপানে সেবন করিতে হইবে। প্রথমে এই পর্পটী ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। এই ঔষধ ১০ রতি ব্যবহার করার পরও যদি জ্বর ত্যাগ না হয় তাহা হইলে যত দিন পর্য্যন্ত জ্বর ত্যাগ না হয় তত দিন

পর্য্যন্ত প্রত্যহ ১০ রতি মাত্রায় রোগীকে খাইতে দিবে। ঔষধ সেবন-কালে রোগী জল ও লবণ ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধ ও অন্ন অথবা শুধু নির্জ্জলা দুগ্ধ পথ্য করিবে। অসহ্য পিপাসা হইলে ডাবের জল দেওয়া যাইতে পারে। এই ঔষধ সেবনকালে স্নান নিষিদ্ধ; মস্তিষ্ক গরম হইলে শীতল জল দ্বারা মস্তক ধৌত করা চলিবে। এই ঔষধ ব্যবহারে প্রথমতঃ রোগী কিছু দুর্ব্বল হইতে পারে, তাহাতে কোনও চিন্তার কারণ নাই। রোগী ক্রমশঃ রোগমুক্ত হইয়া সবল হইবে। ইহা দ্বারা যকৃৎ, প্লীহা, উদরাময়, শোথ, ক্ষয়, উদরী, শূল, বিষমজ্বর প্রভৃতি সংযুক্ত জ্বর ৪।৫ সপ্তাহ মধ্যে নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে।

(২) হরিতালভস্ম ¼ রতি প্রত্যহ প্রাতে গব্য ঘৃত সহ সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনকালে রোগীকে প্রথমে অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ½ পোয়া হইতে ১ পোয়া খাঁটি গাওয়া ঘি, ভাত, তরকারী, লুচি ইত্যাদির সহিত খাইতে হইবে। রোগী প্রত্যহ শীতল জলে স্নান করিবেন; দরকার হইলে ২বারও স্নান করিতে পারেন। মাছ, মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। এই ঔষধ দৃষ্ট-ফল।

(৩) সিকি রতি পরিমাণ সেঁকো বিষভস্ম উক্ত নিয়মে সেবন করিলেও উক্ত ফল পাওয়া যায়। সেঁকো বিষের শোধন ও ভস্মীকরণ প্রণালী হরিতালের ন্যায়।

(৪) কজ্জলীযোগে ভস্মীকৃত তাম্রের অমৃতীকরণ করিয়া পর্পটী সেবনের নিয়মে ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া বাড়াইয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করিবে; এই ১০ রতি মাত্রা আরোগ্য লাভ কাল পর্য্যন্ত চলিবে, আরোগ্য দর্শন হইলে প্রত্যহ ১ রতি করিয়া কমাইয়া সেবন করিবে। অনুপান—ত্রিকটুচূর্ণ ১০ রতি, বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ রতি। এই ঔষধ সেবনার্থ তাম্র বিশুদ্ধ নৈপাল তাম্র হওয়া আবশ্যক এবং ইহা কজ্জলীযোগে ভস্মীকৃত ও যথাবিধি অমৃতীকৃত হওয়াও উচিত

নতুবা তাম্র ব্যবহারে বমি প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রব জন্মাইয়া রোগীর সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, সুতরাং চিকিৎসক এই ঔষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করিবেন।

(৫) রস-চিকিৎসার প্রথম খণ্ডে পারদপ্রসঙ্গে কথিত 'রসতালক' সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ। যে জ্বর কোনও ঔষধে সারে না সেই জ্বরে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই রসতালক আদার রস ও মধুসহ অথবা উপযুক্ত অনুপান সহ ব্যবহৃত হইলে জ্বর ত ছাড়েই তাহা ছাড়া জ্বর-সংশ্লিষ্ট সকল উপসর্গগুলি দূরীভূত হয় এবং রোগীর শরীর সবল ও কান্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

(৬) শোধিত বংশপত্র হরিতাল উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিবে। তাহার পর উহাকে শ্বেত অভ্রের পুরু পাত দিয়া একটী লৌহ কটাহে রাখিয়া আবৃত করিবে। তাহার পর উক্ত কটাহটীকে অগ্নির উত্তাপে চড়াইবে এবং ঐ অভ্রখণ্ডের উপরিভাগ একখানি ভারী লৌহ খণ্ড দিয়া আবৃত করিবে। অর্দ্ধঘণ্টাকাল অগ্নির উত্তাপে থাকিলে হরিতাল গলিয়া যাইবে। তাহার পর উহাকে অগ্নির উত্তাপ হইতে নামাইয়া অভ্রের পাতটীকে উঠাইয়া লইলেই কটাহের উপরিভাগে মাণিক্যের ন্যায় আভা বিশিষ্ট যে এক প্রকার দ্রব্য পাওয়া যাইবে তাহা গ্রহণ করিবে। এই দ্রব্য দুই রতি পরিমাণে বিজ্বর অবস্থায় আদার রস ও মধুসহ সেবন করিলে নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার জ্বরের বেগ বন্ধ হয় এবং উপযুক্ত পথ্যাশী হইলে রোগীর শরীর সারিয়া যায়।

(৭) জ্বরে লৌহ প্রয়োগ ঃ—

সর্ব্বপ্রকার জ্বরে, রক্তহীনতায়, ক্ষয়ে, প্লীহা ও যকৃৎদুষ্টিতে লৌহ মহৌষধ। যখন নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ও জ্বর ছাড়াইতে পারা যায় না, তখন কিছুদিন ধরিয়া বিশুদ্ধ লৌহভস্ম বা লৌহঘটিত ঔষধ উপযুক্ত অনুপান সহ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিলে অতিশয় সুফল

পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ক্ষয়জ জ্বরে লৌহ প্রয়োগে বিশেষরূপ সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু লৌহ ভাল করিয়া শোধিত ও ভস্মীকৃত হওয়া দরকার। অসম্যকৃরূপে মাড়িত লৌহ সেবনে প্রভূত কুফল ফলিয়া থাকে। ধাতু সম্যকৃরূপে জীর্ণ না হইলে তাহার রোগ নিবারক শক্তি জন্মে না। অমাড়িত ধাতু ভক্ষণ করিলে বায়ু বৃদ্ধি হয়, এবং তজ্জনিত উপসর্গ সকল লক্ষিত হইয়া থাকে। ধাতু সকলের মধ্যে লৌহ ভাল করিয়া ভস্ম করিয়া লইলে উহা স্বর্ণ, প্রবাল, মণিমুক্তাদি হইতেও চিকিৎসাক্ষেত্রে অধিকতর সুফল প্রসব করিয়া থাকে। কান্তলৌহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপকারী ও ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও উহা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। উহার পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ ইস্পাৎ ব্যবহার করিলেও সুফল পাওয়া যায়। রসচিকিৎসা ১ম খণ্ডে লৌহের শোধন, জারণ ও মাড়ন সবিস্তারে বর্ণিত হইলেও প্রসঙ্গক্রমে লৌহমাড়ন বিশদভাবে বর্ণিত হইতেছে।

শোধন ও ভস্ম করিবার জন্য একবারে অর্দ্ধসের পরিমিত লৌহ গ্রহণ করিবে, উহাপেক্ষা কম লৌহ গ্রহণ করিলে ভস্মীকরণ বিষয়ে ফল ভাল হইবে না। লৌহ শোধনে গোমূত্র ত্রিফলার ক্বাথ ও কলার এঁটের রস অতীব প্রয়োজনীয়। লৌহকে প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে গলিত করিয়া কলার এঁটের রসে নিক্ষেপ করিবে। ৭বার এইরূপ করিলে লৌহ বিশোধিত হইয়া থাকে। লৌহকে সামান্য একটু পোড়াইয়া কলার এঁটের রসে নিক্ষেপ করিলে উহা শোধিত হইবে না, উহাকে এমন ভাবে পোড়াইবে যাহাতে উহা গলিয়া যায়। কেহ কেহ লৌহের ছোট ছোট পাত করিয়া দীর্ঘকাল উহাকে গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখেন; ইহাতে লৌহ জীর্ণ হইয়া থাকে; তাহার পর উহাকে ত্রিফলার ক্বাথে বারংবার মাড়িয়া পুট পাক করিয়া থাকেন। তবে কি পরিমাণ লৌহ কি পরিমাণ ক্বাথে শোধিত ও মর্দ্দিত হইলে লৌহ প্রয়োগে

সুফল পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা দরকার। আধসের পরিমিত লৌহ ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা শোধিত করিতে হইলে, দুই সের ত্রিফলা গ্রহণ করিবে, উহাকে ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তার পর অর্দ্ধসের লৌহকে ৭ বার অগ্নিতাপে উত্তপ্ত করিয়া ৭ বার ত্রিফলার ক্বাথে ফেলিবে। ইহাতে লৌহ সর্ব্বদোষ বিমুক্ত হইবে। এরূপে লৌহ শোধিত হইলে, উহাকে চূর্ণ করিয়া লইবে। কিছু দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া হামানদিস্তায় চূর্ণিত করিয়া লইলে, উত্তম লৌহ চূর্ণ পাওয়া যাইবে। অবশ্য, গোমূত্রে ভিজাইবার পূর্ব্বে লৌহের ছোট ছোট পাত করিয়া লওয়া দরকার। এইরূপ ভাবে চূর্ণীকৃত লৌহ তিন ভাগ, পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া রসচিকিৎসার প্রথম খণ্ডোক্ত বিধি অনুসারে ভস্ম করিলে, তদ্দ্বারা শাস্ত্রোক্ত ফল পাওয়া যায়।

লৌহের ভানুপাক বিধি

শোধিত লৌহকে হামানদিস্তায় চূর্ণ করিয়া নির্ম্মল জলে বারংবার ধৌত করিয়া সর্ব্ব প্রকারে উহার মল নিষ্কাশিত করিয়া লইবে। তাহার পর উহাকে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিয়া লইবে। তাহার পর যে পরিমাণ লৌহের ভানুপাক করিবে, তাহার সমান ত্রিফলা লইয়া ত্রিফলার দ্বিগুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। এই ত্রিফলার ক্বাথে উক্ত লৌহকে উত্তমরূপে তিন দিবস ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। কাহারও কাহারও মতে ৭ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়।

লৌহের স্থালীপাক বিধি

লৌহের ভানুপাক সমাপ্ত হইলে স্থালীপাক করিতে হইবে। স্থালীপাকের নিমিত্ত ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে, যত লৌহ তাহার

তিনগুণ ত্রিফলা লইবে এবং ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তাহার পর একটী সুদৃঢ় লৌহ কটাহে উক্ত ক্বাথ ও লৌহ কাষ্ঠাগ্নিতে পাক করিবে। তাহার পর রস নিঃশেষ হইলে নামাইয়া লইবে। এইরূপে লৌহের স্থালীপাক সমাপ্ত হইবে। পরে উহাকে জলে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে।

লৌহের পুটপাক বিধি

স্থালীপাকের পর লৌহের পুটপাক করিবে। যত অধিক পুট দেওয়া যাইবে, ততই লৌহের গুণের আধিক্য হইবে। যে যে রোগ বিনাশের জন্য লৌহের ভস্ম প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই সেই রোগ-নাশক দ্রব্যের ক্বাথ ও স্বরস দ্বারা লৌহকে উত্তমরূপে ভাবিত করিয়া পুট দিবে। ইহাতে লৌহ সমধিক গুণবিশিষ্ট হয়।

পুটপাকের পূর্ব্বে লৌহকে কতকগুলি দ্রব্যের ক্বাথ বা স্বরস দিয়া মাড়িয়া লইলে, সেই লৌহ বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি লৌহমাড়ক অর্থাৎ উহাদের রস অথবা ক্বাথ দিয়া লৌহকে মর্দ্দন করিলে, অতি সত্বর লৌহ জারিত হইয়া থাকে।

তেউড়ী, ত্রিফলা, দন্তী, কট্‌কী, তালমূলী, বীজতাড়ক, বিছুটীলতা, বাসকপত্র, চিতা, আদা, বিড়ঙ্গ, ভীমরাজ, ভেলা, শুণ্ঠ, দাড়িম্ব পত্র, শতমূলী, পুনর্ণবা, কুঠার (কুড়ালিয়া), কান্তক্রামক, মুতা, ওল, গুলঞ্চ, থুলকুড়ি, হস্তিকর্ণ-পলাশ, হাড়যোড়া, কেশুরে, মান, থারকোণ ও গোজিয়া শাক। এইগুলি লৌহমাড়ক। ইহাদিগকে ত্রিফলাদিগণ কহে।

বায়ুজনিত রোগসকল বিনষ্ট করিবার জন্য এরণ্ডাদিগণ দ্বারা, পিত্ত-জনিত রোগসকল নষ্ট করিবার জন্য কিরাতাদিগণ দ্বারা এবং শ্লেষ্মা-জনিত রোগসকল নষ্ট করিবার জন্য শৃঙ্গবেরাদিগণ দ্বারা, বাতশ্লেষ্মাজনিত

রোগসকল নষ্ট করিবার জন্য গোক্ষুরাদিগণ দ্বারা, পিত্তশ্লেষ্মাজনিত রোগসকল নষ্ট করিবার জন্য পটোলাদিগণ ও ত্রিদোষজনিত রোগসকল নষ্ট করিবার জন্য কিংশুকাদিগণ দ্বারা লৌহের পুটপাক করিতে হয়।

অতঃপর পুটপাকের গণগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

এরণ্ডাদিগণ—এরণ্ডমূল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শিরীষ, গন্ধভাদুলে, মাষাণী, মুগানী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও কেতকী ইহাদিগকে এরণ্ডাদিগণ কহে। এইগুলির স্বরস দ্বারা লৌহ মাড়িত হইলে সেই লৌহ বায়ুজনিত রোগসকল বিনষ্ট করিয়া থাকে।

কিরাতাদিগণ—চিরতা, গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, শতমূল, পলতা, রক্তচন্দন, পদ্ম, শাল্মলী, যজ্ঞডুম্বুর ও যষ্টিমধু এইগুলি পিত্তরোগ নাশক।

শৃঙ্গবেরাদিগণ—আর্দ্রক, নির্গুণ্ডী, ইন্দ্রযব, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, মূর্ব্বা, শজিনা, শিরীষ, বরুণ ছাল, আকন্দপত্র, পটোল ও কণ্টকারী ইহারা শ্লেষ্মাজনিত রোগ বিনষ্ট করে।

গোক্ষুরাদিগণ—গোক্ষুর, কুলেখাড়া, কণ্টকারী, ও শালপাণী। ইহারা বাতশ্লেষ্মাজনিত রোগনাশক।

পটোলাদিগণ—পল্‌তা, বেণার মূল, কালকাসুন্দে, অপরাজিতা লোধ, নীলোৎপল, শ্বেতসুঁদি, বারাহী ও প্রিয়ঙ্গু এইগুলি পিত্তশ্লেষ্মারোগনাশক।

কিংশুকাদিগণ—পলাশ, গাম্ভারী ছাল, শুঠ, গণিয়ারী, গোক্ষুর, শোণাছাল, শালপাণী, চাকুলে, মাষাণী, স্থিরা, পারুল, কণ্টকারী, বৃহতী ও বেলছাল এইগুলি ত্রিদোষজ রোগনাশক।

বাজীকরণার্থ পুটপাকের দ্রব্য

শতমূল, শ্বেতবেড়েলা, আমলকী, গুলঞ্চ, বীজতাড়ক-বীজ, আলকুশী-বীজ, ভীমরাজ, কেশুরে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, কুলেখাড়া-বীজ, অশ্বগন্ধা, ও পিপুল এইগুলির স্বরস বা কাথের পুটপাক বাজীকরণে উপযোগী।

রসায়নার্থ পুটপাক দ্রব্য

ভূমিকুষ্মাণ্ড, তগরপাদুকা, ভীমরাজ, শতমূলী, ক্ষীরীশ, ভেলা, গুলঞ্চ, চিতা, হস্তিকর্ণ-পলাশ, তালমূলী, যষ্টিমধু, মুণ্ডিরী ও কেশুরে এইগুলি রসায়নার্থ ব্যবহার্য্য।

পঞ্চম অধ্যায়

বর্ত্তমান যুগোৎপন্ন কতকগুলি জ্বরের চিকিৎসা

প্লেগ (**Plague**)

প্লেগ এক প্রকার গ্রন্থিক উৎকট মহাব্যাধি। প্লেগাক্রান্ত রোগীর জ্বরের উত্তাপ খুব বেশী হয়। বগলের নীচে, গলদেশে, চোয়ালের নীচে, বক্ষে ও উরুমূলের গ্রন্থিসকল স্ফীত হয় এবং উহাতে অতিশয় প্রদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই রোগ অতিশয় সংক্রামক এবং সাংঘাতিক।

এই রোগ হইবা মাত্রই ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদ-মতে ইহার ত্রিদোষযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বরের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। প্লেগ প্রধানতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে—(১) গ্রান্থিক, (২) সান্নিপাতিক ও (৩) আন্ত্রিক।

গ্রান্থিক প্লেগ জ্বরে সাধারণতঃ বায়ু-পিত্ত প্রধান হইয়া থাকে। এই প্রকারের প্লেগ-জ্বর অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। গ্রান্থিক প্লেগ-জ্বরে তাম্রভস্ম দুই রতি, ৫ ফোঁটা ঘৃত ও ১০ ফোঁটা মধুসহ মাড়িয়া প্রাতে একবার সেবন করিতে দিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। যোগরত্নাকর

নামক ঔষধ, ঘৃত ৫ ফোঁটা ও মধু ১০ ফোঁটা সহ বৈকালে একবার প্রয়োগ করিলে, জ্বরের বেগ ও গ্রন্থিপ্রদাহ এবং বেদনা কমিয়া যায়।

সান্নিপাতিক প্লেগ-জ্বর

ইহাতে সাধারণতঃ পিত্ত-শ্লেষ্মা প্রবল হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য ব্যাধি। এই ব্যাধিতে প্রথম হইতে রসেন্দ্র-চূর্ণ ১ যব মাত্রায় আদার রস ও মধু অনুপানে সুফল পাওয়া যায়। বৃহৎ কস্তূরীভৈরব, বসন্ততিলক ও মহালক্ষ্মীবিলাস ইহার অতি উত্তম ঔষধ।

আন্ত্রিক প্লেগ-জ্বর

ইহাতে সাধারণতঃ পিত্ত এবং বায়ুর প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এই রোগে শ্রীকৃষ্ণরস দুই রতি, জীরাবাঁটা দুই রতি ও মধু অনুপানে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। তাম্রভস্ম, কর্পূররস, রসতালক প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই রোগে অতিশয় বৃদ্ধির অবস্থায় বৃহৎসূচিকাভরণ, সন্নিপাত-ভৈরব, অঘোর-নৃসিংহরস, প্রভৃতি সন্নিপাতরোগাধিকারোক্ত ঔষধ গুলির প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এই রোগের বিভিন্ন উপসর্গের বিভিন্ন অবস্থায় নানাপ্রকার ফলপ্রদ ঔষধ মৎপ্রণীত "আয়ুর্ব্বেদ প্রভাকর" নামক চিকিৎসাগ্রন্থে বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

ইহা এক প্রকার বায়ুশ্লেষ্মাজনিত সান্নিপাতিক জ্বর। ইহাতে সর্ব্বত্রই কফাধিক্য থাকে। ইহার দ্বারা অনেক সময় ফুসফুসদ্বয় আক্রান্ত হয়, রক্ত মিশ্রিত কফ নির্গত হয় এবং সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা অনুভূত হয়। অনেক সময় মোহ এবং প্রলাপ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অধুনা অনেক সময় এই জ্বর ব্যাপকভাবে উপস্থিত হইয়া জনপদ ধ্বংস করিয়া থাকে। শ্রীরসরাজ এই রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। প্রত্যহ

প্রাতে আদার রস ও মধু অনুপানে সেবনে, জ্বরবেগ, অঙ্গমর্দ্দ, প্রলাপ, কফাধিক্য বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ দৃষ্টফল। বসন্ত-তিলকরস, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, তাম্রভস্ম, মহালক্ষ্মীবিলাস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস, পঞ্চানন-রস, প্রভৃতি ঔষধ যুক্তি পূর্ব্বক যথাযোগ্য অনুপানে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের একটী দৃষ্টফল ব্যবস্থাপত্র প্রদত্ত হইল।

(১) আদিত্যরস (আদার রস ও মধু) প্রাতে ৭ টায়।

(২) বৃহৎ কস্তুরীভৈরব (পানের রস ও মধু) বেলা ১২ টায়।

(৩) রসেন্দ্র চূর্ণ (তুলসীর রস ও মধু) বেলা ৪ টায়।

(৪) বসন্ত তিলক রস (বাসকের রস ও মধু) রাত্রি ৮ টায়।

এই ব্যবস্থা পত্র অনুযায়ী ঔষধ সেবন এবং আকন্দপত্রে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া ঈষৎ উষ্ণাবস্থায় বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া স্বেদ প্রদানে অসংখ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে এবং জনপদ-ধ্বংসকারী এই মারীভয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ডেঙ্গু-জ্বর

ইহা এক প্রকার দারুণ যন্ত্রণাদায়ক বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি। সাধারণতঃ সপ্তাহ মধ্যে এই জ্বর আরোগ্য হয়। ছোট বালক-বালিকাদিগের পক্ষে এই জ্বর অধিক কষ্টদায়ক হয়। পল্লীগ্রামের লোক হঠাৎ সহরে আসিয়া কিছু দিন পরেই এই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া থাকে। শ্রীমৃত্যুঞ্জয়রস, কস্তুরীভৈরব, রসতালক, বাতবিধ্বংসী, মহালক্ষ্মীবিলাস, গরম পঞ্চাননরস, প্রভৃতি বাতশ্লেষ্মানাশক ঔষধসমূহ বিবেচনাপূর্ব্বক উপযুক্ত অনুপান সহ ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। এই জ্বর ছাড়িয়া গেলে রোগী কয়েক দিবস পর্য্যন্ত দারুণ অরুচিতে কষ্ট পাইয়া থাকেন। সেই সময় তাহার পক্ষে কাগজী লেবুর রস বড়ই উপকারী।

নিউমোনিয়া

ইহা এক প্রকার বাতশ্লেষ্মজ সান্নিপাতিক জ্বর। এই রোগে কখনও একটী কখনও বা দুইটী ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হয়। দুইটী ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইলে তাহাকে ডবল নিউমোনিয়া কহে। এই রোগে প্রবল জ্বর, কাস, শ্বাসকষ্ট, কাসসহ রক্ত নির্গমন, স্বেদনির্গম, গাত্রবেদনা, প্রবল পিপাসা, প্রলাপ, মোহ, দুর্ব্বলতা, গলা ঘড় ঘড়, অনিয়মিত নাড়ীর গতি এবং শরীরে অত্যন্ত অসুস্থতা বোধ হইয়া থাকে। এই রোগ প্রকাশ পাইবা মাত্র অতি সত্বর সুচিকিৎসা হওয়া কর্ত্তব্য নচেৎ রোগ অতি সত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ফুস্‌ফুসে বায়ু অবরুদ্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। ফুস্‌ফুসের মধ্যে পচন আরম্ভ হইলে অতিরিক্ত স্বেদ-নির্গমন, প্রলাপ, শ্বাস-কষ্ট, প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং রোগ প্রায়ই আরোগ্য হয় না।

নিউমোনিয়ার চিকিৎসা

রস-চিকিৎসার দ্বারা নিউমোনিয়া রোগে অতি শীঘ্র অতীব সুফল পাওয়া যায়। তবে ঔষধগুলি খুব খাঁটী হওয়া দরকার। চিকিৎসকের বাহাদুরী ও কৃতিত্ব ঔষধের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে। রস-চিকিৎসার বিশেষত্ব এই যে ইহা দ্রব্যের বিশেষ প্রভাবের উপর বেশী নির্ভর করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা দোষের প্রাবল্য বা ন্যূনতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে চায় না। তান্ত্রিক যুগে রসসিদ্ধ-চিকিৎসকগণ রসসাধনায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ত্রিদোষ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বিশিষ্ট যোগ-বিশেষের উপর বেশী নির্ভর করিতেন। যোগ বিশেষের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা একই যোগ বহুক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া অতি আশ্চর্য্য সুফল দেখাইতেন।

রসতালক—শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, লাল দারুমুজ ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ একত্রে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বালুকা যন্ত্রে কাচ কূপীতে ৪ প্রহর পাক করিবে। ইহার দ্বারা পীতাভ রসতালক প্রস্তুত হইবে। এই ঔষধ এক যব মাত্রায় সর্ব্বপ্রকার নিউমোনিয়া রোগে, রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে।

আদার রস ও মধু, তুলসী পাতার রস ও মধু, বাসকপাতার রস ও মধু অথবা শুধু মধু।

ইহার দ্বারা জ্বরের বেগ কমে, শ্লেষ্মা কমে, জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হয়, হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা ভাল থাকে, ফুস্‌ফুসের মধ্যে ক্ষত ও পচন নিবারিত হয়।

মহাদিত্য রসঃ—গোমূত্র শোধিত নৈপাল তাম্র ৩ ভাগ, এক ভাগ পারদ ও ২ ভাগ গন্ধকের কজ্জলী এই দুই দ্রব্যকে লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিবে। তিন দিন গত হইলে সুদৃঢ় প্রস্তর খলে উহাকে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্র তাপে শুকাইয়া লইবে। তাহার পর উহাকে বালুকাযন্ত্রে চারি প্রহর পাক করিবে। এইরূপে যে ঔষধ পাওয়া যায় তাহার নাম মহাদিত্য-রস। ইহা সর্ব্বপ্রকার সান্নিপাতিক ত্রিদোষজ জ্বর, কাস, শ্বাস, হিক্কা, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুঃসাধ্য ক্ষয়জ রোগের মহৌষধ। ইহার মাত্রা—১ রতি হইতে ৪ রতি পর্য্যন্ত। অনুপান আদার রস ও মধু।

নিউমোনিয়া রোগে রোগীর বিকার উপস্থিত হইলে তাহাকে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যাইবে।

ভৈরব-রসঃ—বঙ্গ, সীসক, পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ প্রত্যেক এক ভাগ, তাম্র তিন ভাগ এইগুলি আদা, নিসিন্দা, পুনর্ণবা ও আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া এক রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই বটিকা একটি আদার রস ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

নিউমোনিয়া রোগে কাসের সঙ্গে রক্ত দেখা যাইলে, নিম্নলিখিত যোগ প্রয়োগ করিবে।

শোধিত হিঙ্গুল ২ রতি, পলতার রসের সহিত সেবন করাইলে, রক্ত পড়া বন্ধ হইবে এবং জর ও পিত্তশ্লেষ্মার বেগ কম হইয়া যাইবে।

কনকসুন্দর রস :—স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, মৃগনাভি, প্রত্যেকটী দুই দুই তোলা হিসাবে গ্রহণ করিয়া ঘৃতকুমারী, ছাগীদুগ্ধ ও কেশরাজের রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া ৪ রতি, বটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষানুসারে পিপুল চূর্ণ, বাসকপাতার রস, তুলসীপাতার রস, বংশলোচন চূর্ণ, পানের রস, আদার রস, অর্জ্জুনছাল চূর্ণ, হরিণের শিং ভস্ম প্রভৃতি অনুপান বিচার-পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। তবে আদার রস ও মধু বা পিপুল চূর্ণ ও মধু এই দুইটী অনুপান বিশেষ প্রশস্ত।

নিউমোনিয়া রোগে একটী দৃষ্টফল

ব্যবস্থাপত্র

সময়	ঔষধ	অনুপান
প্রাতঃ ৭টা	মহাদিত্য-রস মাত্রা ২ রতি	আদার রস ও মধু
বেলা ১০ টা	বৃহৎ কস্তুরীভৈরব	পানের রস ও মধু
বেলা ১টা	বসন্তুতিলক রস	বাসকপাতার রস ও পিপুল চূর্ণ ও মধু
বেলা ৪টা	রসতাল	তুলসীপাতার রস ও মধু
রাত্রি ৭ টা	কনকসুন্দর রস	বংশলোচন চূর্ণ ও মধু

রোগ অতিশয় বৃদ্ধি হইলে উক্ত ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ঔষধ ব্যবহার করিয়া বহু রোগী মাত্র ৭ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। রোগের অবস্থা উৎকট না হইলে উক্ত ঔষধগুলির মধ্যে দুই একটী কমাইয়া বা নূতন উপসর্গ থাকিলে দুই একটী ঔষধ বৃদ্ধি করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে ফল ভাল হইবে।

মহাদেব রস :—স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক ও বৈক্রান্ত প্রত্যেকটী এক তোলা পরিমাণ লইয়া কর্পূরের জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অর্জ্জুনছালের রস অথবা আমলকীর রস সহ সেবনে জ্বর, কাস, শ্বাস ও ফুস্‌ফুসজ সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়।

নিম্নলিখিত সচরাচর প্রচলিত কতকগুলি ঔষধও বিবেচনা-পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। নারদীয় মহালক্ষ্মী-বিলাস, পঞ্চানন রস, কফকেতু রস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, সর্ব্বতোভদ্র রস, কফচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধগুলি উপযুক্ত অনুপান যোগে প্রয়োগ করিলে নিউমোনিয়া রোগে বড়ই সুফল পাওয়া যায়।

নিউমোনিয়ায় পুরাতন ঘৃত ও আকন্দ পাতার স্বেদে অতীব চমৎকার ফল দিয়া থাকে। বুকে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া তাহার উপর ঘৃতাক্ত আকন্দের পাতা বিছাইয়া দিবে। তাহার উপর ঘুঁটের বা কাষ্ঠের অগ্নির উত্তাপে মৃদু স্বেদ দিয়া কার্পাস বা আকন্দের তুলা দিয়া বুক ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

টাইফয়েড বা (অন্ত্র-জ্বর)

ইহা এক প্রকার সান্নিপাতিক অন্ত্র-জ্বর। কেহ কেহ ইহাকে সান্নিপাতিক বিকার বলিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের আধুনিক মতে ইহা এক-প্রকার সংক্রামক ব্যাধি। জীবাণুবিদগণ বলিয়া থাকেন যে এক-প্রকার জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

রক্ত রস ও অন্ত্রকে দুষিত করিয়া এই ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকে। রোগের বিস্তৃত কারণ বর্ণনা করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য না হইলেও আমি সংক্ষেপে এই রোগের বিষয় সাধারণভাবে বর্ণনা করিতেছি। মল্লিখিত **"সরল নিদান"** নামক পুস্তকে এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই জ্বর প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই ত্রিদোষজ।

পয়ঃপ্রণালীর অব্যবস্থা হেতু ড্রেণ বা নর্দ্দমা হইতে বহির্গত দুষিত বাষ্প, বহুদিনের সঞ্চিত মল-মূত্রাদির দুর্গন্ধ, দূষিত জল সরবরাহ, উপযুক্ত আলোক ও বাতাসের অভাব, এক সঙ্গে বহু লোকের বাস, পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্নতার অভাব, দূষিত খাদ্য গ্রহণ প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত, কফ ত্রিদোষ কুপিত হইয়া এই আন্ত্রিক জ্বরের (টাইফয়েড) সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে উদরে বেদনা, স্ফীতি ও গুড় গুড় শব্দ কখনও বা উদরাময়, মলের সহিত রক্ত নির্গমন, মস্তকে, পৃষ্ঠে, বক্ষে, উদরে বেদনা, এবং গাত্রে বিশেষতঃ উদরে রক্তবর্ণ পীড়কা নির্গমন, অক্ষুধা, বিবমিষা অপরিষ্কার জিহ্বা, প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। এই রোগে নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। কাহারও কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়, কাহারও বা বাহ্যে বেশী হয়। প্রথমে অল্প অল্প শীত বোধ হয় পরে গায়ের উত্তাপ বেশী হয় এবং মস্তকে তীব্র যাতনা হইয়া থাকে। রোগী কখনও কখনও প্রলাপ বকিয়া থাকে ও মধ্যে মধ্যে মোহ উপস্থিত হয়। ইহাতে রোগীর পেট ফাঁপে ; পেটে চাপ দিলে রোগী বেদনা অনুভব করে। এইরূপে সাধারণতঃ চারি সপ্তাহকাল রোগী ভুগিয়া থাকে। কাহারও কাহারও চতুর্থ সপ্তাহে জ্বর না ছাড়িয়া পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সপ্তাহ পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকে। এই রোগের সাধারণতঃ তৃতীয় সপ্তাহে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই রোগে কখনও কখনও নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিশ ও প্লুরিসি আসিয়া দেখা দেয়। যদি অন্ত্রের ক্ষত বৃদ্ধি হইয়া অন্ত্র ছিন্ন হয়, রোগীর বিবমিষা, উদরের স্ফীতি ও বেদনা বৃদ্ধি হয় এবং

মুখের আকৃতি বিকৃতভাব ধারণ করে তবে রোগীর রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে।

টাইফয়েড জ্বর বা আন্ত্রিক জ্বরের চিকিৎসা

টাইফয়েড বা আন্ত্রিক জ্বর অতিশয় কঠিন ব্যাধি। এই রোগ চিকিৎসা করিতে চিকিৎসকের বিশেষ ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত। ধীরতা চিকিৎসকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। রোগী, রোগীর আত্মীয়-স্বজন সকলেই চিকিৎসক, চিকিৎসা ও ঔষধের পরিবর্ত্তনের জন্য নানাপ্রকার অনুযোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে চিকিৎসকের অধীর হইয়া উঠা উচিত নহে। তিনি এবম্বিধ কঠিন রোগে অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইবেন। এই রোগে রোগীর পরিচর্য্যার দিকে সকলের বিশেষ অবহিত হওয়া উচিত। যাহাতে রোগীর ঘর, শয্যা, পথ্যাদি বিশেষ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। রোগীর ঘরে যাহাতে প্রচুর আলো বাতাস যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রোগীর ঘরে মোটেই লোকের ভিড় হইতে দিবে না। রোগীর নিকট সর্ব্বদা একজন সুস্থ দেহ স্নেহশীল বলিষ্ঠ এবং কর্ম্মপটু পরিচারক সতর্কভাবে উপস্থিত থাকিবেন। কেননা অনেক সময় এই রোগে রোগীর মাথা খারাপ হইয়া যায় এবং রোগী হঠাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় আঘাত প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ভাবে অনেক রোগীর বহু অনিষ্ট হইয়াছে।

গন্ধক কজ্জলী ঃ—একটী মৃত্তিকাপাত্রে কণ্টকারী, নিসিন্দা ও নাটাকরঞ্জরস তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া অগ্নির উত্তাপে চড়াইবে। তাহার পর উহার উপর শোধিত গন্ধক চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরে গন্ধক

গলিয়া গেলে গন্ধকের সমান পারদ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। পারদ গন্ধক সহ মিশ্রিত হইলে, ঐ মিশ্রিত দ্রব্যকে ক্ষিপ্রহস্তে নামাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দনান্তে কজ্জলী করিবে। এই ঔষধ একরতি মাত্রায় জীরা ভাজার গুঁড়া ও হিং অনুপানে প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বপ্রকার আন্ত্রিক জ্বরে অতিশয় সুফল প্রদান করে। অনুপান ভেদে এই ঔষধ নানাপ্রকার ব্যাধিনাশক। সর্ব্বপ্রকার আন্ত্রিক জ্বরে বিজয়পর্পটী একটী মহৌষধ। এই ঔষধ রোগের সর্ব্বাবস্থায় জীরা চূর্ণ ২ রতি ও হিং ১ রতি অনুপান সহ প্রয়োগ করিলে অতি সুফল পাওয়া যায়। বিজয়-পর্পটীর অভাব হইলে স্বর্ণপর্পটী, লৌহ-পর্পটী, তাম্র পর্পটী, পঞ্চামৃত-পর্পটী কিংবা রস-পর্পটী প্রয়োগেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। উক্ত পর্পটীগুলির মধ্যে যে কোন একটী প্রয়োগের সময় রোগী পর্পটী সেবনের যাবতীয় নিয়ম পালন করিবে অর্থাৎ রোগী লবণ ও জল বন্ধ করিয়া, দুগ্ধ ও তৃষ্ণাধিক্যে ডাবের জল পান করিবে।

টাইফয়েড রোগ সাধারণতঃ গ্রহণী নাড়ী ও আমাশয়কে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। ইহাতে অন্ত্রমধ্যে ক্ষত উপস্থিত হয় সুতরাং এই রোগে কোন কঠিন দ্রব্য পথ্যরূপে প্রয়োগ করিতে নাই। তরল খাদ্য একবল্কা গব্য দুগ্ধই টাইফয়েড রোগের অতি উৎকৃষ্ট পথ্য। পর্পটী প্রয়োগ করা না হইলে কমলালেবুর টাটকা রস ও আঙ্গুরের রস খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। বাহ্যে বেশী হইতে থাকিলে ডালিমের রস ও বার্লি দেওয়া উচিত।

জীরা ভাজার গুঁড়া ও মধু, মুথার রস ও মধু, ডালিমের রস ও মধু প্রভৃতি অনুপানে **সর্ব্বাঙ্গসুন্দর** কিংবা **মহাগন্ধক** টাইফয়েড রোগে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। জ্বরের বেগ বেশী হইলে **শ্রীজয়মঙ্গল রস, ত্রিপুরারি রস, ত্রৈলক্যচিন্তামণিরস** প্রভৃতি ঔষধ উপযুক্ত অনুপানে প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

টায়ফয়েডে পেটফাঁপার জন্য **বজ্ররস** হিং অনুপানে সুফল দিয়া থাকে। পেট বেদনায়, **সর্ব্ববাতারি** চমৎকার ফল দিয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে কেবল মাত্র আদার রস ও মধু অনুপানে **ত্রিনেত্র রস** প্রয়োগে এই রোগে চমৎকার ফল হইয়া থাকে।

পর্পটী সেবনের বিধি।

সাধারণতঃ পর্পটী ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া দশ রতি পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কেহ কেহ আরোগ্য কাল পর্য্যন্ত ইহা দশরতি মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার পর ঔষধের মাত্রা কমাইয়া ২ রতিতে আনিয়া শেষ করেন। ঔষধ সেবনের আরম্ভ কাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত জল ও লবণ বন্ধ থাকে। রোগী কেবল মাত্র দুগ্ধ ও অন্ন, চিনি ও মিছরীর সহিত সেবন করিয়া থাকেন। পিপাসা অসহ্য হইলে ডাবের জল দেওয়া হয়। কেহ কেহ ২ রতি হইতে দশ রতি পর্য্যন্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দশ রতির পর হইতেই ঔষধের মাত্রা কমাইয়া লইয়া ২ রতিতে নামাইয়া আনেন; তাহার পর প্রয়োজন হইলে আবার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া আবার কমাইয়া থাকেন এবং এইরূপে আরোগ্যকাল পর্য্যন্ত পর্পটী ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি সপ্তাহে ১ রতি করিয়া বৃদ্ধি করিয়া ১৭ সপ্তাহে ঔষধ ব্যবহার শেষ করেন। কেহ কেহ ২ রতি, ৩ রতির বেশী মাত্রায় পার্পটী ব্যবহার করেন না। কেহ কেহ পর্পটী সেবনকালে গরম জল বা বেলপাতাসিদ্ধ জল ব্যবহার করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বা কেঁশুরিয়া পাতার রসে ভর্জ্জিত লবণ ব্যবহারের উপদেশ দিয়া থাকেন।

পর্পটী সেবনের বিশেষ বিধি।

পর্পটী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের একটী দৃষ্টফল বিচিত্র মহৌষধ। যুক্তিপূর্ব্বক উপযুক্ত অনুপান সহযোগে রোগের অবস্থা

বিশেষে প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা হইতে অতি অপূর্ব্ব সুফল পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা যে লবণ ও জল বন্ধ করিয়া কবিরাজী চিকিৎসায় রোগীকে তাহার অন্তিমকালে পর্পটী দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অতিশয় ভুল ধারণা। পর্পটী কখনও শেষের ঔষধ নহে। ইহা সর্ব্বক্ষেত্রে এবং সর্ব্বরোগে অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। তবে এই ঔষধ ব্যবহার করিবার সময় রোগী ও চিকিৎসক উভয়েরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এই ঔষধ সেবনকালে রোগী মোটেই জলপান করিতে পাইবেন না, অসহ্য পিপাসা বোধ হইলে ডাবের জল একটু একটু করিয়া খাইতে পারিবেন। নচেৎ পিপাসা পাইলেই এক বল্কা ঠাণ্ডা দুগ্ধ অল্প অল্প করিয়া বারে বারে খাইবে। দুগ্ধের সহিত চিনি ও মিছরী দিয়া পুরাতন চাউলে সুসিদ্ধ অন্ন দুইবেলা খাইবেন। ক্ষুধা হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ পান করিবেন। কদাপি ক্ষুধা তৃষ্ণার বেগ ধারণ করা চলিবে না। যদি অধিক রাত্রে কিম্বা শেষ-রাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ পান করিবেন। কিন্তু যদি ক্ষুধা না হয় তাহা হইলে খাইবার প্রয়োজন নাই। অক্ষুধায় সেবন করিলে ফল খারাপ হইয়া থাকে। যদি ঔষধ সেবনকালে হঠাৎ রাত্রিতে স্বপ্নবিকৃতি জন্য শুক্রপাত হয় তবে তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ পান করিতে হইবে। ঔষধ সেবন করিয়া রোগী কদাপি কোন প্রকার দুশ্চিন্তা, ঝগড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য, বা মনে মনে কাহারও উপর ক্রোধ বা ঈর্ষা পোষণ করিতে পারিবেন না। রৌদ্রে ভ্রমণ বা বাড়ীতে বসিয়া কোনরূপে রৌদ্র, ঠাণ্ডা বা জলীয় বাতাস লাগান চলিবে না। রোগী নির্জ্জন গৃহে চুপচাপ বসিয়া বা শুইয়া দিন কাটাইবেন, যে ঘরে খুব বেশী বাতাস বা রৌদ্র যাওয়া আসা করে রোগী সেই ঘরে থাকিতে পাইবেন না। বাতাসের দরকার হইলে তাল-পাখার বাতাস লইবেন। ইলেক্‌ট্রিক পাখার ব্যবহার চলিবে না। এই ঔষধ

খাইতে আরম্ভ করিয়া হঠাৎ ত্যাগ করিয়া জল ও লবণ খাওয়া অতিশয় অনিষ্টকর। জল ও লবণ খাইবার সময় প্রথমে অতি অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ করিয়া সহজ অবস্থার মত জল খাওয়া বা স্নান করা আরম্ভ করিবেন। বলাবাহুল্য যে এই ঔষধ ব্যবহার কালে রোগীর স্নান করা বন্ধ থাকিবে। ঔষধ সেবন সময়ে মাথা অতিশয় গরম বোধ হইলে শীতলজলে মস্তক ধৌত করিয়া দেওয়া চলিবে। প্রয়োজন হইলে দুইবার অথবা তিন বার মস্তক ধৌত করা যাইতে পারে।

এই ঔষধ ব্যবহার করিলে ডালিম, বেদানা প্রভৃতি কোন প্রকার টক বা কষায় রসযুক্ত কোন প্রকার ফলের রস খাওয়া চলিবে না।

এই ঔষধ সেবনে প্রথমে চিরাভ্যস্ত পথ্যাদি বন্ধ করার জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণ শরীরের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলেও ঔষধ ধরিলে কয়েকদিন পর হইতেই শরীরের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হয়, ত্রিদোষের শান্তি হইয়া থাকে, ভিতরে যে কোন প্রকার দোষই থাকুক না কেন সকল প্রকার দোষ বা ব্যাধিই যেন এক যাদুকরের মায়ার মতই তিরোহিত হইয়া থাকে। শরীরে নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, মনে নূতন তেজের উৎপত্তি হয়, নূতন কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং বহু কালের জন্য শরীর নূতন হইয়া থাকে। কিন্তু উল্লিখিত নিয়মগুলি ভাল প্রতিপালিত না হইলে উক্ত ঔষধ ব্যবহারে সুফল ত হয়ই না বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুফল হইয়া থাকে।

পর্পটী সেবন কালে স্ত্রীসহবাস সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের সহিত বেশী কথাবার্ত্তা বলা পর্য্যন্ত নিষেধ। পর্পটীসেবী কুষ্মাণ্ড, কাঁকুড়, তরমুজ, করেলা, কুসুমশাক, কাঁকরোল, কলমী ও কাকমাচী সেবন পরিত্যাগ করিবেন।

পর্পটী সেবনের মাত্রা।

পর্পটি দুই রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এক রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দশ রতি পর্য্যন্ত মাত্রা সেবন করা উচিত। দশ রতির পর হইতে আর মাত্রা বৃদ্ধি না করিয়া আরোগ্যকাল পর্য্যন্ত ঐ মাত্রা ব্যবহার করা উচিত। রোগ আরোগ্য হইয়াছে বুঝা যাইলে ঔষধের মাত্রা প্রতিদিন এক রতি করিয়া কমাইয়া আনিয়া দুই রতিতে শেষ করিবে। কিছুদিন পর্য্যন্ত দুই রতি মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করাইয়া একবারে ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে। পর্পটী ব্যবহারের মাত্রা নিরূপণের সময় চিকিৎসক রোগীর অবস্থা বুঝিয়া মাত্রা ঠিক করিবেন। আজকাল অধিকাংশ লোকই হীনসত্ব। এই সকল লোকের পক্ষে দশ রতি মাত্রায় পর্পটী প্রয়োগ করিলে ফল ভাল হয় না, ইহাতে রোগী অতি সত্বর দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। এবম্বিধ রোগীকে পর্পটী দিবার আবশ্যক হইলে দুই রতি মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত। বালকগণের পক্ষে অবস্থা বুঝিয়া এক রতি হইতে দুই রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত।

পর্পটী প্রস্তুত বিধি।

সর্ব্বপ্রকার পর্পটী প্রস্তুতির পক্ষে হিঙ্গুলোত্থ পারদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। কারণ ইহা সর্ব্বপ্রকারে দোষ বর্জ্জিত। সাধারণ পারদে যদি কোন রকমে শোধনের দোষ থাকিয়া যায় তবে রোগীর অনিষ্ট হইতে পারে। সর্ব্বক্ষেত্রে হিঙ্গুলোত্থ পারদ ব্যবহার করিলে আর কোন্ প্রকার বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। পর্পটী প্রস্তুতকালে অতিশয় মৃদু জালে কুল কাষ্ঠের অগ্নিতে প্রশস্ত দিনে শুদ্ধচিত্তে পাক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবে। খর-পাকের পর্পটী বিষতুল্য। মৃদু ও মধ্য পাকের পর্পটী গ্রহণ করিবে।

রস পর্পটী প্রস্তুতি প্রণালী—পারদ ও গন্ধক সমপরিমাণে লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে একটি লৌহ নির্ম্মিত হাতা কুল কাষ্ঠের জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর স্থাপন করিয়া তাহাতে ঐ কজ্জলী দিবে। যখন উহা গলিয়া যাইবে তখন গোময়ের উপর কদলী পত্র রাখিয়া তাহার উপর ঐ কজ্জলী ঢালিয়া দিবে এবং তৎক্ষণাৎ একটি গোময় ও কদলীপত্রের পোট্টলী দ্বারা চাপিয়া ধরিবে। এইরূপ প্রণালীতে রস পর্পটিকা প্রস্তুত হয়।

বিজয় পর্পটী প্রস্তুতি প্রণালী—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, মুক্তা ॥০ তোলা ও বৈক্রান্ত ॥০ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানমত পর্পটী প্রস্তুত করা হইলে তাহাকে বিজয় পর্পটী কহে।

স্বর্ণ পর্পটী প্রস্তুতি প্রণালী—হিঙ্গুলোত্থ পারদ আট তোলা, স্বর্ণ এক তোলা, এই উভয় বস্তু মর্দ্দন করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে আট তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া দৃঢ় লৌহ পাত্রে দৃঢ় হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। শেষে রস পর্পটীর নিয়মানুযায়ী পর্পটী প্রস্তুত করিবে।

পঞ্চামৃত পর্পটী প্রস্তুতি প্রণালী—গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা ও তাম্র ½ তোলা; এই সমস্ত বস্তু একত্রে লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে রসপর্পটীর ন্যায় পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম পঞ্চামৃত পর্পটী।

লৌহ পর্পটী প্রস্তুতি প্রণালী—শোধিত পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। পরে পারদের সমান লৌহভস্ম ঐ কজ্জলীর সহিত দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে। যখন লৌহভস্ম কজ্জলীতে অদৃশ্য হইবে সেই সময়ে ঐ ঔষধ মিশ্রিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অনন্তর পর্পটী পাকের ন্যায় পাক করিবে। এইরূপে লৌহ পর্পটী প্রস্তুত হইবে।

তাম্র পর্পটী প্রস্তুতি প্রণালী—পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইবে। পারদের সমান তাম্র মিশ্রিত করিবে। তাম্র কজ্জলী সহ মিশ্রিত হইলে পর্পটী পাকের ন্যায় পাক করিবে। এইরূপে তাম্র পর্পটী প্রস্তুত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্বরের উপসর্গ চিকিৎসা।

১। জ্বরে অতিসার—যদি জ্বরের সঙ্গে অতিসার থাকে তাহা হইলে **মহাগন্ধক** নামক ঔষধটি অতি উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। অনুপান—ডালিম পাতার রস, মুথার রস, জীরা ভাজা চূর্ণ ও মধু।

মহাগন্ধক প্রস্তুতিবিধি—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, একত্রে কজ্জলী করিবে। পরে রস পর্পটীর ন্যায় পাক করিয়া তৎসহ জাতি ফল ২ তোলা, জৈত্রী ২ তোলা, লবঙ্গ ২ তোলা, নিম্বপত্র ২ তোলা, নিসিন্দা পত্র ২ তোলা এবং এলাচি ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। পরে ঝিনুকের মধ্যে ভরিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া মৃদুপটে পাক করিবে।—মাত্রা ৪ রতি।

২। জ্বরে উদরাধ্মান—জ্বরের সঙ্গে পেটফাঁপা থাকিলে বজ্ররস সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

বজ্ররস প্রস্তুত বিধি—ফট্‌কিরি ১ তোলা, সোরা ৪ তোলা একত্রে অগ্নিতাপে উত্তপ্ত করিয়া কাঁসার পাত্রে ঢালিয়া বজ্রক্ষার

প্রস্তুত করিবে। ইহার সহিত রসসিন্দূর ১ ভরি মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ এক আনা ও ঘৃত-ভর্জ্জিত হিং দুই রতি। প্রয়োজনানুসারে ডাবের জল, শীতল জল, কাঁজিক বা কাগজি লেবুর রস বা চূণের জলসহ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার উদরাধ্মান, পেটফাঁপা, পেট গরম হওয়া নষ্ট হয়, প্রস্রাব সরল হয়, তরল দাস্ত হওয়া বন্ধ হয় এবং পেটে বায়ু হইতে পারে না। টাইফয়েড্ ফিবার বা আন্ত্রিক জ্বরে এই সহজসাধ্য ও সুলভ ঔষধটি অতি চমৎকার ফল প্রদান করে।

৩। জ্বরে শূলবেদনা—জ্বরকালীন পেটে অত্যন্ত শূল বেদনা উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটী অতিশয় শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

শূল গজেন্দ্র—শোধিত কুচিলা ১০ ভরি, মরিচ চূর্ণ ১ ভরি, রসসিন্দূর ২ ভরি একত্রে জল দিয়া মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। গরম জলসহ এই বটিকা সেবন করিলে বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় যাবতীয় শূলবেদনা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

জ্বরে বমন—জ্বরে বমন উপসর্গ উপস্থিত হইলে কুমুদেশ্বর রস প্রয়োগে সুফল দর্শে। প্রস্তুতি বিধি—তাম্র দুই ভাগ ও বঙ্গ এক ভাগ একত্রে মিশাইয়া যষ্টিমধুর কাথ দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ মাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। তাহার পর নাগকেশর, মুথা, ছোট এলাচি, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণ এবং এই সমস্ত দ্রব্যগুলির সমপরিমাণ খৈ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ষোল গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধশেষ থাকিতে নামাইয়া চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া উক্ত কাথ দিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

জ্বরে দাহ—জ্বরকালীন দাহ নাশ করিবার নিমিত্ত চিরসুন্দর রস সুফলপ্রদ।

চিরসুন্দররস—রসসিন্দূর ১ তোলা, শ্বেতচন্দন ১ তোলা, যষ্টিমধু ১ তোলা, লোধ ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য রক্তচন্দনের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ ঘৃষ্ট শ্বেতচন্দন ও মধু সহ প্রয়োগে দাহ নাশ হয়।

জ্বরে পিপাসা—স্বর্ণসিন্দূর অর্দ্ধ রতি, যড়ঙ্গপাণীয় অনুপানে সেবন করিলে জ্বরকালীন পিপাসা নষ্ট হয়।

জ্বরে শিরঃপীড়া—জ্বরকালীন শিরঃপীড়ায় মহালক্ষ্মীবিলাস রস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—আদার রস, পানের রস ও মধু।

জ্বরে গাত্র বেদনা—বাতগজকেশরী জ্বরে গাত্র বেদনার একটী মহৌষধ। অনুপান—বেলপাতার রস, আদার রস ও মধু।

বাতগজকেশরী প্রস্তুতি বিধি :—স্বর্ণসিন্দূর, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গণীয়ারি ছাল, বেলছাল, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া বেলপাতা ও নিসিন্দাপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে।

জ্বরে অরুচি—স্বর্ণসিন্দূর সিকিরতি মাত্রায় আমলকীর রস ও মধু অথবা বাতাবি লেবুর রস ওসৈন্ধব লবণ অথবা আদার রস ও মধু সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অরুচি নাশ হয়।

জ্বরে শ্বাস, কাস ও হিক্কা চিকিৎসা

শ্বাসকুঠার রস পিপুলচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্বাস ও কাস বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শ্বাসকুঠার রস প্রস্তুতি বিধি :—পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ ও মনঃশিলা প্রত্যেক ২ তোলা, মরিচ ১৬ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ৪ তোলা জলে মর্দ্দন করিয়া, ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বহেড়ার আঠির াসচূর্ণ ও মধ ও কুলের আঠির শাস-চূর্ণ ও মধু অনুপান সহ সেব্য।

জ্বরে কাস থাকিলে **কাসকুঠার** একটী মহৌষধ।

কাসকুঠার প্রস্তুতিবিধি :—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও সোহাগা এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণ লইয়া জলে মর্দ্দন করতঃ দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

শ্বাসকাসচিন্তামণি—জ্বরকালীন শ্বাস ও কাস উপসর্গে ইহা একটী মহৌষধ।

শ্বাসকাসচিন্তামণি প্রস্তুতি বিধি :—স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ ও পারদ প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক দুই ভাগ ও লৌহ ৪ ভাগ এই সকল একত্রে মর্দ্দন করিয়া যষ্টিমধুর রস, কণ্ঠকারীর রস, ছাগীদুগ্ধ ও পানের রস, ইহাদের প্রত্যেকটীর দ্বারা ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

জ্বরে হিক্কা থাকিলে (১) "রস-চিকিৎসা" প্রথম খণ্ডে কথিত রস ও গন্ধক প্রস্তুত যোগে **তাম্রভস্ম** ১ রতি মাত্রায় ঘৃত-ভর্জ্জিত হিং ও উষ্ণজল অনুপানে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার হিক্কা আরোগ্য হয়।

(২) উৎকৃষ্ট স্বর্ণসিন্দূর বহেড়া চূর্ণ ও মধু সহ প্রদত্ত হইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। হিংএর ধূম নাসিকায় গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ হিক্কা বন্ধ হয়।

(৩) কৃষ্ণচতুর্ম্মুখ, ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও মধু সংযোগে প্রদত্ত হইলে অতি দুর্জ্জয় হিক্কাও আরোগ্য হয়।

জ্বরে কোষ্ঠবদ্ধতা :—জ্বরে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে **"ইচ্ছাভেদী রস"** প্রয়োগ করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। নব-জ্বরে কখনও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিতে নাই। জ্বরের আমাবস্থা কাটিয়া যাইলে বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। যখন উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে যে মল-বিবদ্ধতার জন্য জ্বর ছাড়িতেছে না তখনই

যুক্তি পূর্ব্বক ইচ্ছাভেদীরস প্রয়োগ করিলে পেট পরিষ্কার হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়।

রস-চিকিৎসায় বিরেচন সম্বন্ধে

বিশেষ বিধি

সকল প্রকার চিকিৎসার পূর্ব্বে দেহ শুদ্ধ করিয়া লইয়া পরে ঔষধ প্রদান করা উচিত। রস-চিকিৎসার প্রকৃষ্ট ফল পাইতে হইলে প্রথমে বিরেচনা ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর দেহ শুদ্ধ করিয়া লইবে। তাহার পর লঘু পথ্য দিয়া বিরেচন জনিত দুর্ব্বলতা অপগত হইলে রসৌষধি প্রয়োগ করিবে।

ইচ্ছাভেদী রস প্রস্তুতি বিধিঃ—শুণ্ঠী, মরিচ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ এবং জয়পালবীজ-চূর্ণ তিন ভাগ লইয়া একত্রে জলে মর্দ্দন করিবে এবং পরে ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—চিনি ও জল। এই ঔষধ খাইয়া যতবার জল খাইবে ততবার বিরেচন হইবে। বিরেচন কার্য্য শেষ হইলে রোগীকে ঘোলের সহিত অন্ন পথ্য দিবে।

ইচ্ছাভেদী গুড়িকা প্রস্তুতি বিধিঃ—পারদ, গন্ধক, সোহাগা ও পিপ্পলী সমানাংশে লইয়া সর্ব্ব সমষ্টির সমান জয়পাল বীজের চূর্ণ তাহাদের সহিত মিশ্রিত করতঃ জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া যত বেশী শীত-ক্রিয়া করিবে তত বেশী বিরেচন হইবে এবং উষ্ণ পানীয় পান করিলে ভেদ বন্ধ হইয়া যাইবে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস প্রস্তুতি বিধিঃ—শোধিত পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, জয়পাল বীজ, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া

এই সকল দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমানাংশে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করতঃ বটিকা করিবে। মাত্রা ৩ রতি। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, আমবাত, শ্বাস,কাস, অগ্নিমান্দ্য, প্রভৃতি রোগ অচিরে বিনষ্ট হয়।

বিরেচনের নিষিদ্ধ পাত্রঃ—বালক, বৃদ্ধ, কৃশ, ক্ষীণ, পীনস-রোগাক্রান্ত, ভীত, রুক্ষ, শোষপীড়িত, তৃষ্ণার্ত্ত, গর্ভিণী, নবজ্বরী, অধোগ রক্তপিত্ত-রোগগ্রস্ত এবং সূতিকারোগগ্রস্তা রোগিণী বিরেচনের অযোগ্য।

জ্বরে মোহ ও প্রলাপ চিকিৎসা

জ্বরকালীন মোহ ও প্রলাপ উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত যোগগুলির মধ্যে যে কোন একটী বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে উক্ত উপসর্গগুলি আশু প্রশমিত হয়।

১। গন্ধক ও পারদ সম পরিমাণ লইয়া একত্রে রসোনের (রশুনের) রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া রসোনের রসের সহিত নস্য দিলে রোগী চেতনা লাভ করে এবং মরিচ সহ নস্য দিলে রোগীর তন্দ্রা ও প্রলাপ বিনষ্ট হয়।

২। সোহাগার খৈ, তাম্র, লৌহ, চিতা, খর্পর, ত্রিকটু এবং রসসিন্দূর এই সকল দ্রব্যগুলিকে আকন্দের আঠায় উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। আকন্দের আঠার সহিত ইহার নস্য প্রয়োগ করিলে সান্নিপাতিক জ্বরকালীন প্রলাপ, মোহ প্রভৃতি উপসর্গ অচিরে দূরীভূত হয়।

৩। গন্ধক ও পারদ সমানাংশে লইয়া কজ্জলী করিয়া এক দিন ধুতুরার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সমান ত্রিকটুচূর্ণ লইয়া উহার সহিত মিশাইবে। এই ঔষধের নস্য দিলে সন্নিপাতজ জ্বর ও প্রলাপ, তন্দ্রা প্রভৃতি উপসর্গ নষ্ট হয়।

৪। গন্ধক, লৌহ, পারদ ও পিপুল সমভাগ এবং মিলিত দ্রব্য সমষ্টির ৩ গুণ জয়পাল একত্র মিশাইয়া জামীরের রসে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ জল দ্বারা ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

৫। তাম্র, মনঃশিলা, তুঁতে সীসক ও রসসিন্দুর প্রত্যেকটী সম পরিমাণে লইয়া রাখাল শশার রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা জলে ঘষিয়া রোগীকে নস্য দিলে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব সহ সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

৬। অভ্র, গন্ধক, পারদ, মরিচ, হিঙ্গুল, হরিতাল, সৈন্ধব লবণ ও সোহাগার খৈ সমপরিমাণ এবং মিলিত সমস্ত জিনিষের চতুর্থাংশ মাহিষ পিত্ত দ্বারা মর্দ্দন করিবে। সান্নিপাতিক জ্বরকালীন রোগী যখন কোন ঔষধই গলাধকরণ করিতে পারে না তখন উক্ত ঔষধ ব্রহ্মরন্ধ্র কিঞ্চিৎ ক্ষত করিয়া সেই ক্ষতের উপর লাগাইয়া দিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার উপসর্গের সহিত সান্নিপাতিক জ্বর এবং রোগীর জ্ঞানশূন্যতা বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ প্রয়োগের পর ক্রিয়া আরম্ভ হইলে মস্তকে শীতল জল পুনঃ পুনঃ দিবে। ইহাতে ঔষধের গুণ বর্দ্ধিত হয় এবং রোগীর কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না। ইহার পর রোগীকে ঠাণ্ডা দ্রব্য যথা—ডাবের জল, ইক্ষুরস, মিছরীর সরবৎ, কাঁজী প্রভৃতি সেবন করাইবে।

———

সপ্তম অধ্যায়

ম্যালেরিয়া জ্বর চিকিৎসা

ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ বর্ণনা করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং যে সমস্ত ঔষধ সেবন করিলে রোগ মুক্ত হওয়া যাইতে পারে কেবল সেই সমস্ত ঔষধের নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

চন্দনাদি লৌহঃ—রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, উশীর, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, শুঁদি, আমলকী, মুথা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ এইগুলি সমভাগে লইয়া ইহাদের সমষ্টির সমান বিশুদ্ধ কান্তলৌহ-ভস্ম মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। দার্ব্বাদি পাচন অনুপানে এই ঔষধ সর্ব্ব প্রকার পুরাতন ম্যালেরিয়া নাশক।

চিন্তামণি রসঃ—পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মনঃশিলা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, হরিতাল, মৃগনাভি প্রত্যেক এক তোলা, ভীমরাজ, তুলসী ও আদার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শিউলী পাতার রস ও মধু অনুপানে ইহা ম্যালেরিয়া-নাশক।

রস শার্দ্দূল—হরিতাল একভাগ, হিঙ্গুলোত্থ-পারদ দুই ভাগ, গন্ধক তিন ভাগ, মনঃশিলা চারি ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তাম্রপাত্রে লেপন করিবে। পরে একটী হাঁড়ির মধ্যে ঐ তাম্রপাত্র অধোমুখে বসাইবে। উপরিভাগ বালুকাপূর্ণ করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। পরে তাম্রপাত্রের অধস্থ তাম্রচূর্ণ গ্রহণ করিবে। ২ রতি পরিমাণ এই ঔষধ পানের রসে মাড়িয়া মরিচচূর্ণসহ ভক্ষণ করিলে শীতযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বর সমূলে বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনান্তে শালিধানের অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য করিবে।

দুর্জ্জলজেতা রস—বিষ ২ ভাগ, কড়িভস্ম ৫ ভাগ, মরিচ ও শুঁঠ প্রত্যেক ৫ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে আদার রসে মাড়িয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় জলসহ দুইটী বটী সেব্য। ইহা ম্যালেরিয়া, সামজ্বর, অজীর্ণ, আধ্মান, বিষ্টম্ভ, শূল, শ্বাস ও কাসে প্রযোজ্য।

সর্ব্বজ্বরামৃত রস—কস্তুরী, প্রবাল, রৌপ্য, লৌহ, হরিতাল, স্বর্ণ, রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর, লবঙ্গ, মুক্তা, দারুচিনি, মুথা, স্বর্ণমাক্ষিক, রাজপট্ট, গোক্ষুর, জাতীফল, জয়িত্রী, মরিচ, কর্পূর, তুঁতিয়া, প্রত্যেক

একভাগ, অশ্বগন্ধা দুইভাগ, এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া, নিসিন্দাপত্র, বামনহাটির মূল, বাসকপত্র, আকন্দ মূল, এবং গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সর্ব্বপ্রকার দুঃসাধ্য জ্বর অচিরে বিনাশ করে।

ম্যালেরিয়া জ্বর বিষম জ্বরের অন্তর্গত। সুতরাং বিষম জ্বরে চিকিৎসায় কথিত ঔষধগুলি যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রকৃষ্ট ফল পওয়া যায়। ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, উদরী, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইতে পারে। ইহাদের চিকিৎসা প্রণালী যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিব।

ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধের অনুপান—আদার রস, বেলপাতার রস, তুলসীপাতার রস, নিমপাতার রস, নিসিন্দাপাতার রস, নাটাডগার রস, শিউলীপাতার রস, কালামেঘের রস, গুলঞ্চের রস, বৃহৎ ভার্গ্যাদি, দাস্যাদি, দশমূল, দার্ব্বাদি প্রভৃতি পাঁচনের যে কোন একটী বা দুইটী, রোগীর অবস্থা অনুসারে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসা।

সর্ব্বতোভদ্র রস—এই ঔষধটী সর্ব্ব প্রকার প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, শোথ, শ্বাস, কাস প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ায় শান্তি দান করে।

সর্ব্বতোভদ্র রস প্রস্তুতি বিধি—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, লৌহ প্রত্যেকটী সমভাগে লইয়া আদার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করির্বে। অনুপান—হরীতকী এক ভরি ও রোহীতক ছাল ১ ভরি ।৷৹ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ।৵৹ থাকিতে নামাইয়া তাহার সহিত প্রত্যহ প্রাতে একটী বটিকা সেব্য।

অর্কভস্ম—সৈন্ধব লবণ দুইতোলা, পারদ ২ তোলা ও গন্ধক দুই তোলা এবং গোমূত্র শোধিত নৈপাল তাম্র ৬ তোলা একত্রে এক সপ্তাহকাল গোঁড়া নেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর উহাকে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া বন্য ওল, পিপুল, হুড়হুড়ে, মোচরস, রোহীতক ছাল, আদা, ত্রিফলা ও ত্রিকটুর ক্বাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। আদার রস ও মধুযোগে এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার প্লীহা ও যকৃত রোগ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়।

লোকনাথ রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র ইহারা প্রত্যেক একভাগ, লৌহ দুই ভাগ, তাম্র দুই ভাগ, বরাটকভস্ম ছয় ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পানের রস দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক মূষা মধ্যে স্থাপন করতঃ গজপুটে পাক করিবে। অনন্তর শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া ২ রতি মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা সেবনান্তে পিপুল চূর্ণ ও মধু অথবা হরীতকী চূর্ণ ও গুড় কিংবা গোমূত্র অথবা জীরাচূর্ণ ও গুড় সেবন করিবে। ইহা যকৃৎ, প্লীহা, উদর, গুল্ম ও শোথ রোগ নাশ করে।

বৃহৎ লোকনাথ রস—শোধিত পারদ এক ভাগ ও গন্ধক দুই ভাগ, একত্র কজ্জলী করিবে। অনন্তর তাহার সহিত, অভ্র এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা মর্দ্দনকরতঃ তাহার সহিত তাম্র দুইভাগ এবং লৌহ দুই ভাগ মিশ্রিত করিবে। পরে কাকমাচির রস দ্বারা মর্দ্দনকরতঃ তাহার সহিত গন্ধক ও বরাটকভস্ম প্রত্যেক দুই ভাগ মিশাইয়া জামীরের রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। অতঃপর এই ঔষধ দুই ভাগ করিয়া দুইখানা শরার মধ্যে রাখিয়া অপর ২ খানা শরা দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ মৃত্তিকা ভস্ম (পোড়া মাটী), লবণ এবং জল দ্বারা শরাব দ্বয়ের সন্ধিস্থান উত্তমরূপে লেপনপূর্ব্বক কিছুক্ষণ সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা ৪ রতি।

অনুপান—হরীতকী চূর্ণ, পুরাতন গুড়, গোমূত্র, জীরাচূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ। এই ঔষধ সেবনে যকৃৎ, প্লীহা, প্রবৃদ্ধ উদর, শোথ, বাতাষ্ঠীলা, প্রত্যষ্ঠীলা, শূল, অগ্রমাংস, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য এবং কাস রোগ আরোগ্য হয়।

মৃত্যুঞ্জয় লৌহ—পারদ, গন্ধক, অভ্র ইহারা প্রত্যেক এক ভাগ, লৌহ দুইভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, বিটলবণ, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনঃশিলা, হরিতাল, কটকী হিঙ্গু, রয়ণা-ছাল, ত্রিবৃৎমূল, তেঁতুলচটাভস্ম, রাখালশশার মূল, খদির কাষ্ঠ, কালিয়াকড়া, আপাংক্ষার, তালজটাভস্ম, তেঁতুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধুস্তুর বীজ, তুতিয়া, জয়পালবীজ, রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক এক ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া আদা ও গুড়চীর স্বরস দ্বারা পৃথক রূপে সাত সাতটী ভাবনা দিয়া পরে অর্দ্ধসের মধু দ্বারা ভাবনা দিয়া ১ মাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে প্লীহা, জ্বর, কাস ও বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়।

লৌহ মৃত্যুঞ্জয়—রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তাম্র, কুচিলা, কড়িভস্ম, তুতিয়া, শঙ্খভস্ম, রসাঞ্জন, জাতীফল, কটকী, যবক্ষার, জয়পালবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু, সৈন্ধব, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া হুড়হুড়ের রস দ্বারা ৭ বার এবং বিল্বপত্রের রস দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। অনন্তর হুড়হুড়ের রস দ্বারা পুনর্ব্বার মর্দ্দনকরতঃ ২ রতি বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অষ্ঠীলা অগ্রমাংস, শোথ, সর্ব্ব প্রকার উদর, বাতরক্ত, প্লীহা, এবং অন্তর্ব্বিদ্রোধিরোগ নাশ পায়।

প্লীহার্ণব রস—হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, বিষ ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধ পল, এই সকল বস্তু একত্র মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে,

শেফালিকা পত্রের রস ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে, প্লীহা, জ্বর, মন্দাগ্নি, কাস, শ্বাস, বমিরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

যকৃদরি লৌহ—লৌহ চূর্ণ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, কাগজিলেবুর মূলের ছাল এক পল, মৃগচর্ম্ম ভস্ম এক পল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, হলীমক, কাস, শ্বাস ও জ্বর নাশ হয়। ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নিকারক এবং বাতগুল্ম-নাশক।

শঙ্খামৃত—শোধিত লালদারুমুজ, শোধিত গন্ধক ও সৈন্ধব লবণ সমভাগে লইয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া অন্ধমূষার গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ রতি পরিমাণ অনুপান পিপুল চূর্ণ, পুরাতন গুড়, গোমূত্র, আদার রস, পেঁপের আঠা, গুলঞ্চের রস।

যোগরাজ রস—পারদ ॥০ তোলা, গন্ধক ১॥০ তোলা, তাম্র ১ তোলা, ওলের রসে মাড়িয়া অন্ধমূষার গজপুটে পাক করিয়া ২ রতি মাত্রায় আদার রস অনুপানে প্রয়োগে সর্ব্ববিধ উদর রোগের বিনাশ হয়।

হরিতাল ভস্ম—গব্যঘৃত অনুপানে হরিতাল ভস্ম $\frac{1}{8}$ রতি মাত্রায় সেবনে, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস পাণ্ডু, কামলা, জ্বর, ক্ষয় প্রভৃতি সর্ব্বরোগ আরোগ্য হয়।

রসেন্দ্রসার—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও তাম্র আকন্দপত্রের রসে মাড়িয়া গজপুটে পাক করিয়া বাসকপত্রের রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিয়া সৈন্ধব লবণ ও হরীতকী চূর্ণ অনুপানে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার প্লীহা ও যকৃৎ জনিত বিকার নষ্ট হয়।

কালাজ্বর চিকিৎসা।

আয়ুর্ব্বেদ মতে কালাজ্বর এক প্রকার ত্রিদোষজ বিষমজ্বর। বিষমজ্বর চিকিৎসার যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, কালাজ্বর চিকিৎসাতে সেই গুলিকে যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে অতি সুফল পাওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করিলে কালাজ্বরে বিশেষ সুফল দিয়া থাকে।

(১) নাভিশঙ্খ-ভস্ম অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা মাত্রায় গোঁড়া লেবুর রস দিয়া সেবন করিলে কালাজ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

(২) রস-চিকিৎসা প্রথম খণ্ডে হরিতাল প্রসঙ্গে কথিত হরিতাল স্বত্ব ১/৮ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া হরিতাল ভস্ম সেবনের পথ্য ব্যবস্থা করিলে কালাজ্বর নির্দ্দোষভাবে সারিয়া যায়। হরিতাল ভস্ম সেবন কালে মৎস্য মাংস ত্যাগ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত সেবন করিতে হয়।

(৩) রস-চিকিৎসার ১ম খণ্ডে কথিত তাম্র প্রসঙ্গে কথিত তাম্র-ভস্ম প্রাতে দুই রতি মাত্রায় এবং বৈকালে রসতালক এক যব মাত্রায় প্রয়োগ করিলে কালাজ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

(৪) পর্পটী প্রয়োগ বিধি অনুসারে যক্ষ্মারোগাধিকারে কথিত বিজয় পর্পটি প্রয়োগ করিলে কালাজ্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

(৫) কালাজ্বর সংশ্লিষ্ট প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি উপসর্গ নিবারণ করিবার জন্য প্লীহা ও যকৃৎ প্রসঙ্গে কথিত মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রক্তশূন্যতার জন্য নবায়স লৌহ প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৬) যক্ষ্মারোগাধিকারে কথিত বজ্রপর্পটী ও পঞ্চামৃতপর্পটী উপযুক্ত অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে এই রোগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

কালাজ্বরে সাধারণতঃ দেখা যায় যে রোগীর শরীর একেবারে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে; প্লীহা ও যকৃৎ খুব বেশী বাড়িয়া যায়; অনিয়মিত জ্বর হয় এবং জ্বরের ভোগ অনেক বেশী সময় পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও বা শরীরের নানাস্থানে শোথ হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে অনেক দিন ভুগিতে ভুগিতেও অনেকে কালাজ্বরের কবলে পতিত হন। ম্যালেরিয়া জ্বরে রোগীর প্রথমে শীতবোধ হয় পরে জ্বরের বেগ খুব বেশী হয়; পিপাসা প্রবল থাকে, গাত্র বেদনা, কম্প, প্রলাপ, ঘর্ম্ম, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, রক্তহীনতা, কামলা, পাণ্ডু, শীর্ণতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। এই রোগে আমাদের দেশে রোগী শরৎকাল হইতে বসন্তকাল পর্য্যন্ত ভুগিয়া থাকে।

(৭) পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহ, শ্রীজয়মঙ্গলরস, বিষম জ্বরান্তক লৌহ, ত্রিপুরারি রস, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস প্রভৃতি ঔষধ বৃহৎ ভার্গ্যাদি, দাস্যাদি, দার্ব্ব্যাদি পাঁচন অনুপানে প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়।

সান্নিপাতিক ম্যালেরিয়া জ্বর বা পার্ণিসাস্ ম্যালেরিয়া জ্বর

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহাকে একপ্রকার ঘোর সান্নিপাতিক বিষম জ্বর বিশেষ ভাবিয়া চিকিৎসা করিলে সুফল পাওয়া যায়। এই জ্বর প্রথম হইতে সান্নিপাতিক লক্ষণাক্রান্ত সুতরাং অতিশয় কষ্টসাধ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসাধ্য হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত অভিন্যাস জ্বরের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। অভিন্যাস জ্বরের ন্যায় ইহাতেও প্রলাপ, সংজ্ঞাশূন্যতা, কুন্থন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়গুলির কর্ম্মশক্তির লোপ,

হিমাঙ্গতা, রক্তপ্রস্রাব, বাক্‌রোধ, মস্তক সঞ্চালন, ঘর্ম্ম নির্গমন, বিবর্ণতা, আচ্ছন্নতা, প্রভৃতি ভয়ঙ্কর উপসর্গগুলি উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জ্বর হইবা মাত্র প্রথম হইতে সুচিকিৎসকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম হইতে চিকিৎসা ভাল হইলে এই ভয়ঙ্কর দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে কদাচিৎ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী সাধারণতঃ দুই তিন দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

সান্নিপাতিক ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসা

স্বচ্ছন্দনায়ক—এই রোগের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পারদ, গন্ধক, লৌহ ও রৌপ্য সমভাগে লইয়া ময়ূর, মৎস্য, বরাহ, ছাগ ও মহিষের পিত্তে ভাবনা দিবে। তাহার পর হুড়হুড়ে, নিসিন্দা, তুলসী, শ্বেত অপরাজিতা, শ্বেতচিতামূল, আদা, রক্তচিতামূল, সিদ্ধি, হরীতকী, কাকমাচীর রসে বা ক্বাথে যথাক্রমে ভাবনা দিবে। তাহার পর উহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া অন্ধমূষায় বালুকাযন্ত্রে ৪ প্রহর কাল পাক করিবে। পাত্র শীতল হইলে নামাইয়া ২ রতি মাত্রায় এই ঔষধ আদার রস ও মধুর সহিত মাড়িয়া রোগীকে খাইতে দিবে। তাহার পর গোলমরিচ চূর্ণের সহিত নিসিন্দা পাতার রস ও দশমূলের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

ভৈরব রসঃ—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, মিঠাবিষ ৩ ভাগ, দারমুজ ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্প বিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ৮ ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস ও মধু সহ সেবন করিলে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর আরোগ্য হইবে।

জীর্ণ-জ্বর চিকিৎসা

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রসঃ—স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ এই সকল দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া এক রতি পরিমাণ বটিকা করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহার অনুপান ছাগী দুগ্ধ। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্ব প্রকার জীর্ণ-জ্বর ও যক্ষ্মা আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দৃষ্ট-ফল এবং বিনা বিচারে ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী সকলকেই নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করা যায়।

রসপ্রভাকর—পারদ, গন্ধক, পারদ ভস্ম, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, অভ্র, হরিতালসত্ত্ব, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণমাক্ষিক, এই দ্রব্যগুলি লইয়া নিসিন্দা পাতা, পান, কাকমাছি, ক্ষেতপাপড়া, ত্রিফলা, করলা-পাতা, দশমূল, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, বাসকছাল, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরিয়ার রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া একরতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান পিপুল চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার জীর্ণ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

জীবানন্দাভ্রঃ—অভ্র ৪ তোলা, জীরা ২ তোলা, কনকধুতুরা বীজ ২ তোলা, একত্রে চূর্ণ করিয়া বাসক, কণ্টকারী, আমলকী, মুথা, ও গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের এক পল পরিমিত রসে বা ক্বাথে পৃথক পৃথক মর্দ্দন করিয়া এক রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষম-জ্বর আরোগ্য হয়।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহঃ—লৌহ ১৬ তোলা, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা। এই

সমুদায় একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটিকা দুই রতি প্রমাণ। অনুপান আদার রস।

রসরাজ—পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, হরিতাল ১৮ ভাগ, তাম্র ৫ ভাগ, ভেলা ৩ ভাগ। এই সমুদায় একত্র চূর্ণ করিয়া সিজের আঠার ভাবনা দিবে। পরে উহা একটী মৃত্তিকাভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া শরাব দ্বারা ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে। পরে চুল্লীতে স্থাপন করিয়া ১২ ঘণ্টা পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান পানের রস।

জীর্ণজ্বর গজসিংহ—সীসক ১, ধূপ ১, গন্ধক ১, সোহাগা ১, মিঠাবিষ ১, হরিতাল ১, পারদ ১, তাম্র ১ এই সকল দ্রব্য বটের আঠায় মর্দ্দন করিয়া অন্ধমূষায় পাক করিয়া ভৃঙ্গরাজ ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শেফালিকা পাতার রস ও মধু। ইহা সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বর-নাশক।

জীর্ণজ্বর কুঠার—পারদ ১, গন্ধক ১, বঙ্গ ১, অভ্র ১ একত্রে জামীরের রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। তাহার পর চিতামূলের কাথ ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া একবার গজপুটে পাক করিবে। তাহার পর চূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান পুরাতন গুড় ও জীরা চূর্ণ।

অভিন্যাস জ্বর-চিকিৎসা।

অভিন্যাস জ্বর এক প্রকার উৎকট সান্নিপাতিক জ্বর। ইহা প্রায়ই অসাধ্য, কদাচিৎ কোন রোগী ইহার কবল হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে।

বৃহৎ বড়বানল রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, মনঃশিলা, মিঠাবিষ, দারমুজ, কালসর্পবিষ প্রত্যেক এক তোলা, জয়পাল বীজ ১৫০টী

গ্রহণ করিবে। তাহার পর উহাদিগকে একত্রে চূর্ণ করিয়া মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগ পিত্তে ভাবনা দিয়া শীতল জলে মর্দ্দন করিয়া এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। উৎকট অভিন্যাস জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে রোগীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করা গিয়াছে।

বৃহৎ সূচিকাভরণ, সন্নিপাতানল রস, কুলবধূ নস্য প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া শীতক্রিয়া করিলে অনেক ক্ষেত্রে রোগী বাঁচিয়া যায়। তবে এই ঔষধ খুব বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধ ধরিলে রোগীর সান্নিপাতের ভাব কাটিয়া যাইবে; রোগী শীতল দ্রব্যের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করিতে থাকিবে। এই সময়ে রোগীর মস্তকে শীতল জলধারা প্রদান, ডাবের জল, কাঞ্জিক, দধি, ঘোল, আঙ্গুরের রস প্রভৃতি পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

হতৌজা জ্বর চিকিৎসা।

ইহা এক প্রকার উৎকট সান্নিপাতিক জ্বর; এই জ্বরে **সান্নিপাতান্তক রস** বিশেষ উপকারী। ইহার প্রস্তুতি প্রণালী—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, খর্পর, তাম্র ও অম্লবেতস প্রত্যেক সমানভাগে লইয়া ভীমরাজের রসে ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। আদার রস ও মধু অনুপানে এই ঔষধ প্রয়োগে হতৌজা নামক সান্নিপাত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অর্দ্ধশরীরগত জ্বর।

এই জ্বরে শরীরের অর্দ্ধভাগে জ্বর হইয়া থাকে এবং অর্দ্ধভাগ শীতল থাকে। যে অঙ্গে জ্বর থাকে সেই নাসিকাপুটে অর্দ্ধনারীশ্বর রসের নস্য লইলে অর্দ্ধশরীরগত জ্বর নিশ্চয়ই নিবারিত হয়।

অর্দ্ধনারীশ্বর রস— পারদ এক, গন্ধক দুই, বিষ এক, জয়পাল এক ও গোলমরিচ চার ভাগ এই সকল দ্রব্য ত্রিফলার ক্বাথে ৫ বার ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া নস্য দিবে।

সন্তত জ্বর।

এই জ্বর ত্রিদোষজ। বাত উদ্ভব সন্তত জ্বর সপ্তাহ মধ্যে, পিত্ত-উদ্ভব সন্তত জ্বর দশ দিন মধ্যে এবং শ্লেষ্মউদ্ভব সন্তত জ্বর দ্বাদশ দিন মধ্যে সাংঘাতিক হইয়া পড়ে। এই জ্বর-চিকিৎসায় দুইটী বিষয়ের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। (১) ধাতুপাক ও (২) মলপাক; এই জ্বরে ধাতুপাক হইলে রোগীর বাঁচিবার আশা থাকে না। মলপাক হইলে রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। এই জ্বরে রোগী বহুদিন ভুগিয়া থাকে। এই জ্বর-চিকিৎসায় চিকিৎসক বিশেষ বিবেচনার সহিত অগ্রসর হইবেন এবং ধাতুপাক ও মলপাকের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। তাড়াতাড়ি জ্বরের বেগ কমাইবার জন্য উগ্রবীর্য্য ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবেন না।

স্বচ্ছন্দ ভৈরব—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, জয়িত্রী, পিপ্পলী সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। সন্তত জ্বরের প্রথম অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। অনুপান—আদার রস, সৈন্ধব লবণ ও চিনি।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রস— বিষ ১, মরিচ ১, পিপুল ১, গন্ধক ১, সোহাগা ১ ও হিঙ্গুল ২ ভাগ একত্রে জলে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু; সচরাচর প্রচলিত এই সুলভ ঔষধে অনেক সময়ে বড় বেশী উপকার পাওয়া যায়।

জ্বরারি রস—হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসক, অভ্র, সোহাগার খৈ, বিটলবণ ও মনঃশিলা এইগুলি সমভাগে লইয়া সোঁদাল পাতার রসে দশ দিন ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রস অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিলে সন্তত জ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

সর্ব্বজ্বরারি—স্বর্ণ, রসসিন্দূর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাম্র, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব লবণ, মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন ও স্বর্ণমাক্ষিক এইগুলি সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান উপসর্গ ভেদে আদা, তুলসী, পান, বাসক, পল্‌তার রস ও মধু।

উদক মঞ্জরী—পারদ ১, গন্ধক ১, সোহাগা ১, মরিচ ১, চিনি ৪, রোহিত মৎস্যের পিত্ত ৪, এইগুলি একত্রে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে উগ্রজ্বর একদিনের মধ্যে বন্ধ হয়। এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া শীতক্রিয়া করিবে। ডাবের জল, চিনি, বেগুন, ঘোল ও অন্ন পথ্য দিবে।

সততক জ্বর-চিকিৎসা

যে জ্বর দিবা ও রাত্রির মধ্যে দুইবার হয় তাহাকে সততক জ্বর কহে। বৃদ্ধাচার্য্যগণ ইহাকে দ্বৈকালিক জ্বর বলিয়া থাকেন। দ্বৈকালিক অর্থ কেবল মাত্র ইহা নহে যে দিবসে একবার এবং রাত্রে একবার। কেবল দিবসেও দুইবার এবং কেবল রাত্রেও দুইবার অর্থাৎ মোটের উপর দুইবার হইবে।

সর্ব্ব জ্বরারি—পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। পরে তাহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জয়পালের ছাল, কুল, চিরতা ও

মুথা ইহাদের চূর্ণ পারদের সমান ভাগে লইয়া সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। তৎপরে নিসিন্দা পাতা ও আদার রসে ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমাণ বটিকা করিবে এই বটিকা সেবনের পর রোগীর গাত্র উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। অনুপান আদার রস ও মধু।

জ্বর কালকেতু রস—পারদ, গন্ধক, বিষ (মিঠা), তাম্র, হরিতাল, অভ্র প্রত্যেকটী সমভাগে লইয়া সিজের আঠায় মাড়িয়া গজপুটে পাক করিবে। মধুসহ দুই রতি মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

তৃতীয়ক জ্বর

যে জ্বর এক দিবস অন্তর হয় তাহাকে তৃতীয়ক জ্বর বলে।

ত্র্যাহিকারি রস—খর্পর এক ভাগ, শঙ্খ ১ ভাগ, তুঁতে ½ ভাগ এইগুলি একত্রে গোজিয়া, জয়ন্তী ও নটে শাকের রসের সহিত সাত দিন ধরিয়া ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। কৃষ্ণজীরা চূর্ণ অনুপানে সেবন করিলে ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার তৃতীয়ক জ্বর বিনষ্ট হয়।

চতুর্থক জ্বর

যে জ্বর দুই দিবস অন্তর হয় তাহাকে চতুর্থক জ্বর বলে।

চাতুর্থকারি রস—হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতে, শঙ্খভস্ম ও গন্ধক প্রত্যেক সমান ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মাড়িয়া শরা দুইখানির মাঝে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে,। শীতল হইবার পর ঔষধ বাহির করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা

প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়। প্রথমে তক্র পান করিয়া পরে ঘৃত ও মরিচ চূর্ণসহ এই ঔষধ সেবন বিধেয়।

বাতবলাসক জ্বর

এই জ্বরে অল্প অল্প শোথ দেখা যায়, শরীরে শ্লেষ্মা হয় সমস্ত অবয়বে জড়তা বোধ হয়। অল্প অল্প শোথ দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে বেরি-বেরি মনে করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বাতশ্লেষ্মা জ্বরের ন্যায় চিকিৎসা করিলে এই জ্বর শীঘ্র নষ্ট হয়। আদার রস, পানের রস ও মধু অনুপানে মহালক্ষ্মীবিলাস নামক ঔষধ প্রয়োগ করিলে এই জ্বরে উপকার দৃষ্ট হয়। শোথ বেশী হইলে স্বর্ণ-পর্পটী কিংবা রসপর্পটী জীরা বাটা ২ রতি ও হিং অনুপানে ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। ত্রিপুরারি রস, আদার রস ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে এই দুঃসাধ্য বাতবলাসক জ্বর নিশ্চয়ই সারিবে।

প্রলেপক জ্বর

এই জ্বরে রোগীর শরীর অল্প অল্প ঘামে, ইহাতে অল্প ২ জ্বর হয়, মাথা ভার বোধ হয় এবং শীত বোধ হয়। এই জ্বর যক্ষ্মা রোগীর হইয়া থাকে। ইহা শোষ, ধাতুক্ষয়, রক্তহীনতা প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য উপসর্গ উৎপাদন করিয়া থাকে। শ্রীজয়মঙ্গল রস প্রলেপক জ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। অনুপান জীরা চূর্ণ ও মধু। পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি রস, বিজয়পর্পটী এই রোগের মহৌষধ।

সুবর্ণমালতী রস—স্বর্ণ ১, মুক্তা ২, হিঙ্গুল ৩, মরিচ ৪, খর্পর ৮, ইহাদিগকে মাখন দিয়া মর্দ্দন করিবে। যে পর্য্যন্ত মাখনের

স্নেহ অপগত না হইবে সেই পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। পিপুল চূর্ণ ও মধু অনুপানে এই ঔষধ মধুসহ মাড়িয়া প্রয়োগ করিলে দুঃসাধ্য প্রলেপক জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

শীতজ্বর চিকিৎসা

(১)

শীতজ্বরারি—শোধিত হরিতাল ও পারদ সমভাগে লইয়া করলা পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু, তুলসী পত্রের রস ও মধু, ঘৃত ও মধু। পথ্য—দুগ্ধ, অন্ন, মুগের যূষ ও ঘৃত। ইহা সর্ব্বপ্রকার-শীতজ্বর নাশক।

(২)

হুতাশন রস—পারদ, খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগার খৈ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা ও তাম্র ৬ তোলা একত্রে করলা পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। তাহার পর উহার সহিত ৬ তোলা গোলমরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই মিশ্রিত ঔষধের মাত্রা ২ রতি। অনুপান—পানের রস ও মধু। ইহা সর্ব্বপ্রকার শীতজ্বর-নাশক।

(৩)

ভূতভৈরব রস—হরিতাল ও শুক্তি সমভাগে লইবে; উভয়ের সমষ্টির নবম অংশ তুঁতে লইবে। উহাদিগকে একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পুট শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া এক রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান—চিনি ও মধু।

রাত্রি-জ্বর চিকিৎসা

কণ্টকারি, শুঁঠ ও গুলঞ্চের কাথের সহিত শ্রীজয়মঙ্গল রস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রাত্রিজ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

চিন্তামণি রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, লৌহ, ধুস্তূরবীজ, প্রত্যেক এক ভাগ লইবে; তাহার পর উহাদের সহিত চিতা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ২ ভাগ মিশ্রিত করতঃ আদার রস ও গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া বৃহৎ ভার্গ্যাদির কাথ অনুপানে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার রাত্রিজ্বর আরোগ্য হয়।

দাহ-জ্বর চিকিৎসা

শূলপানি—রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা একত্রে নেবুর রসে মাড়িয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি ইহা পানের রসের সহিত প্রয়োগ করিবেন। ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দাহজ্বর নিবারিত হয়।

রামেশ্বর রস—রূপা, কাঁসা, তামা প্রত্যেক এক তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, ইহাদিগকে লাল কাঁটানটের রসে মাড়িয়া ৬ বার গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—পানের রস ও মধু ইহা দাহজ্বর নাশক।

সপ্তধাতুগত বিষমজ্বর চিকিৎসা

(১) রসধাতুগত বিষমজ্বরের চিকিৎসাঃ—এই জ্বরে কৃষ্ণরস দুই রতি, এক রতি হিং ও দুই রতি জীরা বাঁটা ও মধু

অনুপানে ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। এই জ্বরে **বমন** ও উপবাস হিতকর।

(২) রক্তধাতুগত বিষমজ্বর চিকিৎসা ঃ—

হিঙ্গুলেশ্বর রস—পল্‌তার রস, বাসক পাতার রস, পিপুলচূর্ণ, চিনির সরবৎ, ত্রিফলা ভিজান জল, অনন্তমূল ও যষ্টি মধুর ক্বাথ ও মধু অনুপানে ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়।

নিমপাতার রসে শোধিত হিঙ্গুল ২ রতি উক্ত অনুপান যোগে ও রুক্ষচতুর্মুখ ত্রিফলা ভিজান জল অনুপানে সেবন করিলে সুফল পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে রসমাণিক্য অমৃতাদি ক্বাথ সহ সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই রোগে মস্তকে জল-সিঞ্চন ও রক্ত-মক্ষণ হিতকর।

(৩) মাংসধাতুগত বিষমজ্বর চিকিৎসা ঃ—বিরেচন অধিকারের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রস আদার রস ও মধু, ত্রিনেত্র রস ও মধু বাতারি রস বেলপাতার রস ও মধু ও হরিতাল ভস্ম কাঁটা নটের রস ও মধু সহ সেবন করিলে মাংসগত বিষমজ্বর নিবারিত হয়। এই রোগে বিরেচন হিতকর।

(৪) মেদগত বিষমজ্বরচিকিৎসা ঃ—ইহাতে তাম্র ভস্ম আদার ও মধু অনুপানে দুইরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অব্যর্থ সুফল পাওয়া যায়। ইহাতে বমন, বিরেচন ও স্বেদ প্রয়োগ হিতকর।

(৫) অস্থিগত বিষম জ্বর চিকিৎসা ঃ—এই রোগে শ্রীজয়মঙ্গল রস উপসর্গ ভেদে জীরা, পান, আদা, পিপুল, বেলপাতা, নাটার ডগা, ঘৃত ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিবে। হরিতাল ভস্ম গব্য ঘৃত অনুপানে প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। পঞ্চামৃত পর্পটী

প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে ইহাতে বিশেষ উপকার পাইতে দেখিয়াছি। এই রোগ কষ্টসাধ্য। ইহাতে তৈলমর্দ্দন ও স্বেদ প্রয়োগ হিতকর।

(৬) মজ্জাগত বিষমজ্বর চিকিৎসা ঃ—এই রোগ প্রকাশ পাইবা মাত্র হরিতাল ভস্ম ½ রতি অথবা ¼ রতি মাত্রায় গব্য ঘৃত অনুপানে প্রয়োগ করিলে অতিশয় সুফল পাওয়া যায়। বিজয়-পর্পটী প্রয়োগে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। পারদ ভস্ম ঘৃত অনুপানে প্রয়োগেও শুভফল হয়। এই রোগ অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য।

(৭) শুক্রগত বিষমজ্বর চিকিৎসা ঃ—এই জ্বরে রসতালক গুলঞ্চ চূর্ণ বা শতমূল চূর্ণ, বা অশ্বগন্ধা চূর্ণ বা ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ বা আলকুশী বীজ চূর্ণ বা যজ্ঞডুমুর চূর্ণ অনুপানে প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। হরিতাল ভস্ম, বিজয়-পর্পটী, পারদ ভস্ম, ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, স্বর্ণভস্ম ও বজ্রপর্পটী এই রোগে সুফল দান করে। ইহা অতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাধি।

অন্তর্বেগ জ্বরের চিকিৎসা

জ্বরাঙ্কুশ রসঃ—পারদ এক ভাগ, গন্ধক দুইভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, জয়পাল বীজ ৪ ভাগ এই সকল দ্রব্য দন্তিমূলের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—চিনির জল। অন্তর্বেগ জ্বরে, নবজ্বরে জ্বরাঙ্কুশ নামক বটিকা সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া ঘোল, চিনির সরবৎ, ডাবের জল, কাঁজি প্রভৃতি পথ্য দিতে হয়।

হারিদ্রক বিষমজ্বর বা পীতজ্বর

এই জ্বরে রোগীর শরীর একবারে হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যায়। মল, মূত্র, থুতু প্রভৃতি সমস্তই হরিদ্রা বর্ণ হইয়া থাকে। ইহা সংক্রামক এবং দুঃসাধ্য। ইহার বিশেষ বিবরণ মল্লিখিত "সরল নিদানে" দ্রষ্টব্য। এই জ্বরে নবায়স চূর্ণ কুলেখাড়া পাতার রস, পুনর্ণবার রস, নিমপাতার রস সহ প্রয়োগ করিবে। তাম্রভস্ম ২ রতি মত্রায় আদার রস ও মধু সহ প্রয়োগে উপকার হয়। হরিতাল ভস্ম গব্য ঘৃত সহ প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। রসতালক পলতার রস অনুপানে প্রয়োগেও ফল ভাল হইবে। গুড়ুচ্যাদি কাথ সহ স্বর্ণভস্ম বা পুটপাক বিষমজ্বরাক্রান্তক লৌহ প্রয়োগেও সুফল পাওয়া যায়। তাম্রপর্প টী এই রোগের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

গ্রন্থিজ জ্বর

ইহা এক প্রকার বাতশ্লেষ্মজ জ্বর। ইহা প্রায় শিশুদিগেরই হইয়া থাকে। ইহা সংক্রামক ব্যাধি। ইহাতে শরীরের নানা স্থানের গ্রন্থিগুলিতে বেদনাযুক্ত শোথ হইয়া থাকে। ইহার জ্বর অতি প্রবল হইয়া থাকে; প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হয় এবং এই রোগ অধিক দিন স্থায়ী হয়। এই জ্বর ত্রিদোষযুক্ত হইলে ইহা হইতে ক্ষয় রোগ পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস—আদার রস, পানের রস ও মধুসহ সেবন করিলে গ্রন্থিজ জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। স্ফীত গ্রন্থিগুলির উপর আদার রস, আফিং, শাজিনাছালের রস ও মুসব্বরের প্রলেপ হিতকর। রসতালক এই জ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ, ইহার অনুপান—আদার রস, পানের

রস ও মধু। কস্তুরী ভৈরব রস ও বসন্ততিলক রস উক্ত অনুপানে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। রসমাণিক্য প্রয়োগেও অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যাধিতে অতি সুফল দিয়াছে। এই রোগের প্রথম অবস্থায় শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রস তুলসীপাতার রস ও আদার রস সহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস আদার রস ও মধুসহ প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। এই রোগের জটিল অবস্থায় পারদ ভস্ম প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

ঔপত্যক জ্বর

পাহাড়ের নীচে যে সব লোক বাস করেন, তাঁরা অনেক সময় ঝরণার ঘোলা জল ও পান করিয়া থাকেন। যদি ঝরণার জল কোন প্রকারে দূষিত হইয়া পড়ে তাহা হইলে সেই জল পান করিলে পিত্ত বিকৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্লেষ্মাও বিকৃত হইয়া পড়ে। ঔপত্যক জ্বর পিত্তশ্লেষ্মা জনিত। সুতরাং পিত্তশ্লেষ্মাজনিত জ্বরে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবার জন্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ইহাতেও সেইগুলি প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

অর্কভস্ম—এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অনুপান—আদার রস ও মধু, পল্‌তার রস ও মধু, পানের রস ও মধু এবং ঘৃত ও মধু অনুপানে পূর্ব্ববৎ সেব্য

দুর্জ্জলজেতা রস—ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। অনুপান পূর্ব্ববৎ।

ত্রিপুরারি রস—আদার রস ও মধু অনুপানে অতিশয় সুফল দিয়া থাকে।

একজ্বর

ইহা এক প্রকার ত্রিদোষজ সান্নিপাতিক জ্বর। এই রোগে জ্বর ছাড়ে না, কয়েক ঘণ্টা মাত্র জরের বেগ মন্দীভূত অবস্থায় থাকে। পরে আবার জরের বেগ বেশী হয়। ইহাতে রোগী নানা প্রকার জটিল উপসর্গযুক্ত হইয়া থাকে। বমি, পিপাসা, বেগযুক্ত নাড়ী, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, গাত্র বেদনা, অস্থিরতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শিরঃপীড়া, প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকে। জ্বর ছাড়িবার সময় রোগীর অতিশয় ঘাম হইয়া থাকে। আধুনিক চিকিৎসকগণের মতে ইহা ম্যালেরিয়া জরের মধ্যে পরিগণিত।

একজ্বর চিকিৎসা

প্রথম কয়েকদিন শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রস, বা রামবান রস বা হিঙ্গুলেশ্বর রস বা ত্রিপুরারি রস বা স্বল্পলক্ষীবিলাস রস আদা পান ও তুলসী পাতার রস সহ প্রয়োগ করিয়া মধ্যে মধ্যে এক একবার উৎকৃষ্ট মকরধ্বজ প্রয়োগ করিবে। যখন দেখিবে যে সম্পূর্ণরূপে আমরসের পরিপাক হইয়াছে, তখন নবজ্বর মুরারি কিম্বা বৃহৎ কস্তুরীভৈরব বা জরাঙ্কুশ রস প্রয়োগ করিবে। ইহাতে উপকার না হইলে জরান্তক যোগ প্রয়োগ করিলে নিশ্চয় জ্বর ত্যাগ হইবে।

জরাঙ্কুশ রস—সোহাগা ১, পারদ ১, গন্ধক ১, তাম্রভস্ম ২ ভাগ এইগুলি একত্রে খলে মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত মরিচ চূর্ণ ১, শঙ্খভস্ম ১, তেঁতুলক্ষার ১, ও স্বর্ণমাক্ষিক ১, ভাগ মিশ্রিত করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন করতঃ চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা একজ্বর নাশক।

নবজ্বর মুরারি—পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা একত্রে সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। তাহার পর উহাকে কাঁকরোল পত্রের রসে

মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কাঁটানটের রস ও চিনি। ইহা একজ্বর নাশক।

জ্বরান্তক যোগ—কান্ত লৌহ চূর্ণ তিন ভাগ, পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ ও সোহাগা ১ ভাগ একত্রে নিমছালের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তাহার পর উহাতে মৎস্য পিত্তের ভাবনা দিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। আদার রস অনুপানে এই ঔষধ সর্ব্ব-প্রকার একজ্বর নাশক।

পচনজনিত জ্বর বা বিষাক্ত জ্বর

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহা এক প্রকার সান্নিপাতিক ক্ষতজ জ্বর। কোন প্রকার জটিল রোগ ভোগকালে শরীরের যে কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া এই রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। শরীরে কোন প্রকার বিষ প্রবেশ করিলে এইরূপ জ্বর হইয়া থাকে। শরীরের যে কোন স্থান পচিতে আরম্ভ হইলেও এই দুঃসাধ্য জ্বর হইয়া থাকে। পচন নিবারিত না হইলে এই জ্বর ভাল হয় না। ইহাতে রক্তশোধক পিত্তনাশক ঔষধ হিতকর। কৃষ্ণরস, রসমাণিক্য, গোদন্ত হরিতালভস্ম, রসতালক এই জরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। বিজয়পর্পটী, হরিতালভস্ম ও ক্ষেত্রবিশেষে রসপর্পটী ব্যবহারে এই রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

বাত জ্বর

এই জ্বর সন্ধি আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। ইহাতে শরীরের গাঁইটে গাঁইটে বেদনা হয়, জরের বেগ বেশী হয় ও অরুচি হয়। আয়ুর্ব্বেদমতে ইহা বাতশ্লেষ্মজ উৎকট জ্বর বিশেষ।

আনন্দভৈরব রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, প্রত্যেক সমভাগ, মরিচ চূর্ণ ৮ ভাগ, সোহাগার খৈ ৪ ভাগ এই সমুদায় ভীমরাজ ও অম্লদাড়িমের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পানের রস ও মধু অনুপানে ইহা সর্ব্বপ্রকার বাত জ্বর বিনাশ করে।

বাতনাশিনী—হরিতাল, গন্ধক, পারদ, আহিফেন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গুল, সোহাগার খৈ একত্রে আদার রসে মর্দ্দন করিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী। অনুপান—আদার রস ও মধু।

লক্ষ্মীবিলাস রস—কৃষ্ণ অভ্র ১ পল, পারদ অর্দ্ধ পল, গন্ধক অর্দ্ধপল এবং বেড়েলা, শতমূলী, নাগবালা, ভূমিকুম্মাণ্ড, কৃষ্ণধুতূরাবীজ, হিজলবীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ, জায়ফল, জৈত্রী ও কর্পূর, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ২ মাষা। এইগুলি পানের রসে মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ ছোলার ন্যায় বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস, পানের রস ও মধু। ইহা সর্ব্বপ্রকার বাতজ্বর নাশক।

শ্লীপদজনিত জ্বর

বাতারি অভ্র—দশমূল, নিসিন্দা, শ্বেততেউড়ী, পুনর্নবা, মনসাসীজ, চই, বসাক, চিতা, বৃদ্ধদারক, বেড়েলা, গোরক্ষ, চাকুলে, আকনাদি, সোঁদাল, ও রক্তচিতা; ইহাদের রসে সহস্র পুটিত অভ্র মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—বেলপাতার রস, আদার রস এবং মধু। ইহা শ্লীপদজনিত জ্বর-নাশক।

বাতারি রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হরীতকী ১ ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, বহেড়া ১ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ও গুগ্গুলু ৫ ভাগ। এরণ্ড তৈলসহ মর্দ্দন করিবে। বটিকা ছয় রতি প্রমাণ। অনুপান শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ। ইহা শ্লীপদজনিত জ্বর-নাশক।

মোহজ্বর

ইহা একপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর। সান্নিপাতিক অন্ত্র-জ্বরের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি এই জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ।

মৃতসঞ্জীবনী বটিকা—বিষ, পিপুল, শুঁঠ, গোলমরিচ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্রভস্ম, ধুতূরাবীজ, হিঙ্গুল এইগুলি সমভাগে লইয়া সিদ্ধি পত্রের রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আকন্দমূলের ক্বাথসহ সেবন করিলে ইহা অচিরে মোহজ্বর নামক সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশ করিয়া থাকে।

অগ্নিকুমার রস—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, কজ্জলী করিয়া এক দিন গোয়ালিয়া পাতার রসে মর্দ্দন করিবে। তাহার পর উহার সহিত ২ তোলা বিষ মিশ্রিত করিয়া সকলদ্রব্যকে কাঁচকূপীতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পর বালুকাযন্ত্রে দেড় দিন পাক করিয়া উহার সহিত ৴॥০ তোলা বিষ ও ৴॥০ তোলা পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহার মাত্রা ১ রতি। অনুপান—আদার রস ও মধু। ইহা সান্নিপাতিক মোহজ্বর ও অন্যান্য নানাপ্রকার ব্যাধি নাশক।

মল্লিখিত "জ্বর চিকিৎসা"—নামক বৃহৎ পুস্তকে আমি সকল প্রকার জ্বরের বিস্তৃত বিবরণের সহিত চিকিৎসা বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

আক্ষেপজনিত জ্বর

ইহা অতি দারুণ সান্নিপাতিক জ্বর। প্রথম হইতে সুচিকিৎসা হইলে ইহা কদাচিৎ আরোগ্য হইয়া থাকে।

সন্নিপাতানল রস—পারদ, গন্ধক, কৃষ্ণসর্প বিষ, দারুমুজ ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগে লাঙ্গলী মূল, ঘোষলতার মূল, রক্তচিতার মূল ভূঁই আমলার মূল, পঞ্চপিত্ত ও আদার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস ও মধু সহ এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার আক্ষেপজনিত জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী ঔষধ সেবন করিতে অসমর্থ হইলে তাহাকে বৃহৎসূচিকাভরণ রস ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। সর্ব্বপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর চিকিৎসা অতিশয় জটিল। এই চিকিৎসায় চিকিৎসক বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্য করিবেন।

সান্নিপাতিক জ্বরে বিষপ্রয়োগের পর বিশেষ বিধি

সান্নিপাতিক জ্বরে রোগী ধনুস্তম্ভ, বাকরোধ, সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি উৎকট উপসর্গযুক্ত হইলে এবং সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা করিয়া চিকিৎসক রোগের উপশম করিতে অসমর্থ হইলে, রোগীর আত্মীয়স্বজনের অনুমতি লইয়া তাহার মুমূর্ষু অবস্থায় কৃষ্ণসর্প বিষ ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

এই ঔষধ প্রয়োগের পর দেড় ঘণ্টা কাল অপগত হইলে রোগী সাধরাণতঃ সংজ্ঞা লাভ করিয়া বারংবার মস্তক সঞ্চালন করিতে থাকে এবং ক্রমশঃ রোগীর শরীর বেশী গরম হয়। এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইলে রোগী বাঁচিয়া থাকে। ইহা না হইলে রোগীর জীবন সম্বন্ধে আশা করা যায় না।

ইহার পর রোগীকে একটী শীতল জলপূর্ণ টবের উপর বসাইবে। টবের জল গরম হইলে গরম জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শীতল জল ঢালিয়া দিবে। রোগী আহার্য্য প্রার্থনা করিলে চিনি মিছরীর সরবৎ

ডাবের জল, পাকা কলা খাইতে দিবে। রোগীর জ্ঞান হইলে যখন তিনি টবের মধ্য হইতে আহার্য্য প্রার্থনা করিবে তখনই তাঁহাকে টব হইতে উঠাইয়া শুষ্ক গামছা দিয়া তাহার গা মুছাইয়া দিবে। যদি রোগীর গাত্র তৈলাক্ত বোধ হয় তবে তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা গা ঘষিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গে কর্পূর ও চন্দন লেপন করিবে। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত এই প্রকার শীতক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। অষ্টম দিবসে রোগীকে পুনর্নবার রস চিনির সহিত পান করাইবে এবং উক্ত রস রোগীর কর্ণ, নেত্র, নাসিকা ও জিহ্বাতে নিষেক করিবে। ইহাতে রোগীর উক্ত রোগ প্রশমিত হইবে। ইহার পর রোগীকে প্রচুর পরিমাণে দধি মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। ইহাতে রোগী ক্রমশঃ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া নির্দ্দিষ্ট আয়ুকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে সন্নিপাত রূপ মহা ঘোর মৃত্যুসাগরে যে রোগী নিমজ্জিত হইয়াছে তাহাকে যে চিকিৎসক উদ্ধার করেন স্বয়ং ব্রহ্মাও তাঁহার ধর্ম্মের ইয়ত্তা করিতে পারেন না।

পৃথিবীতে যতপ্রকার ব্যাধি আছে তন্মধ্যে জ্বরই শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ইহাকে রোগের রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ সকল প্রকার উপসর্গের সহিত জ্বর চিকিৎসা আয়ত্ত হইলে চিকিৎসক যে সকলের পূজ্য হইবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

ইতি জ্বরাধিকার সমাপ্ত

অষ্টম অধ্যায়

জ্বরাতিসার

যদি পিত্তজ্বরে অতিসার দেখা যায় এবং অতিসারে জ্বর আসিয়া উপস্থিত হয় তবে উহাদিগকে জ্বরাতিসার কহে। জ্বরে যে সকল ঔষধ

প্রয়োগ করা হইয়া থাকে অতিসারে সেই সকল প্রয়োগ করা উচিত নহে। জর নাশক ঔষধগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরেচক। সুতরাং তাহারা অতিসার বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আবার অতিসারের ঔষধগুলি ধারক। সুতরাং তাহারা জর বর্দ্ধক। তজ্জন্য জরাতিসারে জরবিকার ও অতিসার অধিকারের ঔষধগুলি প্রয়োগ না করিয়া কেবল মাত্র জরাতিসার অধিকারের ঔষধগুলি বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিবে।

জ্বরাতিসার চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি জরাতিসার-নাশক।

১। **কনকসুন্দর রস**—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগার খৈ, বিষ ও ধুস্তূর বীজ এই গুলি সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্র ভিজান জলে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মুথার রস ও মধু। ইহার দ্বারা জরাতিসার ও অগ্নিমান্দ্য সমূলে বিনষ্ট হয়।

২। **মৃতসঞ্জীবনী বটিকা**—পিপুল ১ ভাগ, মিঠাবিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ একত্রে জামীরের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শীতল জল। ইহা জরাতিসার, বিসূচিকা ও সন্নিপাত নাশক।

৩। **গগনসুন্দর রস**—হিঙ্গুল, অভ্র, সোহাগা, গন্ধক, সমভাগে লইয়া ক্ষীরুই এর রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—শ্বেতধূনা ২ রতি ও মধু অথবা ছাগীদুগ্ধ। ইহা সেবনে রক্তস্রাব, আমশূল ও মন্দাগ্নি সংযুক্ত প্রবল জরাতিসার নিবারিত হয়।

৪। **প্রাণেশ্বর রস**—পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খৈ, শুল্‌ফা, যমানী ও জীরা প্রত্যেক ৪ তোলা; যবক্ষার, হিং, পঞ্চলবণ মিলিত, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধূনা, চিতা প্রত্যেক দুই তোলা; এই সকল দ্রব্য জলে

মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুর সহিত সেবনে ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জরাতিসার নিবারিত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—রোগী দুর্ব্বল না হইলে উপবাসই জরাতিসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। উপবাস দ্বারা অতি সহজে দোষের পরিপাক হইয়া থাকে। প্রথমে দুই এক দিন উপবাস এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়ার পর সামান্য ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী অতি সহজে রোগমুক্ত হইয়া থাকেন। তবে রস চিকিৎসায় এ নিয়ম খাটে না। রোগ পরীক্ষা ক'রয়া প্রথম হইতেই রসৌষধি প্রয়োগ করিলে ফল ভালই হইয়া থাকে।

ইতি জরাতিসার সমাপ্ত।

———

নবম অধ্যায়

অতিসার চিকিৎসা

অতিসার চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসক অতিসারের আমাবস্থা ও পক্কাবস্থার বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিবেন। কারণ আমাতিসারে ধারক ঔষধ ও পক্কাতিসারে পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিতে নাই। আমাতীসারে ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতিসার হইবামাত্র ডাক্তার ডাকাইয়া রোগের আম এবং পক্কাবস্থা সম্যক্‌রূপে বিবেচনা না করিয়া ইন্‌জেকসন দ্বারা অতিসার বন্ধ করিলে পরিণামে রোগীর যে কতদূর ক্ষতি হয় তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু আমাতিসারে যদি খুব বেশী পরিমাণে মল নির্গত হইয়া রোগার ধাতু ও বল ক্ষীণ হয়, তবে আমাবস্থাতেও ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যেহেতু বলক্ষয় হেতু রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

আমাতিসারের গুরুত্ব হেতু অপক্কমল জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায়। আর পক্কাতীসারে পক্কমল জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসিয়া উঠে অপক্কমল যদি অতিশয় পাতলা হয় তাহা হইলে জলে পড়িলে ভাসিয়া উঠে এবং পক্কমল অতি কঠিন হইলে এবং তাহাতে শ্লেষ্মার দোষ থাকিলে তাহা ডুবিয়া যায়। কফাতিসারে কফের গুরুত্ব হেতু পক্কমলও জলে ডুবিয়া যায়। আমাতিসারে পেটকামড়ায়, পেটে গুড়, গুড় শব্দ হয়, মুখে লালা জন্মে এবং অল্প অল্প করিয়া দুর্গন্ধযুক্ত মল নির্গত হয়। অতিসারে বলবান রোগীর পক্ষে উপবাসই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। উপবাস দ্বারা দোষের পরিপাক ও সমতা সম্পাদিত হয়।

অতিসার চিকিৎসা

বাতাতিসার চিকিৎসা

আনন্দভৈরব রস—হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু সোহাগার খৈ ও গন্ধক এইগুলি সমভাগে লইয়া জামীর লেবুর রসে মাড়িয়া এক রতি পরিমাণে বটিকা করিয়া বেল শুঁঠের ক্বাথ বা মুথা, ডালিম বা গন্ধভাদুলের রসের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বাতাতিসার বিনষ্ট হয়।

পিত্তাতিসার চিকিৎসা

কণাদ্য লৌহ—পিপুল, শুঁঠ, আকনাদি, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, চিতা, বিড়ঙ্গ, মুথা, বেল, রক্তচন্দন ও বালা প্রত্যেক সমভাগ; সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ গ্রহণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। জামছালের রস অনুপানে ইহা সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবযুক্ত পিত্তাতিসার নাশক।

বৃহৎ কনকসুন্দর রস—পারদ, গন্ধক, মরিচ সোহাগার খৈ, কালধুতুরার বীজ সমভাগে লইয়া বামনহাটীর রসে ২ প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত একভাগ অভ্র মিশ্রিত করিবে। তাহার পর দুই রতি পরিমাণে বটিকা করিয়া ছাগীদুগ্ধ অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার পিত্তাতিসার আরোগ্য হয়।

শ্লেষ্মাতিসার চিকিৎসা

বৃহৎ গগনসুন্দর রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, কড়িভস্ম, রৌপ্য, আতইচ প্রত্যেকটী সমভাগে লইয়া ধনে ও বেল শুঁঠের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। আতইচ চূর্ণ, বেল শুঁঠের ক্বাথ, মুথার রস, কুড়চিছালের রস, ডালিম পাতার রস অনুপানে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে কফাতিসার আরোগ্য হয়।

আমাতিসার চিকিৎসা

প্রাণেশ্বর রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খৈ, শুল্‌ফা, যমানী ও জীরা প্রত্যেক ৪ তোলা; যবক্ষার, হিং, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধূনা ও চিতা প্রত্যেক দুই তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে লইয়া উত্তমরূপে জলে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। গন্ধভাদুলের রস অনুপানে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার আমাতিসার বিনষ্ট হয়।

জাতীফল রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, রসসিন্দুর জায়ফল, ইন্দ্রযব, ধুতুরাবীজ, সোহাগার খৈ, ত্রিকটু, মুথা, হরীতকী, আমের আঠীর শস্য, বেলশুঁঠ, শালবীজ, ডালিম ফলের খোসা, এই সকল দ্রব্য

সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্র ভিজা জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। কুড়চিমূলের ছালের কাথ অনুপানে ইহা সর্ব্বপ্রকার আমাতিসার নাশক।

রক্তাতিসার চিকিৎসা

কর্পূর রস—হিঙ্গুল, মুথা, ইন্দ্রযব, জায়ফল, আফিং ও কর্পূর প্রত্যেকটী সমভাগে লইয়া জলে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। কুড়চিছালের রস, ডালিম পাতার রস অনুপানে এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার উপসর্গযুক্ত রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

অহিফেন বটিকা—অহিফেন ও পিণ্ডখেজুর একত্রে সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে রক্তাতিসার আরোগ্য হয়। অনুপান—কুড়চিছাল ও ডালিম ফলের ত্বকের ক্বাথ।

ত্রিদোষজ অতিসার চিকিৎসা

ত্রিদোষজ অতিসারে রসপর্পটী, পঞ্চামৃতপর্পটী, কিম্বা বিজয়পর্পটী যুক্তিপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে আরোগ্য লাভ সুনিশ্চিত। নিম্নলিখিত কয়েকটী ঔষধ প্রয়োগেও বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

(১) **অতিসারবারণ রস**—হিঙ্গুল, কর্পূর, মুথা, ইন্দ্রযব সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। উহার পর আফিং ভিজান জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—কুড়চিছাল ও ডালিম ফলের ত্বকের ক্বাথ।

(২) পারদ ২, তাম্র ২, গন্ধক ২, বিষ ১, তেঁতুল ॥• তোলা এই দ্রব্য কাঁজি দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একটী গোলক বাঁধিবে। তাহার

পর ঐ গোলকের মধ্যে ছয় আঙ্গুল গর্ত্ত করিয়া পানপত্র দ্বারা ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া সমস্ত গোলক পান দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। তাহার পর ঐ গোলকটীকে গজপুটে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে উহার সহিত এক তোলা গোলমরিচ ও এক তোলা পাকা তেঁতুল মিশ্রিত করিবে। তাহার পর ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিয়া ছাগীদুগ্ধ অনুপানে প্রয়োগ করিবে।

(৩) **সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস**—পূর্ব্বোক্ত মহাগন্ধক নামক ঔষধের পুটপাক না করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রস্তুত হইবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান—কুড়চি ও ডালিম ফলের ত্বকের ক্বাথ।

(৪) শিশুগণের উদরাময়, অতিসার, জ্বর, শ্বাস, কাস প্রভৃতি রোগে মহাগন্ধক নামক ঔষধ অমৃতের ন্যায় কার্য্যকরী।

শোথাতিসার

শোথাতিসারে রসপর্পটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। অনুপান—জীরাবাঁটা দুই রতি ও মধু।

শোকজ অতিসার চিকিৎসা।

শোকজ অতিসারে বাতাতিসারের ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। এই রোগে পঞ্চামৃত-পর্প টী প্রয়োগে আমি অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাইতে দেখিয়াছি। রসপর্প টী, হিং, জীরা-বাঁটা ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিলেও শোকাতিসারে সুফল পাওয়া যায়।

প্রবাহিকা চিকিৎসা।

প্রবাহকুঠার রস—পারদ এক তোলা, গন্ধক এক তোলা গ্রহণ করিয়া কজ্জলী করিবে। তাহার পর উহাকে আকন্দের আঠায়

তিন দিন ও মনসা সিজের আঠায় তিন দিন মর্দ্দন করিয়া পীতকড়ি-ভস্ম দুই তোলা ও শঙ্খভস্ম দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে পুনরায় তিন দিন আকন্দের আঠায় ও সিজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া আদা ও চিতার রসে পুনরায় মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। তাহার পর উহাকে গজপুটে পাক করিয়া দুই রতি মাত্রায় ঘৃত ও গোলমরিচ চূর্ণ অনুপানে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রবাহিকা রোগ আরোগ্য হয়।

ইতি অতিসার সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

গ্রহণী চিকিৎসা।

গ্রহণী রোগে প্রথমে অগ্নিদীপক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। দোষের সামতা ও নিরামতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রহণী-গত দোষের পরিপাক করিয়া চিকিৎসা করিবে।

বাতজ গ্রহণী চিকিৎসা।

অগ্নিকুমার রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ, লৌহ, বনযমানী, অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ লইয়া সর্ব্ব সমষ্টির সমান অভ্র লইবে। তাহার পর উহাদিগকে চিতার কাথে মর্দ্দন করিয়া মরিচ প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা বাতজ গ্রহণীর শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

গ্রহণী কবাট রস—লৌহ ১, পারদ ১, হরিতাল ১, স্বর্ণমাক্ষিক ১, সোহাগা ১ ভাগ, কড়িভস্ম ২॥০, গন্ধক ১ একত্রে জামীরের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তাহার পর চূর্ণ করিয়া ২ রতি মাত্রায় ঘৃত ও গোলমরিচ চূর্ণ বা গন্ধভাদুলের রসসহ প্রয়োগ করিবে। ইহা বাতজ গ্রহণী নাশক।

পিত্তজ গ্রহণীর চিকিৎসা।

পীযূষবল্লী রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, হিং, শটী, তালিশপত্র, মুথা, ধনে, জীরে, সৈন্ধব, ধাইফুল, আতইচ, শুঁঠ, ঝুল, হরীতকী, ভেলা, তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী ও সিদ্ধি সমভাগে লইয়া ছাগী-দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ; ইহা পিত্তজ গ্রহণী নাশক।

গ্রহণী শার্দ্দুল রস—শোধিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী দুই তোলা, স্বর্ণভস্ম ৵০ আনা, লবঙ্গ, নিমপত্র, জায়ফল, জৈত্রী ও ছোট এলাইচ প্রত্যেক দুই তোলা একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া দুইখানি ঝিনুকের মধ্যে পুরিয়া গজপুটে পাক করিবে। ৪ রতি মাত্রায় এই ঔষধ মুথার রস ও মধু অনুপানে ব্যবহার করিলে পিত্তজ-গ্রহণী, সুতিকা, আমশূল, শ্বাস, কাস, ক্ষয় প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

শ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগ চিকিৎসা।

বজ্রকবাট রস—পারদ, গন্ধক, অহিফেন, মোচরস, ত্রিকটু, ত্রিফলা এই সকল একত্রে চূর্ণ করিয়া সিদ্ধি ও ভীমরাজের রসে সাত দিন ভাবনা দিয়া ৩ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু ইহার দ্বারা শ্লেষ্মজ গ্রহণী আরোগ্য হইয়া থাকে।

বিজয়াবটিকা—গন্ধক ১, পারদ ১, কুড়চিছাল ভস্ম ২, স্বর্ণ ১, রজত ১, তাম্র ১ একত্রে আদার রসে মাড়িয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। কুড়চির কাথ অথবা ছাগীদুগ্ধ অনুপানে এই ঔষধ শ্লেষ্মজ গ্রহণী নাশক।

সংগ্রহ গ্রহণী চিকিৎসা।

সংগ্রহনীকবাট—স্বর্ণ, মুক্তা, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, কড়িভস্ম, মিঠাবিষ প্রত্যেক এক তোলা, শঙ্খভস্ম আট তোলা একত্রে আতইচের কাথে ভাবনা দিয়া শুষ্ক কসিয়া গজপুটে দুই প্রহর পাক করিবে। তাহার পর পুট শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া লৌহপাত্রে ধুতুরা, চিতা ও তালমূলীর রসে ভাবনা দিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী নাশক। অনুপান—বাতজ গ্রহণীতে ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ, পিত্তজ গ্রহণীতে মধু ও পিপুল চূর্ণ, শ্লেষ্মজ গ্রহণীতে সিদ্ধির কাথ অথবা ঘৃত ও ত্রিকটু চূর্ণ।

ঘটীযন্ত্রাখ্য গ্রহণী চিকিৎসা।

শম্বুকাদি বটী—দগ্ধ শামুক ও সৈন্ধব লবণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ছয় রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। তক্র অনুপানে এই ঔষধ ঘটীযন্ত্রাখ্য গ্রহণী নাশক।

ত্রিদোষজ গ্রহণী চিকিৎসা।

তাম্রযোগ—পারদ ১, গন্ধক ২, একত্রে কজ্জলী করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া তাহার উপর ৩ ভাগ শোধিত নৈপাল তাম্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে সপ্তাহ মধ্যে তাম্র দ্রবীভূত হইবে। তাহার পর উহাকে পুনরায় লেবুর রসে, মাড়িয়া ওলের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে উক্ত দ্রব্য পূর্ণ করিয়া চারি অঙ্গুলি প্রমাণ মৃত্তিকার লেপ দিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে যে তাম্রভস্ম

পাওয়া যাইবে সেই তাম্রভস্ম এক রতি, ত্রিফলা চূর্ণ ১ রতি, বিড়ঙ্গ চূর্ণ ১ রতি ও ত্রিকটু চূর্ণ এক রতি মাত্রায় লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত রোগীকে খাইতে দিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার দুঃসাধ্য গ্রহণী রোগ নাশ করে। প্রয়োজন বোধ করিলে বিড়ঙ্গ ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের মাত্রা প্রত্যহ এক রতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দ্বাদশ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। তাহার পর আরোগ্য দর্শন হইলে পুনরায় মাত্রা কমাইয়া আনিয়া ঔষধ শেষ করিবে।

দুগ্ধবটী—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, তাম্র, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, হিঙ্গুল, দারুমুজ ও অহিফেন এইগুলি সমভাগে লইয়া দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ যব পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে রোগী লবণ ও জল বন্ধ করিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধ পথ্য করিবেন। এই ঔষধের অনুপান দুগ্ধ। ইহাতে দুর্নিবার গ্রহণী, শোথ ও বিষম জ্বর নিবারিত হয়। এই ঔষধ দৃষ্ট ফল।

অন্যপ্রকার দুগ্ধবটী—মিঠাবিষ ১২ ভাগ, অহিফেন ১২ ভাগ, কান্তলৌহ ৬ ভাগ, অভ্র ৩০ ভাগ; এইগুলি একত্রে দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিয়া প্রাতঃকালে দুগ্ধ অনুপানে প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া লবণ ও জল খাওয়া বন্ধ রাখিতে হয়। ইহা সেবন করিলে বহুদিনের গ্রহণী, গ্রহণীসংযুক্ত শোথজ্বর প্রভৃতি নানা ব্যাধি আরোগ্য হয়।

যখন নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়া কোন প্রকারেই গ্রহণী আরোগ্য করিতে পারা যায় না, তখন পর্পটী সেবনের নিয়মে রসপর্পটী, স্বর্ণপর্পটী, তাম্রপর্পটী, লৌহপর্পটী, বিজয়পর্পটী রোগীর ও রোগের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করিলে তথা কথিত অসাধ্য দুর্নিবার গ্রহণী আরোগ্য হইয়া থাকে। ডাক্তারী চিকিৎসা দ্বারা পরিত্যক্ত ইনটেস্-টাইন্যাল টিবিতে গ্রহণী রোগাধিকারোক্ত ঔষধ ব্যবহারে অনেক রোগী নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

অনেক দিন ধরিয়া গ্রহণীরোগে ভুগিতে ভুগিতে রোগীর পেটে আমাশয়ে, পক্বাশয়ে ও গ্রহণীতে ঘা হইয়া যায়। এই সময় দুগ্ধ পথ্য করিয়া উল্লিখিত পর্প টীগুলির মধ্যে যে কোন একটী যুক্তিপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে অতি সুফল পাওয়া যায়। কোন চিকিৎসায় যে সমস্ত পেটের পীড়া সারে না, পর্প টী চিকিৎসায় সেইগুলি আরোগ্য হইয়া থাকে। গ্রহণী রোগীর শেষ অবস্থায় যখন রোগীর ক্ষয়, অরুচি, বমি, শোথ, জীর্ণজর প্রভৃতি অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং রোগীর বাঁচিবার আর কোন প্রকার আশা থাকে না, তখন নিম্ন লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে মুমূর্ষু রোগীও জীবন লাভ করিয়া থাকে।

বিজয়পর্প টী—পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, তাম্র, অভ্র সমভাগে এইগুলি গ্রহণ করিবে এবং ইহাদের সমষ্টির সমান গন্ধক গ্রহণ করিবে। তাহার পর মিলিত দ্রব্যগুলির কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া পর্প টী পাকের নিয়মে পর্প টী প্রস্তুত করিবে। জ্বরাধিকারে কথিত পর্প টী সেবনের নিয়মে এই পর্প টী সেবন করিলে সকল প্রকার অসাধ্য গ্রহণী, যক্ষ্মা, অন্ত্রক্ষয়, বিষমজ্বর, জীর্ণজর এবং সর্ব্ব ব্যাধি বিনষ্ট হয়। ইহা দৃষ্ট-ফল।

ইতি—গ্রহণী রোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

অর্শ চিকিৎসা

যে সকল ঔষধ ও পথ্যাদি বায়ুর অনুলোম, অগ্নির দীপ্তি ও বলের বৃদ্ধি করে, অর্শ রোগীর সেই সকল ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবে। মল-মূত্রাদির বেগরোধ, মৈথুন, দ্রুত যানে ভ্রমণ, উৎকটভাবে উপবেশন এবং বায়ু বৃদ্ধিকর অন্ন-পানাদি অর্শরোগী সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন।

বাতোল্বণ অর্শের চিকিৎসা

অর্শঃকুঠার রসঃ—পারদ ১, গন্ধক ২, তাম্র ৩, লৌহ ৪, শুঁঠ, ২, দন্তীমূল ২, পীলুবীজ ২, চিতামূল ৩, যবক্ষার ৫, সোহাগা ৫, সৈন্ধব ৫, এই দ্রব্যগুলি ৩২ তোলা সিজের আটা ও ৩২ তোলা গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঔষধের জলীয় অংশ অপগত হইলে ৪ রতি মাত্রায় বটিকা করিয়া দগ্ধ ওল ও পুরাতন গুড়, ডালিমের রস অথবা ঘোল অনুপানে প্রয়োগ করিবে। ইহা বাতজ অর্শঃ-নাশক।

পিত্তোল্বণ অর্শের চিকিৎসা

তীক্ষ্মমুখ রসঃ—অভ্র, স্বর্ণ, তাম্র, তীক্ষ্ণ-লৌহ, মুণ্ডলৌহ, পারদভস্ম, গন্ধক, মণ্ডুর ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকটী সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তিন দিন তুষের আগুনে পাক করিবে। ঔষধ শীতল হইলে ৪ রতি মাত্রার চিনির সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ অর্শঃ আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মোল্বণ অর্শের চিকিৎসা

পঞ্চানন বটীঃ—রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, তাম্র প্রত্যেক ১ তোলা, ভেলা ৫ তোলা; এই সকল দ্রব্য বন্য ওলের রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। ঘৃত অনুপানে ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ নিবারিত হয়।

শিলাগন্ধক বটিকাঃ—মনঃশিলা ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজ রসে ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঘৃত ও মধু অনুপানে এই ঔষধ শ্লেষ্মজ অর্শের নাশক।

অর্কযোগ ঃ—পারদ ১, গন্ধক ২, একত্রে কজ্জলী করিয়া লেবুর রসে মাড়িবে। তাহার পর উহার উপর তিন ভাগ তাম্র নিক্ষেপ করিবে। ৭ দিন পরে উহা পুনরায় লেবুর রসে ও বন্য ওলের রসে মাড়িয়া এক দিন গজপুটে পাক করিবে। ২ রতি পরিমাণ এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শ নিবারিত হয়।

রক্তজ অর্শের চিকিৎসা

(১) রসচিকিৎসা প্রথম খণ্ডে তাম্র প্রসঙ্গে কথিত তাম্রভস্ম ২ রতি কুড়চি ও ডালিমের খোসার ক্বাথ অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তজ অর্শ নিবারিত হয়।

(২) **পঞ্চানন রস** :—পারদভস্ম, অভ্র, লৌহ, তাম্র, গন্ধক, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সমষ্টির সমান শোধিত ভল্লাতকের শাঁস গ্রহণ করিয়া প্রথমে ঘৃতে এবং পরে বন্য ওলের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত, ডালিমের রস, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধুর ক্বাথ, তিল বাঁটা ও ছাগীদুগ্ধ এবং দেশী চিনি। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার রক্তজ অর্শঃ আরোগ্য হইয়া থাকে।

(৩) **রসপর্পটী রক্তার্শের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ** :—বেশী রক্তস্রাব হইয়া একবারে খুব বেশী রক্তহীনতা উপস্থিত হইলে—বিজয়-পর্পটী ব্যবহার করিলে ক্ষয় ও রক্তার্শঃ নিবারিত হয়।

সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ-নাশক কয়েকটী ঔষধ

(১) **অষ্টাঙ্গ রস ঃ**—পারদ, গন্ধক, মণ্ডূর, ত্রিফলা, চিতা, ত্রিকটু ও ভৃঙ্গরাজ এইগুলি সমভাগে লইয়া শিমুল ও গুলঞ্চের রসে ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে অনুপান দোষানুসারে ঘোল, হরীতকী

চূর্ণ, দগ্ধ ওল, পুরাতন গুড়, কুড়চির ছাল ও ডালিমের ফলের খোসার ক্বাথ, নাগেশ্বর ফুলের রেণু ইত্যাদি।

(২) **রসগুড়িকা** :—রসসিন্দূর ১, বিড়ঙ্গ ২, মরিচ ৩, অভ্র ৩ এইগুলি একত্রে গঙ্গা-পালংএর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। পূর্ব্বোক্ত অনুপানের সহিত ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ আরোগ্য হয়।

কনকসুন্দর রস—পারদ ১, স্বর্ণমাক্ষিক ১, জারিত কান্ত লৌহ ১, অভ্র ১, সীসক ১, স্বর্ণ ১, গন্ধক ৭; একত্রে এই দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে বিদ্যাধর যন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে উহার সহিত এক ভাগ ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ১ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ এবং অনুপান ভেদে অন্যান্য বহুপ্রকার রোগ-নাশক।

ইতি অর্শঃ চিকিৎসা সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভগন্দর চিকিৎসা

বাতিক শতপোনক সংজ্ঞক ভগন্দর চিকিৎসা

বারিতাণ্ডব রস—বিশুদ্ধ পারদ [illegible] ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্রে কজ্জলী করিয়া ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে তিন ভাগ শোধিত তাম্রপত্র গ্রহণ করিয়া উক্ত ঘৃত কুমারীর রস মর্দ্দিত কজ্জলী দ্বারা লেপ প্রদান করিবে। অনন্তর একটী মৃন্ময় পাত্রের নীচের

কতকাংশ ঘুটিয়ার ছাই দ্বারা পূর্ণ করিয়া উক্ত তাম্রপত্র তাহার উপর নিক্ষেপ করিবে। পুনরায় ঘুটিয়ার ছাই দ্বারা সমস্ত পাত্রটী আবৃত করিয়া দিবে। পাত্রের মুখটী একটী শরা দিয়া আবৃত করিয়া দুই প্রহর কাল চুল্লির উপর তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। পাত্র শীতল হইলে হাঁড়ির মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া জামীরের রসে ৭ বার অন্ধমূষায় গজপুটে পাক করিবে। ইহার মাত্রা এক রতি। অনুপান ঘৃত ও মধু। এই ঔষধ সেবনান্তে তালমূলী আধ তোলা এবং রসোন আধ তোলা কাঁজি সহ বাঁটিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে দিবানিদ্রা, মৈথুন ও শীতল দ্রব্য সেবন ত্যাগ করিয়া স্বাদুরস বিশিষ্ট দ্রব্য আহার করিবে। ইহা দ্বারা শতপোনক নামক দুঃসাধ্য ভগন্দর আরোগ্য হয়।

পৈত্তিক উষ্ট্রগ্রীব সংজ্ঞক ভগন্দরের চিকিৎসা

ভগন্দর কুঠার—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারী রস দ্বারা তিন দিবস মর্দ্দন করতঃ দুই ভাগ তাম্র এবং দুই ভাগ লৌহ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর উহাকে একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া একখানা ক্ষুদ্র শরার দ্বারা ঢাকিয়া তদুপরি ভস্ম প্রদান করতঃ একটী উনানের উপর রাখিয়া দুই প্রহর পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া লেবুর রসে ৭টী ভাবনা দিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। ইহা এক রতি মাত্রায় সেবনে পৈত্তিক উষ্ট্রগ্রীব সংজ্ঞক ভগন্দর আরোগ্য হয়। অনুপান ঘৃত ও মধু।

শ্লৈষ্মিক পরিস্রাবি সংজ্ঞক ভগন্দর চিকিৎসা

ভগন্দরকরিকেশরী—হিঙ্গুল, গিরিমাটী, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, গুগ্‌গুল, পারদ, কুঙ্কুম, গন্ধক, লৌহ, সৈন্ধব লবণ, আতইচ, চই, শরপুঙ্খা, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্পলী, মরিচ, আকন্দ-মূল, বরুণ-মূল, শ্বেতধূনা, হরীতকী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কটুতৈলে মর্দ্দন করতঃ ছয় রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুর সহিত সেবন করিলে ইহা দ্বারা শ্লৈষ্মিক পরিস্রাবি সংজ্ঞক ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

সান্নিপাতিক শম্বুকাবর্ত্ত সংজ্ঞক ভগন্দর

ভাস্কর যোগ—শোধিত তাম্রপত্র ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া জামীরের রসে মাড়িবে। তাহার পর অন্ধমূষায় উক্ত দ্রব্যত্রয় বদ্ধ করিয়া ৫ বার লঘুপুট দিবে। ১ রতি মাত্রায় এই ঔষধ ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ভগন্দর বিনষ্ট হয়। ইহা শম্বুকাবর্ত্ত নাশক।

শল্যজ উন্মার্গি নামক ভগন্দর চিকিৎসা

ব্রণরাক্ষস তৈল—কটুতৈল ⁄॥০, গ্রহণ করিবে, পরে পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটেসিন্দুর, মনঃশিলা, রসোন, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক দুই তোলা উহার উপর নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর এই সকল দ্রব্য-গুলিকে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া সূর্য্যোত্তাপে পাক করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে শল্যজ উন্মার্গিসংজ্ঞক ভগন্দর অচিরে বিনষ্ট হয়।

ইতি ভগন্দর চিকিৎসা সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অগ্নিমান্দ্যাদি রোগাধিকার

আমাজীর্ণ চিকিৎসা

আমাজীর্ণে কফনাশকক্রিয়া হিতকর।

অগ্নিকুমার রস—পারদ ১, গন্ধক ১, সোহাগার খৈ ১, বিষ ৩, কড়িভস্ম ৩, শঙ্খভস্ম ৩, মরিচ ৮ তোলা; এই সমুদায় একত্রে পাকা গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে আমাজীর্ণ বিনষ্ট হয়। অনুপান আদার রস ও মধু, লেবুর রস ও চূণের জল ইত্যাদি।

রামবাণ রস—পারদ ১, গন্ধক ১, বিষ ১, লবঙ্গ ১, মরিচ ২, জায়ফল ½ একত্রে কাঁচা তেঁতুলের রসে মর্দ্দন করিয়া মাষ কলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস ও মধু। ইহা আমাজীর্ণ নাশক।

ক্ষুধাসাগর রস—ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, ত্রিক্ষার, প্রত্যেক একভাগ, মিঠাবিষ দুইভাগ; এইগুলি একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা, অনুপান লবঙ্গ চূর্ণ ও মধু, আদার রস ও মধু।

ভদ্রনাথ গুড়িকা—পারদ ১, গন্ধক ১, মিঠাবিষ ১, ত্রিফলা ১, ত্রিকটু ১, জীরা ১, লৌহ ২, অভ্র ২, শঙ্খ ২, কড়িভস্ম ২, লবঙ্গ চূর্ণ ১৪; এইগুলি একত্রে গোঁড়া লেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান পানের রস ও মধু। ইহা আমাজীর্ণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অগ্নিমান্দ্য নাশক।

অগ্নিরস—মরিচ ১, মুথা ১, কুড় ১, বচ ১, বিষ ৪, পারদ ১,

গন্ধক ১, একত্রে আদার রসে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটিকা করিবে। গরমজল অথবা আদার রস অনুপানে সেবন করিলে ইহা সর্ব্বপ্রকার আমাজীর্ণ নাশ করিয়া থাকে।

বিদগ্ধাজীর্ণ চিকিৎসা

ভক্তবিপাক বটী—স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তেউড়ী, দন্তী, মুথা, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিং, কট্‌কী, সৈন্ধব, বনযমানী, জাতীফল ও যবক্ষার; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া আদার রসে, হুড়হুড়ের রসে নিসিন্দা পত্রের রসে এবং তুলসী পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শীতল জল সহ সেবন করিলে এই ঔষধ বিদগ্ধাজীর্ণ নাশক।

অগ্নিকর বটী—জারিত তাম্র ও পিপুল চূর্ণ সমভাগে লইয়া শীতল জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শীতল জল ও হরীতকী চূর্ণ অনুপানে এই বটিকা সেবন করিলে বিদগ্ধাজীর্ণ আরোগ্য হয়।

সর্ব্বরোগান্তকা বটী—পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, বনযমানী, ত্রিফলা, সাচীক্ষার, যবক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধব, জীরা, সচল লবণ, বিড়ঙ্গ, সামুদ্র লবণ, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ শোধিত কুঁচিলা সর্ব্বসমান গ্রহণ করিয়া জামীরের রসে মর্দ্দন করতঃ মরিচ প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—হরীতকী চূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ ও পুরাতন গুড়। ইহা সর্ব্বপ্রকার অগ্নিমান্দ্য নাশক।

বিদগ্ধাজীর্ণে পিত্তপ্রশমক ক্রিয়া হিতকর।

বিষ্টব্ধাজীর্ণ চিকিৎসা

ইহাতে বায়ুনাশক ক্রিয়া হিতকর

মহাশঙ্খ বটী ঃ—শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুলক্ষার, ত্রিকটু, হিং, বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া প্রথমে আপাং ও চিতামূলের ক্বাথে ভাবনা দিবে। তাহার পর জামীর, বীজপূরক, টাবালেবু, অম্লবেতস, আমরুল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জের রসে এইরূপ ভাবে ভাবনা দিবে যেন ঔষধে অম্লরস উৎপন্ন হয়। তাহার পর ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিয়া উষ্ণজল অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষ্টব্ধাজীর্ণ আরোগ্য হয়।

অজীর্ণ কণ্টক রস ঃ—পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, হরীতকী ২ পল, শুঁঠ ৩ পল, পিপুল ৩ পল, মরিচ ৩ পল, সৈন্ধব ৩ পল, সিদ্ধি ৪ পল ; এই সকল দ্রব্য কাগজী লেবুর রসে ৭ বার মর্দ্দন করিয়া ৭ বার শুষ্ক করিয়া লইবে, ইহার মাত্রা ২ রতি অনুপান—পান, উষ্ণজল ও সৈন্ধব চূর্ণ। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষ্টব্ধাজীর্ণ নাশক।

রসশেষাজীর্ণ চিকিৎসা

ক্রব্যাদরস ঃ—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, তাম্র ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, সমুদয় বস্তু চূর্ণ করিয়া অগ্নি-পাকে গলাইবে এবং এরণ্ড পত্রে ঢালিয়া পর্পটীর আকার করিবে। পরে উহা চূর্ণ করিয়া লইবে। পরে কোন লৌহপাত্রে পাকা জামীরের রস একশত পল রাখিয়া তাহাতে সেই চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং মৃদু অগ্নি-জ্বালে পাক করিয়া শুষ্ক করিবে। অনন্তর পঞ্চকোল, ট্যাবালেবু ও থৈকলের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে উহার

সহিত সোহাগা ৮ তোলা, বিটলবণ ৪ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, মিশ্রিত করিয়া চণক কাঞ্জিকে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে ৪ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী তক্র ও সৈন্ধব সহ সেবনীয়। গুরুপাকী মাংস, দুগ্ধ, পিষ্টক, ঘৃত ও ফল অতিমাত্র ভোজন করিয়া এই ঔষধ সেবনে ছয় ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত জীর্ণ হয়। ইহা রসশেষাজীর্ণের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহদগ্নিকুমার রস ঃ—শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, ত্রিফলা, যবক্ষার, ত্রিকটু, কাললবণ, সৈন্ধব, করকচ, বিট ও সচাললবণ প্রত্যেক এক এক ভাগ লইয়া ৭ বার আদার রসে ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ৪ রতি পরিমাণে আদার রস সহ সেব্য। ইহাও রসশেষাজীর্ণের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিসূচিকা চিকিৎসা

বৃহচ্ছঙ্খবটী ঃ—মনসা, আকন্দ, তেঁতুল ছাল, আপাঙ্গ, কদলী, তিলনাল, পলাশ, ইহাদের ক্ষার প্রত্যেক ৮ তোলা ; পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা, স্বর্জিক্ষার, যবক্ষার ও সোহাগার খৈ মিলিত ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একটী পাত্রে রাখিবে এবং ৮ তোলা পরিমিত শঙ্খখণ্ড অগ্নিতে ক্রমান্বয়ে সাতবার পোড়াইয়া চারি সের লেবুর রসে সাতবার নির্ব্বাপিত করিবে। এইরূপ নির্ব্বাপণ দ্বারা দগ্ধ শঙ্খ দ্রবীভূত হইবে। অনন্তর শুঁঠ চূর্ণ ৩ পল, মরিচ-চূর্ণ ২ পল, পিপুল ১ পল, শোধিত হিং অর্দ্ধপল, পিপুলমূল, চিতা, যমানী, জীরা, জায়ফল ও লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মনঃশিলা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা লইবে। পরে সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে এবং অর্দ্ধ সের অম্ল দ্রব্যে তাহা মর্দ্দিত করিয়া

মাষ পরিমিত বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহা বিসূচিকা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বীরভদ্রাভ্র ঃ—সহস্র পুটিত অভ্র ৪ তোলা, ৯০ দিন চিতার রসে ভাবনা দিয়া আদার রসে মাড়িয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহা পান বা আদার রসের সহিত সেব্য। ইহাও বিসূচিকা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ সমূহের মধ্যে অন্যতম।

বিধ্বংসনামা রস ঃ—পারদ ১, গন্ধক ১, সোহাগা ১, এইগুলি একত্রে মর্দ্দন করিয়া ৭ বার জায়ফলের ক্বাথের ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। চিনির সরবৎ অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিলে বিসূচিকা নষ্ট হয়।

অলসক চিকিৎসা

বজ্রধর রস ঃ—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, যবক্ষার, সোহাগা, বরুণ ছাল, বাসক মূল, আপামার্গক্ষার ও সৈন্ধব লবণ, প্রত্যেক সমভাগে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তাহার পর হাতি শুঁড়ার রস ও আমরুলের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিবে। পাত্র শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া ১ রতি মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান আদার রস ও মধু।

দণ্ডালসক চিকিৎসা

রাজশেখর বটী ঃ—পারদ ভস্ম ১, মিঠাবিষ ২, হরীতকী চূর্ণ ১, গন্ধক ১, ত্রিকটু ১; এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৭ বার পানের রসে ও কণক ধুতুরার রসে মর্দ্দন করিয়াও ৭ বার ভাবনা দিয়া চণক

প্রমাণ বটিকা করিবে এবং ঐ বটিকাগুলি ছায়াতে শুষ্ক করিবে। উষ্ণজল অনুপানে এই বটী দণ্ডালসকাদি সর্ব্বপ্রকার উদররোগ নাশক।

বিলম্বিকা চিকিৎসা

বড়বামুখী বটিকা ঃ—তাম্রভস্ম, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ, ঈশ-লাঙ্গলিয়া, ত্রিকটু, বালা, নিমছাল, হরিদ্রা ও মিঠাবিষ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজ, কুঁচিলা, বালা ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস অনুপানে এই বটিকা বিলম্বিকা রোগ নাশক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—চিকিৎসক সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে জঠরাগ্নিকে রক্ষা করিবেন। জঠরাগ্নি রক্ষিত হইলে কখনও রোগীর কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। শত দোষ কুপিত হউক এবং রোগী শত ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হউক না কেন, কায়াগ্নি রক্ষিত হইলেই জীবন রক্ষিত হইবে। চিকিৎসক সমাগ্নিকে রক্ষা করিবেন, বিষমাগ্নিতে বায়ু প্রশমক, তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্ত প্রশমক এবং মন্দাগ্নিতে শ্লেষ্মা বিশোধক কার্য্য করিবেন।

ইতি অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আভ্যন্তর কফোৎপন্ন এবং পুরীষোৎপন্ন ক্রিমি চিকিৎসা

ক্রিমি বিনাশ রস ঃ—পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, ধাইফুল, ত্রিফলা, লোধ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা; এইগুলি সমভাগে

লইয়া আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চণক প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—ত্রিফলা চূর্ণ বা ভিজান জল ও মধু। ইহা সর্ব্বপ্রকার আভ্যন্তর ক্রিমিনাশক।

কীটমর্দ্দ রস :—পারদ এক ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, যমানী ৪ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৮ ভাগ, কুচিলা ১৬ ভাগ, বামনহাটির বীজ ৩২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ মধুসহ সেবনে ক্রিমিরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অনুপান—মুথার রস। ইহা অতীব ক্রিমিঘ্ন।

ক্রিমিমুদ্গর রস :—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, যমানী ৩ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, কুচিলা ৫ ভাগ, পলাশ বীজ ৬ ভাগ, এই সকলের চূর্ণ একত্রিত করিয়া ৬ রতি পরিমাণে সেব্য। ইহা মধুসহ লেহন করিয়া মুথার রস অনুপান করিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং ক্রিমিরোগ ও ক্রিমি-সঞ্জাত অন্যান্য রোগ নাশক।

ক্রিমি-ধূলি-জলপ্লব রস—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, শঙ্খভস্ম, প্রত্যেকে এক ভাগ, হরীতকী চূর্ণ ৪ ভাগ, এই সকল ঔষধ একত্র পাক করিয়া পটোলের রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া কার্পাস বীজ সদৃশ বটিকা করিবে। প্রাতে ইহার তিনটী বটী সেবন করিয়া পরে শীতল জল পান করিবে। ইহা পিত্তজ ক্রিমিরোগে ব্যবস্থেয়।

ক্রিমি-কাষ্টানল রস—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, হরিতাল, কড়িভস্ম, মনঃশিলা, কৃষ্ণবর্ণ কাচ, সোমরাজী বীজ, বিড়ঙ্গ, দন্তীবীজ, জয়পাল বীজ, মনঃশিলা, সোহাগা, চিতার মূল, প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া সাজের ক্ষার দ্বারা মর্দ্দন করতঃ কলায় প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা শ্লেষ্মজ, পিত্তশ্লেষ্মজ, বাতশ্লেষ্মজ ক্রিমি-বিনাশক।

বিড়ঙ্গ লৌহ—পারদ, গন্ধক, মরিচ, জাতিফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুন্ঠী, সোহাগা প্রত্যেক ১ ভাগ, সমুদয় বস্তুর তুল্য বিড়ঙ্গ,

মিলিত এই সমুদয় দ্রব্যের সমান লৌহ। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—বিড়ঙ্গ চূর্ণ, অথবা চুণের জল ও আনারস পাতার রস।

রক্তজাত ক্রিমি সকলের কুষ্ঠরোগাধিকারে কথিত কুষ্ঠচিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

(১) হরিতাল ভস্ম ½ রতি মাত্রায় গব্যঘৃত-সহ প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার রক্তজ ক্রিমি রোগ আরোগ্য হয়।

(২) তাম্রভস্ম আদার রস ও মধু কিম্বা গব্যঘৃত ও মধু অনুপানে সেবন করিলে সকল প্রকার রক্তজ ক্রিমি আরোগ্য হইয়া থাকে।

(৩) পারদভস্ম গব্যঘৃত অনুপানে সেবন করিলে সকল প্রকার রক্তজ ক্রিমি আরোগ্য হইয়া থাকে।

(৪) মাণিক্য রস ঘৃত ও মধু অনুপানে সেবন করিলেও রক্তজ ক্রিমি আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইতি—ক্রিমিরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা

বাতজ পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা

পাণ্ডুহারি চূর্ণ—মুথা, বচ, দেবদারু, [illegible], কটকী, ইন্দ্রযব, তেউড়ীমূল, কৃষ্ণজীরা, চৈ, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দন্তীমূল, ত্রিকটু ও চিতামূল প্রত্যেক ২ তোলা এবং তাম্র, লৌহ ও অভ্র

প্রত্যেক ১ পল, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর, মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্র। সর্ব্বাগ্রে মণ্ডুর গোমূত্রে পাক করিতে হইবে এবং পাক শেষ হইলে উপরোক্ত দ্রব্যগুলি প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা দুই আনা অনুপান—উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে বাতজ পাণ্ডু, হলীমক ও শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

হংস মণ্ডুর—এক ভাগ সূক্ষ্ম মণ্ডুর আট গুণ গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া তাহার সহিত ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুথা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, পিপুলমূল দেবদারু প্রত্যেক এক এক ভাগ মিশ্রিত করিবে। তাহার পর মণ্ডুরের সমান গব্যঘৃত উক্ত ঔষধগুলির সহিত মিশ্রিত করিয়া ॥ তোলা মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান—তক্র। ইহা বাতজ পাণ্ডুনাশক।

নবায়স লৌহ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ ও চিতামূল, প্রত্যেক সমানভাগ, লৌহ নয় ভাগ, একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ৯ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু কুলেখাড়া পাতার রস, নিমপাতার রস, তক্র বা গোমূত্রের সহিত পান করিলে ইহা সকল প্রকার পাণ্ডুরোগ বিনাশ করিয়া থাকে।

পিত্তজ পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা

নিশালৌহ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, কটকী প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে, লইয়া সমষ্টির সমান লৌহভস্ম উহাদের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৮ রতি মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। ঘৃত ও মধু অনুপানে এই ঔষধ পিত্তজ পাণ্ডু নাশ করিয়া থাকে।

দার্ব্ব্যাদিলৌহ—দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক সমভাগ এবং সমষ্টির সমান লৌহ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ রতি প্রমাণ

বটী করিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু। ইহা পিত্তজ পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

পিত্ত পাণ্ডুরি গুটিকা—পারদ ৪, গন্ধক ৪, লৌহ ৮ ভাগ, চিতা ১, মুথা ১, বিড়ঙ্গ ১, শুঁঠ ১, পিপুল ১, মরিচ ১, আমলকী ১, হরীতকী১, বহেড়া ১, কুড়চি ১; এই দ্রব্যগুলি একত্রে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমাণে বটি করিবে। প্রত্যহ প্রাতে পল্‌তার রস, নিমপাতার রস ও মধুসহ একটী বটী সেবন করিলে পিত্তজ পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়।

শ্লেষ্মজ পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা

লঘ্বানন্দ রস—পারদ ১, গন্ধক ১, লৌহ ১, অভ্র ১, বিষ ১, মরিচ ৮, সোহাগার খৈ ৪, এই সমস্ত দ্রব্য ভীমরাজের রসে সাতবার ও অম্ল ডালিমের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। সন্ধ্যাকালে পানের রস ও মধুসহ এই বটিকা পান করিলে শ্লেষ্মজ পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

কামেশ্বর রস—পারদ ১, গন্ধক ১, হরীতকী ১, চিতামূল ১, মুথা ১২, এলাইচ ১২, তেজপত্র ১২, ত্রিকটু ১, পিপুলমূল ১, বিষ ১, নাগকেশর ১, এরণ্ডমূল ১ এবং সর্ব্ব দ্রব্যের সমান পুরাতন গুড়ের সহিত এই দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া ধুতূরার রসে ভাবনা দিবে। তাহার পর কুল-আঁঠির মত বটিকা করিয়া মধুর সহিত রাত্রিতে প্রয়োগ করিবে। ইহার দ্বারা শ্লেষ্মজ পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা

প্রাণবল্লভ রস—পারদ ১, গন্ধক ১, এবং কুঙ্কুম, লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিং, ত্রিফলা, সিজের মূল, জয়পাল, দন্তীমূল, তিউড়ী প্রত্যেক ॥॰ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি

মাত্রায় বটী করিবে। অনুপান—মধু বা শীতল জল। ইহার দ্বারা অতি প্রবল প্রতাপান্বিত দুর্নিবার পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়।

ত্রৈলোক্য সুন্দর রস—পারদ ১ ভাগ, অভ্র ৬ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ, এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, গন্ধক, তালমূলী, মোচরস ও গুলঞ্চসার প্রত্যেক ৫ ভাগ, এই দ্রব্য সকল একত্র করিয়া ১০ দিনে ২০ বার ভাবনা দিবে। পরে সজিনা ও চিতামূলের রসে পৃথক পৃথক করিয়া ৮ বার ভাবনা দিয়া ১ মাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—চিনি ও মধু। ইহা সেবনে পাণ্ডু, শোথ, ক্ষয় ও উপদ্রবসহ জ্বরাতিসার অচিরে বিনষ্ট হয়।

পাণ্ডুজনিত শোথের চিকিৎসা

পাণ্ডুঘন পঙ্ক শোষণ রস—পারদভস্ম, তাম্রভস্ম, গন্ধক ও মিঠা বিষ এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে চিতামূলের রসে মর্দ্দন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ২ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান—কুলেখাড়া পাতার রস, পুনর্নবার রস ও মধু। ইহা পাণ্ডুজনিত শোথনাশক।

পুনর্নবা মণ্ডুর—শোধিত মণ্ডুর ৫ পল, পাকার্থ গোমূত্র ৫ সের। আসন্নপাকে পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, আমলকী, কুড়, চিতামূল, হরিদ্রা, বহেড়া, হরীতকী, চৈ, দন্তীমূল, দারুহরিদ্রা, মুতা, পিপুলমূল, ইন্দ্রযব ও কটকী, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা—৪ মাষা। ইহা সেবনে পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ শান্ত হয়।

পঞ্চানন বটী—অভ্র, গুগগুল, গন্ধক, তাম্র ও পারদ প্রত্যেক সমভাগ সর্ব্বসমান জয়পাল বীজ চূর্ণ একত্রে ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি

প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে পাণ্ডু ও শোথ রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—ঘলঘসিয়ার রস।

কামলা চিকিৎসা

ত্রিযোনি—এক ভাগ কজ্জলী লেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৪ ভাগ সূক্ষ্ম তাম্রপত্রে তাহা লেপন করিবে এবং সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিবে। তৎপরে দুইখানি শরার মধ্যে সেই তাম্রপত্র নিহিত করিয়া তাহার নীচে ও উপরে গন্ধক এবং চারিপার্শ্বে হিঞ্চাশাক দিয়া শরার উপরে মৃত্তিকার লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে ছয় ঘণ্টা গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা এক রতি মাত্রায় গুড় ও হরীতকী চূর্ণসহ মিশ্রিত করিয়া সেবনে কামলা, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

লৌহ-ভস্ম—সর্ব্ব প্রকার রক্ত হীনতা, পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, কুম্ভকামলা প্রভৃতি রোগে লৌহ-ভস্ম অতীব হিতকর। ২ রতি পরিমাণ বারিতর লৌহ-ভস্ম ঘৃত ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃসাধ্য কামলা রোগ আরোগ্য হয়। অনুপান পুনর্নবাষ্টক পাচন।

হলীমক চিকিৎসা

চন্দ্রসূর্য্যাত্মক রস—পারদ ১, গন্ধক ১, লৌহ ১, অভ্র ১, সোহাগা ½, কড়িভস্ম ½, গোক্ষুর বীজ ১; এইরূপে উক্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিয়া বাষ্পযন্ত্রে ভাপিত করিবে। তাহার পর —লতা, ক্ষেতপাপড়া, বামনহাটী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুলফা, গুলঞ্চ, বাসক, দন্তী, কাকমাচী, রাখালশশা, পুনর্নবা, কেশুরিয়া, শালিঞ্চ ও ঘলঘসিয়া ইহাদের

প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান গুলঞ্চ, বাসক ও ত্রিফলার ক্বাথ ও মধু। ইহা হলীমক-নাশক।

কুম্ভকামলা চিকিৎসা

(১) **ধাত্রীলৌহ**—আমলকী, লৌহভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা একত্রে সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ৮ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধু অনুপানে সেবন করিবে। ইহা দুঃসাধ্য কামলা-নাশক।

(২) হরিতাল-ভস্ম ১/৪ রতি পরিমাণে গব্যঘৃত ও মধু অনুপানে সেবন করিলে, দুঃসাধ্য কুম্ভকামলা রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

(৩) বিজয়-পর্পটী ব্যবহারেও বেশ উপকার পাওয়া যায়।

পাণ্ডু, কামলা, ও হলীমক রোগে নিম্নলিখিত অনুপানগুলি প্রশস্ত

(১) হরীতকী চূর্ণ, গোমূত্র, গুলঞ্চের রস, আমলকী চূর্ণ, ত্রিফলার ক্বাথ, পুনর্নবার রস, দারু-হরিদ্রাঘষা, হরিদ্রা চূর্ণ, বিড়ঙ্গ চূর্ণ, মুথার রস, চিনি, ঘৃত, মধু, গোলমরিচ চূর্ণ, কুলেখাড়ার রস, বাসকপাতার রস, নিমপাতার রস, তেউড়ী চূর্ণ, ত্রিকটু চূর্ণ, যষ্টিমধু, চিরতা ও খদিরের ক্বাথ।

ইতি পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

উদাবর্ত্ত ও আনাহ চিকিৎসা

উদাবর্ত্ত চিকিৎসা

বৃহৎ ইচ্ছাভেদী রস:—শোধিত পারদ, সোহাগা, মরিচ, গন্ধক, সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগ; গন্ধকের দ্বিগুণ তেউড়ী ও আতইচ এবং ৯ গুণ জয়পাল চূর্ণ একত্র করিয়া খলে আকন্দপাতার রসে ২ দণ্ড কাল মর্দ্দন করিবে। পরে ঘুঁটের অগ্নিতে মৃদু পাক করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া শীতল জলসহ সেবন করিবে। উষ্ণজল সেবন না করা পর্য্যন্ত দাস্ত হইবে না। পথ্য দধি ও অন্ন। ইহা সর্ব্বপ্রকার উদাবর্ত্ত এবং আম গুল্মাদি বিবিধ পীড়ার শান্তিকর।

আনাহ চিকিৎসা

বৈদ্যনাথ বটিকা:—হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রসসিন্দুর, এই সকল এক এক ভাগ; জয়পাল ২ ভাগ; ইহাদিগকে থানকুনী ও আমরুলের রসে মর্দ্দিত করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার উদাবর্ত্ত, গুল্ম এবং কুষ্ঠাদি বিবিধ রোগ-নাশক। অনুপান চিনির জল।

নারাচ রস—পারদ, গন্ধক, মরিচ প্রত্যেক এক একভাগ, সোহাগা, পিপুল, শুঁঠ প্রত্যেক ২ ভাগ; সর্ব্বসমান নিস্তুষ লঘু দন্তী-বীজ। এই সমুদায় সীজের আঠায় তিন দিবস মর্দ্দন করিয়া নারিকেলের মধ্যভাগে স্থাপনপূর্ব্বক প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে।

ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ দ্বারা নাভিদেশে প্রলেপ দিলেও বিরেচন হয়। ইহা প্রবল আনাহ নাশক।

বারিশোষণ রস—গন্ধক ২৪ ভাগ, বঙ্গভস্ম ১২ ভাগ, পারদ ৬ ভাগ, কৃষ্ণাভ্র ১৪ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ, তাম্র ৯ ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ৭ ভাগ, হীরক ১৩ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১৬ ভাগ, হীরাকস ১৮ ভাগ, তুঁতিয়া ৬ ভাগ, হরিতাল ৪ ভাগ, মনঃশিলা ৩ ভাগ, শিলাজতু ৫ ভাগ, মুক্তা ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিয়া জামীরের রস দ্বারা সাত বার ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। পরে গুড়িকা সমূহ দুইভাগ করিয়া দুই খানি মৃত্তিকা নির্ম্মিত খুলীর মধ্যে রাখিয়া অপর দুইখানি খুলীর দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ বস্ত্র-খণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা মূষাদ্বয়ের মুখ বন্ধ করিয়া রৌদ্রোত্তাপে শুষ্ক করিবে। পরে একটী হাঁড়ীর নীচে বালুকা প্রদান করিয়া তন্মধ্যে মূষাদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় তদুপরিভাগ বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া একখানি সরার দ্বারা হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পরে একটী উনানের উপর হাঁড়ী রাখিয়া অহোরাত্র অগ্নিতে পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া বকুল-বীজের ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ, বৃদ্ধদারক-বীজের ক্বাথ, অপরাজিতামুলের রস, এবং মৎস্যপিত্ত দ্বারা পৃথক পৃথকরূপে সাত সাতটী ভাবনা দিবে এবং ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ত্রিফলা ও ত্রিকটুর ক্বাথ। ইহা উদাবর্ত্ত, প্লীহাদি বিবিধ রোগনাশক।

ইতি উদাবর্ত্ত চিকিৎসা সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

শূলরোগ চিকিৎসা।

বাতজশূল চিকিৎসা।

পঞ্চাত্মক রস—রস সিন্দুর, অভ্র, অম্লবেতস, তামা, গন্ধক, বিষ, ত্রিফলা এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া সমানভাগে লইবে। পরে জয়ন্তী, মুণ্ডিরী, বাসক, বৃহতী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, জামের ছাল, নীলোৎপল ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা একটী করিয়া ভাবনা দিয়া তাহার সহিত মিলিত সমুদয় দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ পঞ্চ লবণ মিশ্রিত করিয়া আদার রসসহ এক দিবস পেষণ করিয়া বুট প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং রাত্রিতে ইহার তিনটী বটী সেবন করিয়া মাষ কলায়, ইক্ষু, পিষ্টক, গুরুপাকী অন্ন এবং গো-দুগ্ধ সেবন করিবে। ইহা বাতজ-শূলনাশক।

শূলরাজ লৌহ—কান্ত লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১, চিনি, মধু, ঘৃত প্রত্যেক ৮ তোলা একত্র করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বিড়ঙ্গ, চই এবং চিতামূল চূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ৪ রতি মাত্রায় প্রাতে শীতল জলসহ সেব্য। ইহা সেবনে বিবিধ শূল অম্লপিত্ত, অর্শ, গ্রহণী, প্রমেহ এবং বিসূচিকা রোগ নাশ হয়।

পিত্তজ-শূল চিকিৎসা।

সপ্তামৃত লৌহ—যষ্টিমধু, ত্রিফলা প্রত্যেক এক একভাগ, লৌহ চূর্ণ ৪ ভাগ, এই সমুদয় উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত

মর্দ্দন করিয়া এক আনা মাত্রায় গব্য দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শূল ও অম্লপিত্তাদি রোগ নষ্ট হয়।

ত্রিফলা লৌহ—তীক্ষ্ণ লৌহ চূর্ণ ও ত্রিফলা চূর্ণ সমভাগে লইয়া দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে, পিত্তজশূল রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ত্রিনেত্র রস—পারদ ১ ভাগ, তাম্র ৩ ভাগ, গন্ধক ৯ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া অম্লরসে মর্দ্দন করিয়া পুটপাকে ভস্ম করিবে। মাত্রা ১ রতি। অনুপান—আদার রস, সৈন্ধব লবণ, এরণ্ড তৈল, মধু, হিং ও জীরাচূর্ণ। ইহা সেবনে সকল প্রকার শূল রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ ত্রিনেত্র রস—হরিণের শিং চূর্ণ, জারিত স্বর্ণ, পারদ এবং তাম্র সমভাগে লইয়া চারি প্রহর কাল আদার রসে মর্দ্দন করতঃ মূষাবদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। মাত্রা—এক মাষা। অনুপান ঘৃত ও মধু। ইহা পিত্তজ-শূলনাশক।

শ্লেষ্মজ-শূল চিকিৎসা।

অগ্নিমুখ—পারদ, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, কৃষ্ণাভ্র, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, সৈন্ধব, মিঠাবিষ, হিং, চিতামূল, মহাদা, কাঞ্চনছাল, রক্ত নটে শাক, নিসিন্দা, মহারাষ্ট্রী, বাসক ও কুঁচিলা এই সকল দ্রব্য সিদ্ধি ও জয়ন্তীর রসসহ মর্দ্দন করিয়া কুক্কুটপুটে পাক করিবে। অনুপান—ঘৃত ও শুঁঠ চূর্ণ অথবা হিং, সৌবর্চ্চল লবণ ও উষ্ণ জল। মাত্রা—৬ রতি। ইহা শ্লেষ্মজ-নাশক।

শঙ্খাদি চূর্ণ—শঙ্খভস্ম, সৈন্ধব, সচল, বিট্, শাম্ভার, উদ্ভিদ লবণ, সোহাগার খৈ, জায়ফল, শুলফা, যমানী, ত্রিকটু, হিং; এই সকল

দ্রব্য প্রত্যেক ৮ তোলা গ্রহণ করিয়া একত্রে চূর্ণ করিবে। মাত্রা—৬ রতি। অনুপান—আদার রস ও মধু। ইহা সেবনে অচিরে শ্লেষ্মজ-শূল বিনষ্ট হয়।

ত্রিদোষজ শূল চিকিৎসা।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস—শোধিত অভ্র, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ এই সমস্ত একত্র তালমূলীর রসসহ মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডীকৃত করিবে। ঐ পিণ্ড একটী কূপিকার মধ্যে নিহিত করিবে এবং খড়ি দ্বারা তাহার মুখ রুদ্ধ করিয়া কূপিকার গাত্র মৃত্তিকা ও কাপড় দিয়া প্রলিপ্ত করিবে ও রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে সেই কূপিকা মাটীর নীচে প্রোথিত করিয়া পুট দিবে। পাকান্তে কূপিকার মুখসংলগ্ন খড়ি সহ কূপিকাটী চূর্ণ করিবে এবং তাহার সহিত যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিং, গুগ্‌গুল, ইন্দ্রযব, কুঁচ, চিতামূল, যমানী, বনযমানী, সমুদয় সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৬ রতি, প্রাতে সেবনীয়। পরে উষ্ণজল অনুপান করিবে। প্রত্যহ ১ বার মাত্র সেব্য। ইহা ত্রিদোষজ শূল নাশক।

ধাত্রীলৌহ—আমলকী চূর্ণ ৮ পল, লৌহ চূর্ণ ৪ পল, যষ্টিমধু চূর্ণ ২ পল সমুদয় একত্র করিয়া আমলকীর ক্বাথে ভাবনা দিবে। ভাবনার্থ আমলকী ১৪ পল, জল ১১২ পল ও শেষ ২৮ পল। মাত্রা ৬ রতি। ঘৃত ও মধু অনুপানে আহারের আদি, মধ্য ও অন্তে প্রতি বারে ২ রতি করিয়া সেব্য। ইহা সেবনে ত্রিদোষজ শূল বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পরিণাম শূল চিকিৎসা।

বাতিক পরিণাম শূলের চিকিৎসা

ত্রিগুণাখ্য রস—সোহাগা, হরিণের শৃঙ্গ, স্বর্ণ, গন্ধক, রসসিন্দূর সমুদয় সমভাগে গ্রহণ করিয়া আদার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক পুটপাকে দগ্ধ করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—ঘৃত ও মধু। পরে সৈন্ধব, জীরা ও হিং চূর্ণ সমপরিমাণ গ্রহণ করিয়া ঘৃত ও মধুসহ লেহন করিবে। ইহা সেবনে অচিরে বাতিক পরিণাম শূল নিবারিত হয়।

শূলগজকেশরী—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্রে কজ্জলী করিবে। পরে গোঁড়া লেবুর রসে মাড়িয়া তদ্দ্বারা ৬ তোলা পরিমিত তাম্র পুটের অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত করিবে। পরে একটী মৃত্তিকা ভাণ্ডের মধ্যে ৮ তোলা লবণ রাখিয়া তদুপরি ঐ তাম্র-সংপুট স্থাপন করিবে ও তাহার উপরিভাগে ৮ তোলা লবণ প্রদান করিয়া মুখ রুদ্ধ করিবে এবং গজপুটে পাক করিবে। অনন্তর তাম্রপুট উদ্ধৃত ও চূর্ণিত করিয়া একটী পাত্রে স্থাপন করিবে। ২ রতি পরিমাণে এই ঔষধ পানের রসের সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিয়া হিং, শুঁঠ, জীরা, বচ, মরিচ ইহাদের সমপরিমিত চূর্ণ, মোট এক তোলা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা বাতিক পরিণাম শূলের ব্রহ্মাস্ত্র।

পৈত্তিক পরিণাম শূল চিকিৎসা।

ত্রিপুর ভৈরব—পারদ ৪ ও গন্ধক ৮ ভাগ লইয়া কজ্জলী করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দিত করিবে এবং তদ্দ্বারা ১২ ভাগ তামার পাত প্রলিপ্ত করিবে। মাত্রা—দুই রতি। অনুপান—ঘৃত ও মধু। ইহা সেবনে পৈত্তিক পরিণাম শূল প্রশমিত হয়।

বৃহৎ বিদ্যাধরাভ্র—পারদ, গন্ধক, বিড়ঙ্গ, মুথা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তী, চিতা, আখুপর্ণী, পিপুল মূল প্রত্যেক দুই তোলা গ্রহণ করিবে। কৃষ্ণাভ্র চূর্ণ ৮ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা, ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া কুল প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—গো-দুগ্ধ অথবা নারিকেল জল। প্রাতে সেব্য। ইহা দ্বারা অসাধ্য বাতজ ও পিত্তজ পরিণাম শূল বিনষ্ট হয়।

শ্লৈষ্মিক পরিণাম শূল চিকিৎসা

শূলান্তক রস—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, মুথা, তেউড়ী প্রত্যেক ১ তোলা; কজ্জলী ১ তোলা, লৌহ, অভ্র ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা; এই সমুদায় চূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—কাঁজী। ইহা শ্লৈষ্মিক পরিণাম শূল নিবারক।

ত্রিদোষজ পরিণাম শূল চিকিৎসা

শূলকেশরী—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্র ১ প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া তৎসহ তিনভাগ তাম্রভস্ম মিশাইয়া পুটরুদ্ধ করিবে। একটী ভাণ্ড মধ্যে উর্দ্ধে ও অধোভাগে লবণ দিয়া তন্মধ্যে ঔষধ পূর্ণ মুষা স্থাপন পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় পানের রস সহ সেবন করিয়া হিং, শুঁঠ, বচ ও মরিচচূর্ণ ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণজল সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অসাধ্য ত্রিদোষজ শূলও বিনষ্ট হয়।

উদয় ভাস্কর রস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া লেবুর রস দিয়া ১২ ঘণ্টা কাল খলে মর্দ্দন করিয়া কল্ক প্রস্তুত করিবে। ২ তোলা সূক্ষ্ম তাম্রপত্র সেই কজ্জলীকল্ক

লেবুর রস দ্বারা আপ্লুত করিয়া খলে স্থাপন পূর্ব্বক তীব্র রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। পরে পিণ্ডাকৃতি করিয়া মূষারুদ্ধ করিবে এবং কুক্কুট পুটে তিনবার পুট দিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—পানের রস। ইহা ত্রিদোষজ পরিণাম শূল বিনষ্ট করে।

অন্নদ্রব শূল চিকিৎসা

শূল-গজেন্দ্র কেশরী—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, হরিতাল ২৪ তোলা একত্রে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে ৮ তোলা তাম্রপত্রের পুট প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ঐ কজ্জলী নিহিত করিবে এবং একটী পাত্রে সেই তাম্রপুট স্থাপন করিয়া তাহার উর্দ্ধে ও অধোদেশে সৈন্ধব লবণ চূর্ণ দিয়া সেই পাত্র পূর্ণ করিবে। পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া মৃত্তিকা লেপ দিতে হইবে। শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক করিবে। পাক শেষে পুটসহ ঔষধ চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং সৈন্ধব লবণের মধ্যে ঔষধ রাখিয়া দিবে। তিন রতি মাত্রায় ইহা হরিতকী চূর্ণ ও আদার রস সহ সেবনে অন্নদ্রব শূল আরোগ্য হইয়া থাকে।

শূলবজ্র—অভ্র, তাম্র, লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা একত্রে মর্দ্দন করিয়া ১২ পল দুগ্ধ ও ১২ পল ঘৃতের সহিত পাক করিবে। আসন্ন পাকে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, ত্রিকটু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা নিক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিবে এবং পরিষ্কৃত ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হইবে। আরোগ্য দর্শন হইলে ঔষধের মাত্রা কমাইয়া ঔষধ শেষ করিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু অথবা বারুণী মদ্য। ইহা সেবনান্তে দুগ্ধ ও নারিকেল জল অনুপান করিবে। ইহা অন্নদ্রব প্রভৃতি শূল আশু বিনষ্ট করে।

আমশূল চিকিৎসা

তাম্রাষ্টক—হিং, ত্রিকটু, যষ্টিমধু, সচল লবণ, তেঁতুলের ক্ষার ও তাম্রভস্ম এই আটটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজল সহ পান করিবে। ইহা সেবনে আমশূল অতিশীঘ্র বিনষ্ট হয়।

বড়বানল রস—হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, মনঃশিলা, কান্ত-লৌহ, গন্ধক, তাম্র, পারদ, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান যমানী; যমানী চূর্ণ সহ সর্ব্বচূর্ণ সম ত্রিকটু—এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিয়া হিঙ্গু মিশ্রিত জল দ্বারা ৭ দিন ৭ বার এবং জয়ন্তী, কাকমাচী, নিসিন্দা ও আদার রসে এক এক দিন ভাবনা দিবে ও মরিচের ন্যায় বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা উষ্ণজল সহ সেবনে অসাধ্য উপসর্গ বিশিষ্ট আমশূল অচিরে দূরীভূত হয়।

পার্শ্বশূল চিকিৎসা

শূলহরণ যোগ—হরীতকী, ত্রিকটু, কুঁচিলা, হিঙ্গু, সৈন্ধব, এবং গন্ধক সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ছোট কুল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ অথবা উষ্ণ জল। ইহা সর্ব্ব-প্রকার শূলনাশক।

শূল-নাশিনী—শোধিত বিষমুষ্টি ১০ তোলা, ও গোলমরিচ ১ তোলা একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। গরম জল সহ সেবন করিলে ইহা পার্শ্বশূল নাশ করে।

কুক্ষিশূল চিকিৎসা

ক্ষারতাম্র—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা পারদের সমান তাম্রপত্র প্রলিপ্ত করিবে। তাহার পর সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগার সহিত বস্ত্র খণ্ডে বান্ধিয়া তাহার উপর মৃত্তিকার লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে পুটপাক করিয়া তাম্রপত্রগুলি চূর্ণ করিবে। পরে ধুতুরার রস, চিতামূলের ক্বাথ, আদার রস ও ত্রিকটুর ক্বাথ সহ তিন দিন মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সহিত সর্ব্বদ্রব্যের ষোড়শাংশ পরিমিত মিঠাবিষ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান গরম জল। ইহা কুক্ষিশূল অচিরে বিনাশ করে।

হৃচ্ছূল চিকিৎসা

মণিকাঞ্চন যোগ—রসসিন্দূর ১ তোলা, অর্জ্জুন ছাল ২ তোলা ও হরিণের শিং ভস্ম ৩ তোলা একত্রে শীতল জলে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটী করিয়া ঘৃত ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার হৃচ্ছূল নিবারিত হয়।

বস্তিশূল চিকিৎসা

ক্ষারবটী—মিঠাবিষ ১ ভাগ, অভ্রভস্ম ২ ভাগ, শঙ্খভস্ম ৪ ভাগ, তেঁতুলক্ষার ৮ ভাগ, তাম্রভস্ম ১৬ ভাগ ও ত্রিকটু সর্ব্বসমষ্টির সমান। এই সকল দ্রব্যে তুলসী, ভৃঙ্গরাজ, মাতুলুঙ্গ ও আদার রসের ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা ১ রতি। অনুপান উষ্ণজল। ইহা বস্তিশূল বিনষ্ট করে।

মূত্রশূল চিকিৎসা

শূলগজেন্দ্র—রসসিন্দূর ১, হিং ১, ব্রহ্মক্ষার ২, কুঁচিলা ৩ একত্রে বরুণছাল ও গোক্ষুরের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। গরম জল অনুপানে এই বটিকা সেবন করিলে সকল প্রকার শূল নিবারিত হয়।

শূল চিকিৎসায় অনুপান

বাতজ শূলের অনুপান—শুঁঠ ও এরণ্ড মূলের ক্বাথ, হিং, সৈন্ধব লবণ, কাঁজি, বিল্বমূল, যব ও টাবা লেবুর মূলের ক্বাথ, যমানী চূর্ণ, আতইচ চূর্ণ, যবক্ষার, বারুণীমদ্য, সচললবণ, কৃষ্ণজীরা ও পাকা তেঁতুল।

পিত্তজ শূলের অনুপান—পুরাতন গুড়, ঘৃত, পল্‌তা ও নিমছালের ক্বাথ, আমলকী চূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, বলাডুমুর ও দ্রাক্ষার ক্বাথ, তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ, শতমূলের রস, যষ্টিমধু চূর্ণ, ত্রিফলা ও সোন্দালের ক্বাথ, কটকী চূর্ণ ও হরিণের শিং ভস্ম।

কফজ শূলের অনুপান—পঞ্চকোলের ক্বাথ, হরীতকী চূর্ণ, বচ চূর্ণ, যবক্ষার ও দশমূলের ক্বাথ, শুঁঠ চূর্ণ ও হিং, শঙ্খভস্ম ও গোমূত্র।

আমশূলের অনুপান—যমানী চূর্ণ, মুথা চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ, শুঁঠচূর্ণ।

পরিণাম শূলের অনুপানঃ—ঘৃত, মধু, শতমূলের রস, হরীতকী, যষ্টিমধু, পিপুল ও গুলঞ্চের ক্বাথ, মুথার রস, হিং, সৈন্ধব,

জীরা চূর্ণ, গোড়ালেবুর রস, শুঁঠ ও এরণ্ড মূলের কাথ, হরিণের শিং ভস্ম প্রভৃতি যুক্তপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

ইতি শূল চিকিৎসা সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়

গুল্ম চিকিৎসা

বাতজ-গুল্ম চিকিৎসা

গুল্ম কালানল রস :—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, সোহাগা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, যবক্ষার ১০ তোলা, মুথা, ত্রিকটু, গজপিপ্পলী, হরীতকী, বচ, কুড়, প্রত্যেক ১ তোলা, এই সকল বস্তু একত্র মর্দ্দন করিয়া ক্ষেতপাপড়া, মুথা, শুণ্ঠী, আপাং, এবং আকনাদি ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা সাত সাতটী ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। হরীতকী চূর্ণ অথবা কাথের সহিত ৪ রতি পরিমাণ এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম বিশেষ ভাবে বাতজ-গুল্ম নষ্ট হয়।

মহানারাচ রস :—পারদ, সোহাগা, মরিচ ইহারা প্রত্যেকে ১ ভাগ, গন্ধক, পিপুল, শুণ্ঠী, প্রত্যেকে ২ ভাগ, দন্তীবীজ ৯ ভাগ; এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান উষ্ণ জল। ইহা বাতজ গুল্মনাশক।

পিত্তজ-গুল্ম চিকিৎসা

দীপ্তামর রস :—পারদ, গন্ধক, তাম্র প্রত্যেক সমভাগে লইয়া শাক বৃক্ষের পঞ্চাঙ্গের রস সহ তিন দিন ও গন্ধনাকুলীর রস সহ এক দিন মর্দ্দন করিয়া মূষারুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাঁচবার পাক করিবে। তাহার পর তাহার সহিত সমপরিমাণে জয়পাল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ২ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান দ্রাক্ষা ও হরীতকীর কাথ। ইহা সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ-গুল্মনাশক।

গুল্মনাশিনী গুড়িকা :—গন্ধক ২, শুঁঠ ২, মরিচ ২, চিতা ২, পারদ ১, সোহাগার খৈ, ১, এবং জয়পাল ১ ভাগ, এই গুলি একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে পিত্তজ-গুল্ম নিবারিত হয়। অনুপান চিনির জল।

শ্লেষ্মজ-গুল্ম চিকিৎসা

বিদ্যাধর রস :—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, মনঃশিলা, প্রত্যেক সম ভাগ। পিপুলের কাথ ও মনসাসিজের আঠায় এক দিন মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান গোমূত্র অথবা গোদুগ্ধ।

প্রাণবল্লভ রস :—লৌহ, তাম্র, কপর্দ্দক, তুঁতে, হিঙ্গু, ত্রিফলা, সিজমূলের ক্ষার, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগা, তেউড়ী মূল, প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান জল কিংবা মধু। ইহা দ্বারা শ্লৈষ্মিক গুল্ম শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

ত্রিদোষজ গুল্ম চিকিৎসা

গুল্মনাশক চূর্ণ:—পারদ ১, গন্ধক ১, সৈন্ধব ২, সোহাগা ৩, তুঁতে ৪, কপর্দ্দক ৫, শঙ্খ ৬; এই দ্রব্যগুলি চিতামূলের কাথ, করঞ্জের রস ও আদার রসের সহিত এক একবার মর্দ্দন করিয়া তিন বার পুটপাক করিবে মাত্রা ২ রতি। অনুপান মরিচ চূর্ণ ও মধু। ইহা সর্ব্ববিধ গুল্মনাশক।

গুল্মরোগ চিকিৎসার অনুপান

(১) বাতজ গুল্মে নিম্নলিখিত অনুপানগুলি যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। টাবালেবুর রস, হিং, দাড়িমের রস, সৈন্ধব লবণ, কাঁজি, পুরাতন মদ্য, রসুনের রস, দশমূলের কাথ, কুলথ কলায়ের কাথ ও এরণ্ড তৈল।

(২) পিত্তজ গুল্মে নিম্নলিখিত অনুপানগুলি প্রয়োগ করিবে:— ঘৃত, মধু, আমলকী চূর্ণ, ত্রিফলার জল, ধনে পল্তার কাথ, তেউড়ী চূর্ণ, কটুকী চূর্ণ দন্তী চূর্ণ, নিমছালের কাথ, কমলাগুড়ি, দ্রাক্ষা ও হরীতকীর কাথ, যষ্টিমধুর কাথ, ও দুগ্ধ।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি কফজ গুল্ম নাশক:—(৩) শুঁঠ ও এরণ্ড মূলের কাথ, যমানী চূর্ণ, গোমূত্র, হরীতকী চূর্ণ ত্রিকটু চিতামূল চূর্ণ যবক্ষার।

রক্তগুল্মের অনুপান:—(৪) আমলকীর রস, গোলমরিচ চূর্ণ, উষ্ট্রী দুগ্ধ, পিপুল চূর্ণ, বাসকপাতার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, অশোক ছালের রস, আম্র পানের রস, পলাশক্ষার ঘণ্টাপারুলির ক্ষার, যবক্ষার, হিং, ত্রিকটু ও সিজের আঠা।

অগ্নিকুমার রস—জয়পাল, পারদ, গন্ধক, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই নয়টী দ্রব প্রত্যেকটী সমভাগে লইয়া ষোল ভাগ গোমূত্রের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিয়া কুলপ্রমাণ বটিকা করিবে। উষ্ণজল অনুপানে এই বটিকা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম আরোগ্য হয়।

কাঙ্কায়ন গুড়িকা:—শটী, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, অড়হর মূল, শুঁঠ, বচ, ও তেউড়ী মূল, প্রত্যেক ৮ তোলা, হিঙ্গু ২৪ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, অম্লবেতস ১৬ তোলা, যমানী, শ্বেতজীরা, মরিচ, ধনে প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা, যমানী প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া টাবালেবুর রসে মাড়িয়া ৪ রতি পরিমাণে গুড়িকা করিবে। অনুপান উষ্ণজল, মুদ্গাদির যূষ, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি। ইহা ত্রিদোষজ গুল্মের একটী পরীক্ষিত ঔষধ।

মহা গুল্মকালানলরস:—গন্ধক ১, হরিতাল, ১, তাম্র ১, তীক্ষ্ণলৌহ ১; এইগুলি সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে মাত্রা দুই রতি অনুপান শুঁঠের কাথ। ইহা সর্ব্বপ্রকার গুল্ম নাশক।

রক্তজ গুল্ম চিকিৎসা

রক্ত গুল্ম কুঠার:—পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাংস্য, সোহাগা, হরিতাল, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটী করিবে। ত্রিফলার কাথ অনুপানে এইটা রক্তগুল্ম নাশক।

সর্ব্বেশ্বর রস:—স্বর্ণ ১, তাম্র ১০, ত্রিকটু $\frac{১}{৪}$, ত্রিফলা $\frac{১}{৪}$, লৌহ $\frac{১}{৮}$, বিষ $\frac{১}{১৬}$; এইগুলি একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটিকা করিবে। উষ্ট্রীদুগ্ধ অনুপানে ইহা রক্তগুল্ম নাশক।

রক্তোদর কুঠার :—পারদ১, তুঁতে ১, জয়পাল ১, পিপুল ১, সোন্দাল মজ্জা ১ ; এইগুলিকে সীজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটিকা করিবে। ইহা ভেদক এবং রক্তগুল্ম নাশক। অনুপান তেঁতুলের রস। পথ্য দধি মিশ্রিত অন্ন। এই ঔষধ সেবন করিয়া উদ্বেগ উপস্থিত হইলে দধি ভোজন করিলে আরোগ্য হইবে।

ইতি গুল্মচিকিৎসা সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শোথ চিকিৎসা

বাতজ শোথের চিকিৎসা।

শোথাঙ্কুশ রস :—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, অভ্র; প্রত্যেক সমভাগে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে তাহার পর নিসিন্দা, হাপরমালী, কয়েতবেলের ছাল, তেঁতুল ছাল, পুনর্নবা, বেলছাল ও কেশুরিয়া ইহাদের রসে ভাবনা দিয়া কুল প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান দশমূলের ক্বাথ, পুনর্নবার রস, শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ, গো-মূত্র, বেলপাতার রস, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এরণ্ড তৈল ও দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিবে।

বাতজ শোথে জীরাবাঁটা ও হিং অনুপানে রসপর্পটী একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পিত্তজ শোথ চিকিৎসা

সর্ব্বশোথারি :—হিঙ্গুল, জয়পাল, মরিচ, সোহাগার খৈ, পিপুল সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান ঘৃত, ইহা পিত্তজ শোথ নাশক। কিন্তু রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

শোথ কালানল রস :—চিতামূল, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধব, পিপুল, লবঙ্গ, জায়ফল, সোহাগা, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ ; এইগুলি সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান কুলেখাড়ার রস। ইহা পিত্তজ শোথ নাশক।

শ্লেষ্মজ শোথ চিকিৎসা

পঞ্চামৃত রস :—পারদ ১, গন্ধক ১, সোহাগা ১, বিষ ১, মরিচ ১ ; এইগুলি একত্রে চূর্ণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি। অনুপান আদার রস। ইহা শ্লেষ্মজ শোথ নাশক।

ত্রিকট্বাদি লৌহ :—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, আপাং, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুথা শুকমূলা ও পুনর্নবা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সর্ব্বচূর্ণ সমষ্টির সমান লৌহ গ্রহণ করিবে। তাহার পর উহাদিগকে জলে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান পুনর্নবা ও শুঁঠের ক্বাথ। ইহা শ্লেষ্মজ শোথ নাশক।

ত্রিদোষজ শোথ চিকিৎসা

ত্রিনেত্রাখ্য রস :—পারদ, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, লৌহ এই গুলি সমভাগে গ্রহণ করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে তাহার পর

দুই রতি মাত্রায় এরণ্ড ও আপাং এর রসে মাড়িয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা ত্রিদোষজ শোথ নাশক।

অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণীজনিত শোথ চিকিৎসা

দুগ্ধবটী :—হিঙ্গুল, ধুতুরাবীজ ও বিষ সমভাগে মিশাইয়া ধুতুরা পত্রের রসে প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া মুগ সম বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ।

পথ্য :—দুগ্ধ ও অন্ন ; লবণ ও জল নিষিদ্ধ। ইহা সেবনে শোথাদি নানা প্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

দুগ্ধবটী :—বিষ ১২ রতি, অভ্র ৬০ রতি, লৌহ ৫ রতি ও অহিফেন ১২ রতি। এই দ্রব্যগুলিকে একত্রে দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা গো-দুগ্ধের সহিত সেব্য। ইহা সেবন-কালীন দুগ্ধ ও অন্ন ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য খাওয়া চলিবে না। ইহা সেবনে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, শোথ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

দধিবটী :—ইষ্টক চূর্ণ, গৃহধূম (ঝুল) ও হরিদ্রা ইহাদের দ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা, ভৃঙ্গরাজের রসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা লইয়া একত্রে কজ্জলী করিবে। তদনন্তর তুঁতে, বিষ, হরিতাল, খর্পর, তাম্র, এলবালুক, স্বর্ণমাক্ষিক ও কান্তলৌহ প্রত্যেক ৪ মাষা পরিমাণে লইয়া ঐ কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা পত্র, লতাফট্কী, অপরাজিতা, জয়ন্তী ও রক্তচিতা মূল এই সকল দ্রব্যের রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবে। উষ্ণ জলের সহিত ৭ বটী সেব্য।

অনুপান :—১ যব কজ্জলী ও ১ যব পিপুল চূর্ণ। ইহা শোথ সংযুক্ত গ্রহণী ও জ্বরাদি রোগে প্রযোজ্য। কাস লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে কদাচ এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

পথ্য :—দধি ও চিনি। রোগীর বয়স ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া স্নানের ব্যবস্থা করিবে এবং লবণ ও জল কদাচ ব্যবস্থা করিবে না।

তক্রবটী :—পারদ ও গন্ধক ১ মাষা, বিষ ২ মাষা, তাম্র ৪ মাষা, পিপুল চূর্ণ ও মণ্ডুর ১ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে মর্দ্দন করিয়া কৃষ্ণজীরার ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান :—তক্র। পথ্য :—তক্র ও অন্ন। জল ও লবণ নিষিদ্ধ। ইহা সেবনে শোথ, পাণ্ডু, গ্রহণী ও মন্দাগ্নি নিবারিত হয়।

ক্ষীরবটী—হিঙ্গুল ২ তোলা, বিষ, অহিফেন, লবঙ্গ, জায়ফল ও ধুতুরাবীজ প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে সিদ্ধির রসে (অভাবে সিদ্ধি ভিজা জলে) মর্দ্দন করিয়া মুগ প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান :—শোথে দুগ্ধ ও গ্রহণীতে সিদ্ধির ক্বাথ। পথ্য :—দুগ্ধ ও অন্ন। জল ও লবণ বর্জ্জনীয়। অদম্য পিপাসা হইলে নারিকেলজল পান করিবে। ইহা সেবনে শোথ, গ্রহণী, অতিসার ও জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়। অভিঘাতজনিত শোথে স্বেদ ও প্রলেপাদির ব্যবস্থা করিবে। বিষজ শোথে ত্রিদোষজনিত শোথের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে হরিতাল ভস্ম ১/৮ রতি, পুনর্নবাষ্টক পাচনের সহিত প্রয়োগ করিবে।

শোথরোগে অনুপান

বাতজ শোথে :—শুঁঠ চূর্ণ, পুনর্নবার রস, এরণ্ড মূলের রস, দশমূলের ক্বাথ, মানচূর্ণ, গোমূত্র, বেলপাতার রস ও গোলমরিচ চূর্ণ।

পিত্তজ শোথে :—কুলেখাড়াপাতার রস, পল্তার রস, ত্রিফলার ক্বাথ, কট্‌কী চূর্ণ, তেউড়ী চূর্ণ, চাকুলে, মুথা, বালা ও শুঁঠের ক্বাথ।

শ্লেষ্মজ শোথে :—মনসাসীজের আঠা, পুনর্নবার রস, গোমূত্র, পিপুল চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ, সোন্দালের আঠা, দেবদারু ও শুঁঠের ক্বাথ, চিরতা ও দেবদারু চূর্ণ এবং শুষ্ক মূলার ক্বাথ।

ইতি শোথ চিকিৎসা সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়

বৃদ্ধিরোগ চিকিৎসা

বাতজ বৃদ্ধি চিকিৎসা

ভক্তোত্তরীয় চূর্ণ :—অভ্র, গন্ধক, পিপুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, ত্রিফলা, হরিতাল, মনছাল, পারদ, বনযমানী, যমানী, শুলফা, জীরা, হিঙ্গু, মেথী, চিতামূল, চৈ, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ী, মুথা, শিলাজতু, লৌহ, রসাঞ্জন, নিম্ববীজ, পটোল পত্র, ও বিদ্ধড়ক বীজ প্রত্যেক ২৪ তোলা শোধিত ধুতুরাবীজ ১০০টা, এই সমুদায় একত্রে চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা আহারান্তে সেবনীয়। মাত্রা এক আনা। অনুপান উষ্ণজল। ইহা বাতজবৃদ্ধি রোগের একটী অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পিত্তজবৃদ্ধি চিকিৎসা

সিন্দূর রস :—লৌহ, অভ্র, রসসিন্দূর সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। ১ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান পুনর্নবার ক্বাথ ইহা পিত্তজ বৃদ্ধি নাশক।

শোথজ-বৃদ্ধি চিকিৎসা

অর্য্যমাম্বতাভ্র :—দশমূল, নিসিন্দা, শ্বেত তেউড়ী, পুনর্নবা, মনসাসীজ, চই, বাসক, চিতা, বদ্ধদারক, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আকনাদি, সোন্দাল ও রক্তচিতা ইহাদের রসে সহস্রপুটিত অভ্র মাড়িয়া ৪ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান :—আদার রস ও মধু।

রক্তজ-বৃদ্ধি চিকিৎসা

রসরাজেন্দ্র :—হিঙ্গুলোথ পারদ ১ তোলা ও কেশুরিয়ার রসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেক ৪ মাষা, এবং সীসা ২ মাষা ; এই সমুদায় একত্র করিয়া বাসক, কাকমাছী, চিতা, নিসিন্দা, কুড়চি, স্থলপদ্ম ও পদ্ম ইহাদের ক্বাথে ৭ বার পৃথক পৃথক, ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান গুলঞ্চের রস ও মধু। ইহা সর্ব্বপ্রকার রক্ত-জবৃদ্ধি অচিরে বিনাশ করে।

মেদজ-বৃদ্ধিরোগ চিকিৎসা

বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাঁসা, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, বিদ্ধড়কবীজ, শটী, পিপুলমূল, আকনাদি, হবুষা, বচ, এলাইচ, দেবদারু ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া হরীতকীর ক্বাথে মর্দ্দন করতঃ ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান :—উষ্ণজল। মাত্রা ২ রতি। ইহা দ্বারা অসাধ্য মেদজ-বৃদ্ধি আরোগ্য হয়।

মূত্রজ-বৃদ্ধিরোগ চিকিৎসা

সৈন্ধবাদি গুড়িকা :—সৈন্ধব, কুড়, রেণুকা, জীরা, ত্রিফলা, ভেলা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, চিতা, গুলঞ্চ, বামনহাটী, বচ, চোরক, দেবদারু,

নীল গাছ, আতইচ, বনযমানী, যমানী, পিপুলমূল, মুথা, চই, পিপুল, শটী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কটফল, সোমরাজী, বেলশুঁঠ, দন্তী, গুল্ফা, কটুকী, অজগন্ধা, অশ্বগন্ধা, গজপিপুল, মরিচ, ত্রিজাতক, লবঙ্গ, শজিনা, জাতীফল, শৈলজ, জৈত্রী, প্রত্যেক দুই তোলা ; গুগ্‌গুল ৴১ সের, লৌহ ৴১ সের, শিলাজতু ৴॥০ সের ; এই সকল দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিয়া সমষ্টির সমান চিনি উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা ৬ রতি। অনুপান :—উষ্ণজল ও দুগ্ধ। ইহা মূত্রজ বৃদ্ধি প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট করে।

অন্ত্রজ-বৃদ্ধিরোগ চিকিৎসা

বাতারি রস :—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা মিলিত তিন ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, গুগ্‌গুল ৫ ভাগ। এই সমুদায় এরণ্ড তৈলে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান :—শুঁঠ ও এরণ্ড মূলের ক্বাথ। ঔষধ সেবনান্তে পৃষ্ঠদেশে এরণ্ড তৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে। বিরেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন করাইবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অন্ত্রজ-বৃদ্ধিরোগ অচিরে বিনাশ করে।

বৃদ্ধিরোগের অনুপান

বাতজ-বৃদ্ধিরোগে :—এরণ্ডতৈল, আদার রস ও মধু, গোমূত্র ও রাস্নাদি পাচন।

পিত্তজ-বৃদ্ধি রোগে :—পুনর্নবার রস বা ক্বাথ, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধুর ক্বাথ, ঘৃত, মধু ও পঞ্চবল্কলের ক্বাথ, পঞ্চবল্কল যথা :—বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বকুল।

কফজ-বৃদ্ধিরোগে :—ত্রিকটু চূর্ণ, যবক্ষার চূর্ণ, ত্রিফলার ক্বাথ, গোমূত্র সিক্ত, হরীতকী চূর্ণ, নিসিন্দা পত্রের রস ও তুলসীপত্রের রস।

ইতি বৃদ্ধিরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

বিংশতি অধ্যায়

অম্লপিত্ত চিকিৎসা

বাতজ-অম্লপিত্ত চিকিৎসা

ক্ষুধাবতী গুড়িকা :—যমানী, ত্রিকটু, গন্ধক, পারদ, অভ্র, গুলঞ্চ, চৈ, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, জীরা, পুনর্নবা, তেউড়ী-মূল, দন্তী-মূল, বচ, ঘেঁটুকোল-মূল, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও ডানকুনি-মূল প্রত্যেক ২ তোলা এবং মণ্ডুর ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্রে আদার রসে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান :—কাঁজি। প্রত্যহ ১টী করিয়া বটিকা সেব্য। ইহা সেবনে প্লীহা, বাতজ-অম্লপিত্ত, পরিণাম শূল, আনাহ ও আমবাত প্রভৃতি রোগ অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তেজঃ, বল ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

অন্য প্রকার ক্ষুধাবতী গুড়িকা ঃ—গন্ধক, লৌহ, পারদ, অভ্র, ত্রিফলা, ত্রিকটু গুলফা, যমানী, বচ, চই, কৃষ্ণজীরা ও জীরা প্রত্যেক ৮ তোলা ; ঘেঁটুকোল-মূল, পিপুল-মূল, পুনর্নবা, মান, ইন্দ্র-যব, ডানকুনি-মূল, কেঁশুড়িয়া, পদ্মগুলঞ্চ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, হুড়্‌-হুড়ে-মুল, আপাং মূল, রক্তচন্দন, ভীমরাজ, থুলকুড়ি ও পলতা প্রত্যেক

৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য আদার রসে মর্দ্দন করিয়া কুল আঁটি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—কাঁজি। প্রত্যহ প্রাতে ১ বটী করিয়া সেব্য। ইহা সেবনে বাতজ অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। ইহা সেবনকালীন মধুর দ্রব্য বিশেষতঃ দুগ্ধ ও চিনি বর্জ্জন করিবে।

পিত্তজ অম্লপিত্ত চিকিৎসা

ভাস্করামৃতাভ্র—বাসকছাল, কেশুরিয়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, ভৃঙ্গরাজ, শ্বেতপুনর্নবা, বেড়েলা, বৃহতী ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল রসে মর্দ্দিত সহস্র পুটিত অভ্র শতমূলীর রসে ১২বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, অন্নদ্রব শূল ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

লীলাবিলাস :—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র ও অভ্র এই পঞ্চ দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া আমলকী ও বহেড়ার রসে তিন দিন অল্প অল্প মর্দ্দন করিয়া পরে ভৃঙ্গরাজ রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা দুই রতি। ইহা মধু, দুগ্ধ, কুমড়ার জল ও আমলকীর রস অথবা চিনির সহিত সেব্য। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, শূলযুক্ত বমি ও হৃদ্‌প্রদাহ নিবারিত হয়।

কফজ অম্লপিত্ত চিকিৎসা

পঞ্চানন গুড়িকা :—পারদ ও গন্ধক ৪ তোলা করিয়া লইয়া কজ্জলী করিয়া তদ্দ্বারা ১ পল পরিমিত তাম্রপত্রের চতুর্দ্দিক লিপ্ত করিবে। তদনন্তর ঐ তাম্রপত্র মৃষাবদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে তাম্র ভস্ম হইবে। ঐ তাম্রচূর্ণ ১ পল, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, যমানী, শুল্‌ফা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ীমূল, চৈ, দন্তীমূল, আপাং মূল, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ৮ তোলা; ঘেঁটকোলমূল, মান, পিপুলমূল

চিতামূল ও হাড়যোড়ার মূল; প্রত্যেক অর্দ্ধপল। এই দ্রব্য সকল আদার রসে মর্দ্দন করিয়া মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

অম্লপিত্তান্তক রস :—রসসিন্দুর, তাম্র, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, হরীতকী চূর্ণ ৩ ভাগ, এই সমুদায় সমভাগে মর্দ্দন করিয়া মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে ইহা মধুসহ সেব্য। ইহা সেবনে কফজ অম্লপিত্ত রোগ উপশমিত হয়।

দ্বন্দ্বজ অম্লপিত্ত চিকিৎসা

বৃহৎ ক্ষুধাবতী গুড়িকা :—অভ্র দুই পল, লৌহ ১ পল, মণ্ডুর অর্দ্ধ পল, এই সকল একত্র করিয়া থানকুনি, শ্বেত হুড়হুড়ে ইহাদের ৮ পল রসে স্থালীপাক করিবে। শতমূলী, ভীমরাজ, কেশুর্ত্তে ও কাঁটানটের রসে দ্বিতীয় স্থালীপাক এবং ত্রিফলা ও নাগরমুতার রসে তৃতীয় স্থালীপাক করিয়া পরে ঐ সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা; এই দুই দ্রব্য উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিয়া লইবে। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত অভ্রাদিচূর্ণ, এই কজ্জলী এবং বচ, চৈ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুলফা, ত্রিকটু, মুথা, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, আপাংমূল, চিতামূল, তেউড়ীমূল, হুড়হুড়েমূল, মান, ভীমরাজ, ঘেঁটকোল, থানকুনিমূল, কেশুর্ত্তে ও কালিয়াকড়া মূল প্রত্যেক ৪ তোলা, ত্রিফলা মিলিত ১৷৷০ পল; এই সকল দ্রব্য লৌহপাত্রে তিনবার ভাবনা দিয়া এবং শিলাতে পেষণ করিয়া কুল আঁটি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা কাঁজির সহিত সেব্য। ইহা সেবনকালীন মধুর দ্রব্য বিশেষতঃ দুগ্ধ ও নারিকেল ভোজন নিষেধ। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, পরিণাম শূল, পাণ্ডু, গুল্ম, যক্ষ্মা, সকল প্রকার কাস, অরুচি, মন্দাগ্নি ও প্লীহা প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ নষ্ট হয়।

অম্লপিত্ত রোগ চিকিৎসার অনুপান

বাতপ্রধান অম্লপিত্ত চিকিৎসায়:—পিপুলচূর্ণ ও মধু, জামীরের রস, হিং, ত্রিফলা চূর্ণ জীরা চূর্ণ ও সৈন্ধব চূর্ণ।

পিত্তপ্রধান অম্লপিত্ত চিকিৎসায়:—বাসকের রস, পল্‌তার রস, গুলঞ্চের রস, শতমূলের রস, চিনি, ধনের ক্বাথ, ক্ষেত পাপড়ার রস, ভীমরাজের রস, চিতার ক্বাথ, দারুহরিদ্রার ক্বাথ, কুষ্মাণ্ডের রস।

শ্লেষ্মাপ্রধান অম্লপিত্ত চিকিৎসায়:—নিমছালের ক্বাথ, যষ্টিমধুচূর্ণ, গুগ্‌গুল, শীতশাল ও দুরালভার ক্বাথ, মুতার রস, কণ্টকারির ক্বাথ, হরীতকী ও দ্রাক্ষার ক্বাথ, আমলকীর রস, তেউড়ীচূর্ণ, যবচূর্ণ, পিপুল ও হরীতকীর ক্বাথ, শুঁঠ ও পলতার ক্বাথ, বাসকের ক্বাথ।

ইতি অম্লপিত্ত চিকিৎসা সমাপ্ত।

একবিংশতি অধ্যায়

প্লীহা ও যকৃদ্‌রোগ চিকিৎসা

জ্বরচিকিৎসা বর্ণনা প্রসঙ্গে জ্বরের উপসর্গ স্বরূপ প্লীহা ও যকৃৎ রোগের চিকিৎসাবিধি লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে দোষানুসারে পৃথকভাবে প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসাবিধি লিখিত হইতেছে।

বাতিক প্লীহার চিকিৎসা:—(১) সমুদ্রজাত ঝিনুক ভস্ম ½ তোলা, পিপুলচূর্ণ সিকি তোলা ও দুগ্ধ ।৵০ একত্র সেবন করিলে বাতিক প্লীহা বিনষ্ট হয়।

(২) নাভিশঙ্খ ভস্ম ½ তোলা মাত্রায় গোঁড়ালেবুর রসের সহিত সেবনেও প্লীহা বিনষ্ট হয়।

(৩) **বাসুকিভূষণ রস:**—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, তাম্র, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া আকন্দ পত্রের রসে তিন ঘণ্টা মর্দ্দন করিয়া মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক পুটপাক দিবে। পরে বাসকের রসের ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান:—সৈন্ধব চূর্ণ। ইহাও বাতিক প্লীহা নাশক।

পৈত্তিক প্লীহা চিকিৎসা:—(১) গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, মনঃশিলা ও পারদ প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া পিপুলের ক্বাথে ও সিজের আঠায় এক একদিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান:—মধু ও গব্য দুগ্ধ। ইহা পৈত্তিক প্লীহা নাশক।

(২) **চিত্রকাদি লৌহ:**—চিতামুল, শুঁঠ, বাসকমূল, গুলঞ্চ, শালপাণি, তালজটা ভস্ম, আপাং মূল ভস্ম, ও পুরাতন মান প্রত্যেক চূর্ণ ৬ তোলা; লৌহ, অভ্র, পিপুলচূর্ণ, তাম্র, যবক্ষার, পঞ্চ লবণ প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা; গোমূত্র ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা এক মাষা।

অনুপান:—শিমূলফুলের বাসি ক্বাথ ও রাইসর্ষপ চূর্ণ। ইহা পৈত্তিক প্লীহা অচিরে বিনাশ করে।

শ্লৈষ্মিক প্লীহা চিকিৎসা

প্লীহাশার্দ্দূল রস:—পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, এই তিনের সমান তাম্রভস্ম এবং মনঃশিলা, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিঙ্গু, লৌহ, জয়ন্তী, রোহীতক, যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব, বিটলবণ, চিতা ও জয়পাল, এই সকল দ্রব্য পারদের সমান। ইহাদিগকে, তেউড়ী, চিতা, পিপুল

ও আদার রসে পৃথকরূপে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। তাহার পর ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান :—পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা দ্বারা সত্ত শ্লৈষ্মিক প্লীহা বিনষ্ট হয়।

রক্তজ প্লীহা চিকিৎসা

(১) হরিতাল ভস্ম ½ রতি গব্য ঘৃত সহ সেবন করিলে রক্তজ প্লীহা আরোগ্য হয়।

(২) তাম্রভস্ম ২ রতি পরিমাণ, আদার রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তজ প্লীহা আরোগ্য হয়।

(৩) বিজয়পর্পটী হিং ও পিপুলচূর্ণ অনুপানে সেবন করিলে রক্তজ প্লীহা আরোগ্য হয়।

যকৃৎ চিকিৎসা

(১) প্লীহারোগ চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ উপদিষ্ট হইয়াছে যকৃৎ-রোগ চিকিৎসায় সেই সকল ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যাইবে।

(২) যকৃতে তাম্রভস্ম ২ রতি মাত্রায় বিড়ঙ্গ ও পিপুল চূর্ণ অথবা আদার রসের সহিত অথবা কুলেখাড়া পাতার রসের সহিত সেবন করিলে অতি দুর্নির্ব্বার যকৃৎও আরোগ্য হয়।

(৩) মহাশঙ্খ দ্রাবক, বৃহৎ লোকনাথ রস, হরিতাল ভস্ম, হরিতাল স্বত্ব, যকৃদরি লৌহ, মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ, তাম্র, লৌহ ও হরিতাল ঘটিত ঔষধ যকৃতে ভাল ফল দিয়া থাকে।

প্লীহা ও যকৃৎ চিকিৎসার অনুপান

চিতামূলচূর্ণ, যবক্ষারচূর্ণ, যমানীচূর্ণ, বিড়ঙ্গচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ, আকন্দ পাতার রস, পিপুলচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ, রসোন বাঁটা, গোমূত্র, পুরাতন

গুড়, শজিনার ক্বাথ, শিমূলফুলের বাসী ক্বাথ, ক্ষেতপাপড়া চূর্ণ, আপাংমূলের রস, শরপুঙ্খার মূল বাঁটা, হিং, পাকা আমের রস, রোহীতকছালের ক্বাথ, গুলঞ্চের রস, কুলেখাড়ার রস, আদার রস, পেঁপের আঠা প্রভৃতি অনুপান যুক্তি পূর্ব্বক ব্যবহার করিবে।

ইতি—প্লীহা-যকৃৎ চিকিৎসা সমাপ্ত।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

কলেরা চিকিৎসা

কলেরা রোগের কারণ ও ব্যবস্থা বর্ণনা করা এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নহে। মল্লিখিত **"সরল নিদান"** নামক পুস্তকে এই বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে কলেরা রোগের বিভিন্ন অবস্থায় কোন্ কোন্ ঔষধ কি প্রকারে প্রয়োগ করিলে রোগী আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে, কেবল সেইগুলি সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলেরা চিকিৎসার জন্য লোকে কবিরাজ ডাকে না। সাধারণের ধারণা যে কবিরাজী মতে কলেরা চিকিৎসা হয় না, কিন্তু এ ধারণা ভ্রমপরিপূর্ণ। কবিরাজীমতে কলেরা রোগের অতি চমৎকার সুচিকিৎসা আছে। উপযুক্ত আলোচনা প্রয়োগ ও প্রচারের অভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতি দিন দিন পিছাইয়া পড়িতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকবৃন্দ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষে কলেরা চিকিৎসা ক্ষেত্রেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতিই প্রবর্ত্তিত হইবে।

ভেদ লক্ষণ প্রধান কলেরার চিকিৎসা

যদি কলেরায় অতিরিক্ত ভেদ হইতে থাকে তবে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করিবে।

(১) **কর্পূর রস** :—ইহার প্রস্তুত প্রণালী রক্তাতিসার চিকিৎসার ৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইহা কর্পূর ভিজান জল অনুপানে সেবন করিবে।

অভয়নৃসিংহ রস :—হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, জীরা, সোহাগার খৈ, গন্ধক, অভ্র, পারদ প্রত্যেক সমান ভাগ; সর্ব্বসমান আফিং এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান জীরা-ভাজার গুঁড়া, মধু ও কর্পূর ভিজান জল।

বমন প্রধান কলেরার চিকিৎসা

এই রোগে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি হিতকর :—

(১) **বমনামৃত যোগ** :—গন্ধক, পদ্মবীজ, কমলালেবুর খোসা, যষ্টিমধু, শিলাজতু, রুদ্রাক্ষ, সোহাগার খৈ, হরিণের শিং, শ্বেতচন্দন, গন্ধশটী ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া বিল্বমূলের ক্বাথে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান :—ডাবের জল, যষ্টিমধুচূর্ণ, কমলালেবুর খোসা অথবা শসার বীজ বাঁটা।

(২) **বৃষধ্বজ রস** :—শোধিত পারদ, গন্ধক, লৌহ, যষ্টিমধু, চন্দন, আমলকী, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ, সোহাগা, পিপুল ও জটামাংসী এই সকল দ্রব্য সমভাগ; শালপানি ও ইক্ষুরসে পৃথক পৃথক সাত দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ছাগীদুগ্ধে ৩ ঘণ্টা মর্দ্দন করিবে। অনুপান :—শালপানির রস।

রক্তভেদ ও বমনযুক্ত কলেরার চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি রক্তভেদ ও বমনযুক্ত কলেরায় হিতকর।

(১) **রসেন্দ্র যোগ** :—রসসিন্দূর ১, অহিফেন ১, পিণ্ডখেজুর ১, জায়ফল ১, মুথা ১, রক্তচন্দন ১, পিপুল ১, যষ্টিমধু ১; এইগুলি সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি বটীকা করিবে। ইহা দূর্ব্বার রস অনুপানে প্রয়োগ করিলে রক্তভেদ ও বমনযুক্ত কলেরায় অতি সুফল প্রদান করিয়া থাকে।

(২) মকরধ্বজ ½ রতি ডালিমের রস ও মধু সহ প্রয়োগ করিলে এই অবস্থায় উপকার পাওয়া যায়।

(৩) কর্পূর রস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, মহাগন্ধক, পীযূষবল্লী রস প্রভৃতি ঔষধ এই অবস্থায় কুড়চী ও ডালিম ফলের ত্বকের ক্বাথের সহিত প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

(৪) বৃষধ্বজ রস ও বমনামৃত রস, ডাবের জল, কর্পূর ভিজান জল মুথার রস, ডালিমের রস, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধুর ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিলে এই অবস্থায় বেশ সুফল পাওয়া যায়।

(৫) মহাশঙ্খ বটী, অগ্নিতুণ্ডীরস প্রভৃতি ঔষধ কমলালেবুর খোসা বাঁটা, জাতীফল বাঁটা, শসার বীজ বাঁটা, স্তন দুগ্ধ, শালপাণির রস অভাবে ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিলে এবং কুড়চীর ক্বাথ, ডালিমের রস বা ফলের ত্বকের ক্বাথ, কর্পূর ভিজান জল প্রভৃতি অনুপানে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

জ্বর সংযুক্ত কলেরার চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি জ্বর সংযুক্ত কলেরায় হিতকর।

(১) বৃহৎ কস্তুরীভৈরব রস, আদার রস ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

(২) **বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ** :—স্বর্ণসিন্দুর ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, জাতীফল ৩২, মরিচ ৩২, লবঙ্গ ৩২, মৃগনাভী ½ তোলা; এইগুলি একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী করিবে। পানের রস ও মধু অনুপানে এই বটিকা প্রয়োগ করিলে জর সংযুক্ত কলেরায় প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। তবে এই ঔষধ বিশেষ বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিবে।

ভেদ ও বমন উভয় প্রকার উপসর্গযুক্ত কলেরার চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ভেদ ও বমন উভয় প্রকার উপসর্গযুক্ত কলেরায় বিশেষ সুফল দিয়া থাকে।

(১) **অগ্নিতুণ্ডী রস** :—পারদ, বিষ, গন্ধক, যমানী, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, সজ্জিক্ষার, যবক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধব লবণ, জীরা, সচল লবণ, বিড়ঙ্গ, করকচ লবণ, শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ প্রত্যেকটী সমভাগে লইয়া সমষ্টির সমান শোধিত কুঁচিলা গ্রহণ করিবে। তাহার পর মিলিত দ্রব্যগুলিকে গোঁড়ালেবুর রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। কর্পূর ভিজান জল অথবা ডাবের জলের সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে বমন ও ভেদযুক্ত কলেরা আরোগ্য হয়।

(২) **মহোদধি রস** :—বিষ ১, রসসিন্দুর ১, জায়ফল ২, সোহাগা ২, পিপুল ১, শুঁঠ ৬, কড়িভস্ম ৬, লবঙ্গ ৫ একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান :—ডাবের জল অভাবে শীতল জল। উল্লিখিত ঔষধ দুইটী, পর পর ১ ঘণ্টা বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে ভেদ ও বমনযুক্ত কলেরা আরোগ্য হয়।

আক্ষেপ সংযুক্ত কলেরা চিকিৎসা

সন্নিপাত জর চিকিৎসা প্রসঙ্গে কথিত চতুর্ভুজ রস, কুড়চূর্ণ ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে আক্ষেপ সংযুক্ত কলেরা রোগ আরোগ্য হয়।

ভেদ ও বমনবিহীন কলেরা রোগ চিকিৎসা

(১) এই জাতীয় কলেরা অতিশয় সাংঘাতিক। সুতরাং ইহা প্রকাশ পাইবামাত্র সুচিকিৎসা করা দরকার। এই রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র রস-চিকিৎসার ১ম খণ্ডে তাম্র প্রসঙ্গে কথিত তাম্রভস্ম ২ রতি মাত্রায় আদার রস ও মধু সহ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যাইবে।

(২) এই রোগে হঠাৎ হিমাঙ্গতা, বাক্‌রোধ প্রভৃতি উৎকট উপসর্গ উপস্থিত হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, বৃহৎ সূচিকাভরণ রস প্রভৃতি সন্নিপাত জররোগাধিকারোক্ত ঔষধগুলি বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

পক্ষাঘাত সংযুক্ত কলেরা চিকিৎসা

(১) **তালকেশ্বর রস** ঃ—রসসিন্দুর ১ হরিতাল১, সিদ্ধি ৮, গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া সিকিতোলা পরিমাণ বটিকা করিবে। আদার রস ও মধু অনুপানে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে পক্ষাঘাত সংযুক্ত কলেরা আরোগ্য হয়। পূর্ব্বোক্ত তাম্রভস্মেও এই রোগে প্রভূত উপকার করিয়া থাকে।

কলেরা রোগে উপসর্গের চিকিৎসা

(১) **বমনে** ঃ—বমনামৃত রস, বৃষধ্বজ রস ডাবের জল, শশার বীজ বাঁটা, ডালিমের রস, আমলকীর রস, গুলঞ্চের রস, মুথার রস,

বড় এলাইচ বাঁটা, আমপাতা ও জামপাতা সিদ্ধ জল প্রভৃতি যে কোন একটী সহ প্রয়োগ করিলে বমন বন্ধ হইবে।

(২) **হিক্কায় ঃ**—পিপ্পলাদি লৌহ ঃ—পিপ্পলী, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলবীজের শস্য, যষ্টিমধু, চিনি, বিড়ঙ্গ, কুড়, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সমষ্টির সমান লৌহ গ্রহণ করিয়া জলে মাড়িয়া ৫ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ, মধু, উষ্ণ জল, তুলসীর কাথ, বাসকের ক্বাথ টাবালেবুর রস ও সৈন্ধব লবণ, যষ্টিমধু চূর্ণ, প্রভৃতি অনুপানে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে কলেরা রোগীর হিক্কা নিবারিত হয়।

(৩) **শ্বাসে ঃ**—শ্বাসকুঠার রস প্রয়োগ করিলে অতি সুফল পাওয়া যায়। অনুপান কুড়চূর্ণ ও মধু।

(৪) **সংজ্ঞা লোপে ঃ**—এই অবস্থায় বৃহৎ কস্তুরীভৈরব প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। একবারে শেষ অবস্থায় বৃহৎ সূচিকাভরণ রস প্রয়োগ করিবে। ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর শীতক্রিয়া করিলে রোগী আরোগ্য হইবে।

(৫) **হিমাঙ্গে ঃ**—এই অবস্থায় বৃহৎ কস্তুরীভৈরব আদার রস ও মধু, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, সিদ্ধ মকরধ্বজ, চতুর্ভুজ রস প্রভৃতি ঔষধ মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও মৃগমদাসব অনুপানে প্রয়োগ করিলে রোগী আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে।

(৬) **পিপাসায় ঃ**—এই অবস্থায় মহোদধি রস অথবা কুমুদেশ্বর রস প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। অনুপান আমছাল ও জামছালের কাথ পিপুল চূর্ণ ও মধু অথবা বড়ঙ্গ পানীয়। কুমুদেশ্বর রস ও মহোদধিরসের প্রস্তুতি বিধি তৃষ্ণারোগাধিকারে লিখিত আছে।

(৭) **মূত্ররোধে ঃ**—বজ্রক্ষার বা শ্বেতচূর্ণ নামক ঔষধ পাথর-কুচি পাতার রস ও মধু অথবা স্থলপদ্মের রস ইক্ষুচিনির সহিত প্রয়োগ

করিবে। ইহাতে প্রস্রাব না হইলে বরুণছাল ও গোক্ষুরের ক্বাথের সহিত পাষাণভেদী রস প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য নিদারুণ মূত্ররোধ নিবারিত হইবে। কেন্দুরী গাছের মূলের রসে ও তৃণপঞ্চ-মূলের কাথে সোরা এক আনা ও ঘৃত ভর্জ্জিত হিং দুই রতি নিক্ষেপ করিয়া প্রয়োগ করিলে মূত্ররোধ ও উদরাধ্মান নিবারিত হইবে। কাঁকুড় বীজ বাঁটা ও ইক্ষু চিনি অনুপানে রসসিন্দূর ১ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অতি দারুণ মূত্র নিরোধ আরোগ্য হইবে।

(৮) **শূলবেদনায় ঃ**—(ক) মকরধ্বজ ১ রতি, শোধিত কুচিলা এক আনা, গোলমরিচচূর্ণ দুই রতি একত্রে মর্দ্দন করিয়া গরম জলের সহিত প্রয়োগ করিলে অতি দারুণ শূল বেদনা আরোগ্য হইবে।

(খ) ঘৃত ভর্জ্জিত হিং ২ রতি, বিট্ লবণ এক আনা, গরম জলের সহিত প্রয়োগ করিলে কলেরার শূল বেদনা আরোগ্য হইবে।

(গ) তাম্রভস্ম ২ রতি, ঘৃত ও মধু অথবা আদার রস ও মধু অথবা গরম জল বা লেবুর রসের সহিত প্রয়োগ করিলে দারুণ শূল বেদনা আরোগ্য হইবে।

(৯) **ঘর্ম্মে ঃ**—প্রবালভস্ম ২ রতি, যষ্টিমধুচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করাইয়া আবির ও শুঁঠচূর্ণ মর্দ্দন করাইলে রোগী নিশ্চিতরূপে আরোগ্য হইবে।

(১০) **নাড়ীলোপে ঃ**—বৃহৎ কস্তুরীভৈরব রস, চতুর্ভুজ রস, বৃহৎচন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, সিদ্ধমকরধ্বজ এবং সর্ব্বশেষে বৃহৎ সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিবে।

(১১) **খল্লীরোগে ঃ**—এই অবস্থায় বৃহৎ বাতচিন্তামণি কুড়চূর্ণ ও মধুসহ প্রয়োগ করিলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। রসরাজ রস, বাতনাশিনী, মহালক্ষ্মীবিলাস রস প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা

করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। বাতব্যাধি অধিকারের কয়েকটী তৈলও বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়।

শ্বেত চূর্ণ ঃ—সোরা ৪ তোলা, ফিটকারী ২ তোলা ও সৈন্ধব ১ তোলা ইহাদের চূর্ণ করিয়া লইবে।

বজ্রক্ষার ঃ—সোরা ৪ তোলা, ফিটকারী ১ তোলা, নিশাদল ½ তোলা উত্তমরূপে সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। পরে লৌহের কটাহে রাখিয়া অগ্নি তাপে গলাইবে। ক্ষিপ্রহস্তে উপরের মাৎ ফেলিয়া দিয়া কাঁসার পাত্রে ঢালিয়া অন্য কাঁসার পাত্র দ্বারা চাপিয়া রাখিবে।

ইতি কলেরা চিকিৎসা সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

উদর রোগ চিকিৎসা

বায়ুজনিত উদর রোগের চিকিৎসা

ত্রৈলোক্য সুন্দর রস ঃ— পারদ, গন্ধক, অভ্র, সৈন্ধব, মিঠাবিষ, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চসত্ত্ব, চিতামূল, বড় এলাইচ, যবক্ষার প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ এই সকল দ্রব্য নিসিন্দার রস ও ছোলঙ্গ লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটী করিবে। ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া এই ঔষধ সেবন করিবে।

ত্রৈলোক্য ডুম্বুর রস ঃ—পারা ২, গন্ধক ৪, অভ্র ১, চিতা ১ বিড়ঙ্গ ১, গুলঞ্চসত্ত্ব ১, সীসা ১, কৃষ্ণজীরা ১, ত্রিকটু ১, সৈন্ধব ১, যবক্ষার ১; এইগুলি তুলসীপত্র ও টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি

প্রমাণ বটী করিবে। তাহার পর ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহা বাতোদর নাশক। অনুপান হিং ২ রতি, জীরা বাঁটা ২ রতি ও মধু।

বায়ুজনিত উদর রোগে অনুপান ঃ—হিং, জীরাচূর্ণ, গরম দুগ্ধ ও এরণ্ড তৈল, চিতামূল চূর্ণ, গোমূত্র, দশ মূলের ক্বাথ ও এরণ্ড তৈল, সৈন্ধব লবণচূর্ণ, টাবা লেবুর রস ইত্যাদি।

পিত্তজনিত উদর রোগের চিকিৎসা

ইচ্ছাভেদী রস—শুঁঠ ১, মরিচ ১, পারদ ১, গন্ধক ১, সোহাগা ১, জয়পাল ২; এইগুলি একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান চিনির জল। যত গণ্ডূষ চিনির জল পান করিবে, ততবার দাস্ত হইবে। ইহা পিত্তজ উদর রোগনাশক।

উদয় মার্ত্তণ্ড রস—পারদ ২, গন্ধক ৮, তাম্রপত্র ৮, একত্রে জামীরের রসে মর্দ্দন করিবে। তাহার পর জামীরের রসে উক্ত দ্রব্যগুলি আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। তাম্র দ্রবীভূত হইলে ওলের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিয়া ২ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহ প্রয়োগ করিবে। ইহা পিত্তজনিত সকল প্রকার উদর রোগ নাশক।

পিত্তজনিত উদর রোগে অনুপান—ঘৃত ও মধু, চিনির জল, দুগ্ধ, তেউড়ীচূর্ণ, সোন্দালের আঠা, ত্রিফলা চূর্ণ ইত্যাদি।

কফজনিত উদর রোগের চিকিৎসা

উদরান্তক রস—অভ্র ১, লৌহ ১, পারদ ১, গন্ধক ১, মনঃশিলা ১, হরিতাল ১, তাম্র ১, ত্রিকটু ১, চিতামূল ১, কুড় ১, তালমূলী ১, মিঠাবিষ ১, যমানী ১, এইগুলি সমভাগে লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া

২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। মধুর সহিত এই বটী সেবন করিলে শ্লেষ্মাজনিত সকল প্রকার উদর রোগ নষ্ট হয়।

মহাবহ্নি রস—পারদ ৮, গন্ধক ৮, হরিদ্রা ২, ত্রিফলা ২, মনঃশিলা ২, তেউড়ী ৩, জয়পাল ৩, চিতা ৩, ত্রিকটু ৭, দন্তী ৭ ও জীরা ৭; এইগুলি চূর্ণ করিয়া জয়ন্তী, সিজের আঠা, ভৃঙ্গরাজ, চিতা ও এরণ্ড তৈলে ৭ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। উষ্ণ জলের সহিত একটী বটিকা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতল জল পান করিতে নাই। এই ঔষধ সেবন করিয়া বিরেচন হইলে তক্র সংযুক্ত অন্ন ভোজন করিতে দিবে।

ত্রিদোষ জনিত উদর রোগের চিকিৎসা

নারাচ রস—তাম্র, পারদ, গন্ধক, জয়পালবীজ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সাচিক্ষার, যবক্ষার, সোহাগা, এই সমুদয় সমানভাগে মাড়িয়া ৪ রতি পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা ত্রিদোষ জনিত উদর রোগের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বঙ্গেশ্বর রস—পারদ ১ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ। এই সমুদয় একত্র করিয়া আকন্দ দুগ্ধ সহ পেষণ করিবে এবং মৃদু অগ্নিতে পুট দিবে। মাত্রা ২ রতি। ঔষধ সেবনান্তে ঘৃতযুক্ত অর্কচূর্ণ সেবন করিবে। ইহা ত্রিদোষ জনিত উদর রোগ সমূলে বিনাশ করে।

তাম্র প্রয়োগ—তাম্রকে ভস্মীকৃত করিয়া দুই রতি মাত্রায় আদার রস ও মধুর সহিত প্রাতে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা ত্রিদোষ জনিত উদর রোগ বিনষ্ট হয়।

জলোদরের চিকিৎসা

জলোদরারি রস—পিপুল, মরিচ, হরিদ্রাচূর্ণ ও তাম্র ইহাদিগকে মনসাসীজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া সকল চূর্ণের সমান জয়পাল চূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবনে বিরেচন হইয়া সর্ব্বপ্রকার জলোদর সদ্য বিনষ্ট হয়।

উদরারি রস—পারদ, তুঁতে, জয়পাল বীজ ও পিপুল সমভাগে লইয়া সোন্দাল ফলের মজ্জা ও সিজের আঠাতে মর্দ্দন করিবে। ৪ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান তেঁতুলের রস। ইহা সর্ব্বপ্রকার জলোদরের একটী পরীক্ষিত ঔষধ।

প্লীহোদরের চিকিৎসা

রোহিতকাদ্য লৌহ—রোহিতক ছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ প্রত্যেক সমভাগ; সর্ব্বসমান লৌহ। এই সমুদায় একত্র মধুর সহিত লৌহ পাত্রে মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ছয় রতি। অনুপান গোমূত্র, রসোন বাঁটা ও পিপুল চূর্ণ।

প্লীহারি রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৫ তোলা। এই সকল পলাশ বৃক্ষের রসে মর্দ্দন করিয়া করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস। ইহা প্লীহোদর রোগীকে সেবন করাইয়া প্রতেক ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া গিয়াছে।

পিপ্পলাদ্য লৌহ—পিপুল মূল, চিতা, অভ্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, কর্পূর ও সৈন্ধব এই সকলের চূর্ণ সমভাগ। সকল চূর্ণের সমান লৌহ চূর্ণ। ইহাদিগকে জলে মর্দ্দন করিয়া ছয় রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান রোহিতক ও হরীতকীর ক্বাথ।

শঙ্খ দ্রাবক—শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, ফটকিরি ও নিশাদল এই সমুদয় কাচকূপীতে স্থাপিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে।

মহাশঙ্খ-দ্রাবক—তেঁতুল ছাল, অশ্বত্থ ছাল, সিজের ছাল, আকন্দ ছাল, আপাঙ্গ ইহাদের পৃথক পৃথক ক্ষারজল প্রস্তুত করিবে এবং তাহা হইতে লবণ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। পরে সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল, জায়ফল, গোদন্ত, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, বিষ, সমুদ্রফেন, সোরা, ফটকিরি, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তর চূর্ণ, মনঃশিলা হীরাকস এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া বেতের রসের ভাবনা দিয়া কাচকূপীতে স্থাপন করিবে। পরে ৭ দিন বস্ত্রাবৃত করিয়া উষ্ণস্থানে রাখিবে। পরে মন্দ অগ্নিতে বারুণীযন্ত্রে পাক করিয়া সত্ত্বপাতন করিবে। ঐ দ্রবাংশ কোন কাচ পাত্রে পাতিত করিয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা ১ রতি। অনুপান পানের রস। ইহা দ্বারা অতি অসাধ্য প্লীহোদরও প্রশমিত হয়।

মহাদ্রাবক রস—স্বর্ণমাক্ষিক, কাংস্যমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন, সাচিক্ষার, দারুমুজ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ ভাগ, সোহাগা ৭ ভাগ, নিশাদল ৩॥০ ভাগ, ফটকিরি ৩॥০ ভাগ, যবক্ষার ১৪ ভাগ; ধাতুকাসীস, পদ্মকাসীস, মিলিত ১৪ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে চূর্ণিত করিয়া বস্ত্র ও মৃত্তিকার দ্বারা লেপিত কাচ নির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া বকযন্ত্রে ক্রমশঃ অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিবে ও যথা বিধানে সাবধানে পাক করিয়া উহাদের আরক চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা ৮ রতি বা ৭।৮ বিন্দু। অনুপান শুঁঠ বা লবঙ্গ চূর্ণ। ইহা দ্বারা অতি দুর্নিবার প্লীহোদরও অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

মল সঞ্চয় জনিত উদর রোগের চিকিৎসা

ইচ্ছাভেদী রস—পারদ ১, গন্ধক ২, মরিচ ৩, সোহাগা ৪, শুঁঠ ৫, হরীতকী ৬, জয়পাল ৭ ভাগ একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান উষ্ণ জল। ইহা সর্ব্বপ্রকার মলসঞ্চয় জনিত উদর রোগ নাশক।

ক্ষত জনিত উদর রোগ চিকিৎসা

ক্ষতজনিত উদর রোগে বিজয়পর্পটী বা স্বর্ণপর্পটী বা অভাবপক্ষে রসপর্পটী প্রয়োগেও অতি সুফল পাওয়া যায়। হরিতাল ভস্ম প্রয়োগেও আশাতীত সুফল পাওয়া যায়।

ইতি উদররোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

পাকাশয়ের ক্ষত চিকিৎসা

(গ্যাস ট্রিক আলসার)

নানা কারণে বহুদিন ধরিয়া অজীর্ণ রোগে ভুগিলে রোগীর পাকাশয়ে ক্ষত হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বিশেষ ফলপ্রদ।

(১) শূল চিকিৎসা প্রসঙ্গে কথিত ত্রিনেত্র রস ঘৃত ও মধু অনুপানে সেবন করিলে পাকাশয়ের ক্ষত নিবারিত হয়।

(২) পর্পটী সেবনের নিয়মে বিজয় পর্পটী সেবন করিলে পাকাশয়ের ক্ষত নিরোগ্য হয়। বজ্রপর্পটী বিশেষরূপে সুফল প্রদান করে। তবে ইহা বিশেষ বিবেচনা সহকারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

(৩) শোধিত গন্ধক ।০ তোলা হইতে ॥০ তোলা মাত্রার ঘৃত ও মধু সহ অথবা উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে পাকাশয়ের ক্ষত নিবারিত হয়।

(৪) গোদন্ত হরিতালভস্ম ½ রতি মাত্রায় ঘৃত অনুপানে প্রয়োগ করিলে পাকাশয়ের ক্ষত নিরারিত হয়।

রসেন্দ্র চূর্ণঃ—স্বর্ণ ১, পারদ ১, গন্ধক ১, হরিতাল ১, দারুমুজ ১, তাম্র ১, একত্রে চূর্ণ করিয়া বালুকা যন্ত্রে গজপুটে ৪ প্রহর পাক করিবে। পাত্র শীতল হইলে নামাইয়া উহার তলদেশ সংলগ্ন ঔষধ চূর্ণ করিয়া ½ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্ব্ব প্রকার পাকাশয় ক্ষত নিবারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও জ্বর নিবারক।

পিত্ত শিলা চিকিৎসা

(গল ষ্টোন)

পিত্ত শিলায় নিম্নলিখিত ঔষধগুলি হিতকর।

(১) অশ্মরী রোগাধিকারাক্ত পাষাণ ভেদী রস, ত্রিবিক্রম রস, শূল রোগাধিকারোক্ত—ত্রিনেত্র রস এই রোগে প্রয়োগ করিলে ইহা আরোগ্য হইয়া থাকে। অনুপান বৃহৎ বরুণাদি কষায়, কুলথ কলায়ের কাথ, পুনর্নবার রস, পাথর কুচির রস, যবক্ষার চূর্ণ ও হিং।

(২) তাম্রভস্ম দুই রতি মাত্রার কুলে খাড়ার রস ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার পিত্ত শিলা নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়।

(৩) অতি বিশুদ্ধ বারিতর লৌহভস্ম ২ রতি মাত্রায় মধু সহ মাড়িয়া প্রয়োগ করিবে। তাহার পর তৃণ পঞ্চ মূলের কাথ অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার পিত্ত শিলা নাশক।

(৪) বিশুদ্ধ শিলাজতু এক আনা মাত্রায় মধুর সহিত মাড়িয়া

বীরতরাদিগণের কাথ অনুপানে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার পিত্ত শিলা আরোগ্য হয়।

(৫) তাম্র পর্পটী, লৌহ পর্পটী ও পঞ্চামৃত পর্পটী পিত্ত শিলায় প্রয়োগ করিলে অতি সুফল পাওয়া যায়।

(৬) বিশুদ্ধ হরিতাল ভস্ম ½ রতি মাত্রায় ঘৃত অনুপানে প্রয়োগ করিলে পিত্ত শিলা আরোগ্য হয়। অনুপান কুলত্থ কলায়ের কাথ।

(৭) (ক) পিত্তশিলার দারুণ যন্ত্রণা নষ্ট করিবার জন্য বাতারি রস, কুড়, গোক্ষুর, বরুণ ছাল, পাথর কুচি, শুঁঠ, ও এরণ্ড মূলের কাথের সহিত প্রয়োগ করিবে। (খ) মকরধ্বজ ১ রতি ও শোধিত কুঁচলে ৪ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া বরুণ ছাল, কুলথ কলায়, কুড়, শুঁঠ ও গোক্ষুরের কাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

ইতি পিত্ত শিলা চিকিৎসা সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

মূত্র কৃচ্ছ্র চিকিৎসা

বাতজ মূত্র কৃচ্ছ্রে,—বরুণাদি লৌহঃ—বরুণছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাই ফুল ৮ তোলা, হরিতকী ৪ তোলা, চাকুলে ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া প্রাতে ৪ রতি মাত্রায় সেব্য। অনুপান—শুঁঠ গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা, আমলকী গোক্ষুর ইহাদের কাথ। ইহা বাতজ মূত্র কৃচ্ছ্র নাশক।

পিত্তজ মূত্র কৃচ্ছ্রে,—ত্রিনেত্রাখ্য রসঃ—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও

শিমুলের রসে একদিন লৌহ পাত্রে মর্দ্দন করিবে। পরে উহাকে মূষা বদ্ধ করিয়া ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমুলের ক্বাথে ভাবনা দিবে। তাহার পর ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পরে দূর্ব্বা, যষ্টিমধু ও শিমুলের ক্বাথে এবং দুগ্ধে পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। প্রাতে শীতল জল পান করিতে দিবে। ইহা পিত্তজ মূত্র কৃচ্ছ্র বিনাশ করে।

কফজ মূত্র কৃচ্ছ্রে—মূত্রকৃচ্ছান্তক রস :—রস সিন্দুর, হরিতাল, তুঁতে, ইহাদিগকে এক দিবস শতাবরীর রসে মর্দ্দন করিয়া সর্ষপ তৈলে তিন ঘণ্টা পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি। ঔষধ সেবনান্তে, তুলসী, তিল কল্ক, বেলমূলের ছাল—ইহাদের ক্বাথ, কাঁজি, সুরা বা হুড়হুড়ের রস পান করিতে দিবে।

ত্রিদোষজ মূত্র কৃচ্ছ্রে :—(১) তাম্র পর্পটী+হিং ঘৃত ও মধু অনুপানে সেবন করিলে ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। (২) বারিতর লৌহ ভস্ম ৫ রতি মাত্রার মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃসাধ্য মূত্র কৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। (৩) কজ্জলী ও যবক্ষার সম পরিমাণে গ্রহণ করিয়া চিনি ও তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্র কৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

অভিঘাতজ মূত্র কৃচ্ছ্রে :—রস সিন্দুর এক রতি মাত্রায় মধুর সহিত মাড়িয়া প্রয়োগ করিবে। তাহার পর শুঁঠ, গুলঞ্চ, অশ্বগন্ধা গোক্ষুর ও আমলকীর ক্বাথ অনুপান রূপে প্রয়োগ করিবে। ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভিঘাতজ মূত্র কৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

পুরীষজ মূত্র কৃচ্ছ্রে :—বাতারি রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, একত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে প্রথমতঃ গুগ্‌গুলু ৫ ভাগ এরণ্ড তৈলে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত কজ্জলী এবং ত্রিফলা

চূর্ণ ৩ ভাগ, ও চিতামূল চূর্ণ ৪ ভাগ, মিশাইবে এবং ঐ এরণ্ড তৈল দ্বারা পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শুঁঠ ও এরণ্ড মূলের ক্বাথ। ঔষধ সেবনান্তে রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরণ্ড তৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে। বিবেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করাইবে।

অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রে—পাষাণ ভেদী রস :—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহাতে বক ফুলের পাতা, পুনর্নবা, বাসক ও শ্বেত অপরাজিতার রস দ্বারা পৃথক পৃথক তিন দিন ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে উহাকে মূষারুদ্ধ করিয়া পাক করিবে মাত্রা ৩ রতি। অনুপান—কুলত্থের ক্বাথের সহিত রাখালশশার বীজ ও ভূঁই আমলার মূল পেষণ করিয়া সেব্য।

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্রে—(১) পাষাণ ভেদক রস :—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, একত্র শ্বেত পুনর্নবার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া মূষা রুদ্ধ করিবে এবং যথা বিধানে গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—১ মাষা হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান গাম্ভারী মূল ও গোক্ষুরের ক্বাথ। ইহা দ্বারা শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র অচিরে বিনষ্ট হয়।

(২) যোগেন্দ্র রস—রসসিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ প্রত্যেক ॥০ তোলা; এই সমুদায় ঘৃত কুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ধান্য রাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ত্রিফলার জল বা চিনি ও শতাবরীর রস।

(৩) শিলাজতু, স্বর্ণ মাক্ষিক, এলাইচ ও হিং একত্রে সম ভাগে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ও গুড়ের সহিত সেবনে শুক্রজ মূত্র কৃচ্ছ্র বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

(৪) কেবলমাত্র শোধিত শিলাজতু; এক তোলা মধুর সহিত লেহন করিলে শুক্রজ মূত্র কৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছ্রে :—তারকেশ্বর রস :—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুর বীজ ও হরীতকী এই সমুদায় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া কুমড়ার জলে, তৃণ পঞ্চ মূলের ক্বাথে ও গোক্ষুর রসে ভাবনা দিবে। তাহার পর ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ও মধু।

রক্তজ মূত্রকৃচ্ছে —মূত্রকৃচ্ছ্রহার :—ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, যষ্টিমধু, নাগেশ্বর প্রত্যেক ॥০ তোলা পাকের জল ৷৷০ শেষ ৵০। প্রক্ষেপ্য—মধু ৪ মাষা। এই ক্বাথসহ, রস সিন্দুর সেবনে সপ্তাহ মধ্যে রক্তজ মূত্র কৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথের সহিত সেবনেও ইহা আরোগ্য হয়

মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসায় অনুপান

বাতজ মূত্রকৃচ্ছে :—শুঁঠ, গুলঞ্চ, আমলকী, অশ্বগন্ধা, ও গোক্ষুরের ক্বাথ, পুনর্নবার রস, কুলথ কলায়ের ক্বাথ, দশমূলের ক্বাথ, শুঁঠ ও এরণ্ড মূলের ক্বাথ, শালপাণির রস, পাষাণ ভেদীর রস, শত মূলের রস, বচ ও রক্ত চন্দনের ক্বাথ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছে :—কিসমিসের ক্বাথ, ভূমি কুষ্মাণ্ডের রস, ইক্ষুর রস, তৃণ পঞ্চ মূলের ক্বাথ, আমলকীর রস ও গুড়, আমলকীর রস ও দারু হরিদ্রা চূর্ণ, কাঁকুড় বীজ বাঁটা, যষ্টি মধু চূর্ণ, পাথর কুচির রস, গোক্ষুর ও বরুণ ছালের ক্বাথ হরিতকী, গোক্ষুর, সোঁদাল, দুরালভা ও পাষাণ ভেদীর ক্বাথ বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিবে।

কফজ মূত্রকৃচ্ছে :—এলাইচ চূর্ণ ও গোমূত্র, এলাইচ চূর্ণ ও কদলী মূলের রস, এলাইচ চূর্ণ ও সুরা, গোক্ষুরের ক্বাথ, কুড়, গোক্ষুর বরুণ ছাল ও পাথর কুচির ক্বাথ।

ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে :—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ও গুড় ও ইন্দ্রযবের ক্বাথ।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে :—গোক্ষুরের ক্বাথ ও যবক্ষার চূর্ণ।

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্রে :—ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ, এলাইচ চূর্ণ ও হিং।

সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রে—শ্বেত বেড়েলার মূলের ক্বাথ, যবক্ষার ও চিনি সমভাগে, কণ্টকারির রস মধুর সহিত, গোরক্ষ চাকুলের ক্বাথ, সৈন্ধব মিশ্রিত ত্রিফলা বাঁটা ও শীতল জল।

ইতি মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়

মূত্রাঘাত চিকিৎসা

বাত কুণ্ডলিকায়—**তারকেশ্বর রস** :—রসসিন্দূর, অভ্র, গন্ধক, এই তিনটী সম ভাগে গ্রহণ করিয়া মধু সহ মাড়িয়া এক মাষা পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—যজ্ঞডুমুর ফল চূর্ণ ও মধু। ইহা বাতকুণ্ডলিকা-নাশক।

অষ্ঠীলায়—ত্রিবিক্রম রস :—শোধিত তাম্রে সমপরিমিত ছাগীদুগ্ধ মিশাইয়া একত্র পাক করিবে। যখন দুগ্ধ নিঃশেষ হইবে তখন ঐ তাম্রের সমান কজ্জলী একত্রিত করিয়া নিসিন্দার রসে মর্দ্দন করিবে এবং ৩ ঘণ্টা বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান টাবালেবুর মূল চূর্ণ ও জল। ইহা অষ্ঠীলারোগের একটী দৃষ্টফল ঔষধ।

বাতবস্তিতে—লঘুলোকেশ্বর রস :—বিশুদ্ধ পারদ ১ ভাগ এবং গন্ধক ৪ ভাগ, একত্রে মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে ভরিয়া, পারদের

চতুর্থাংশ সোহাগা, দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পরে ঐ কড়ি মূষা মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক মৃত্তিকা ও বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সন্ধিস্থান উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। উহা শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি পরিমাণ ঔষধ, ৪ রতি মরিচ চূর্ণ, ৪ রতি জাতিমূল চূর্ণ ও ৪ রতি জাতিফল চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধ এবং চিনির সহিত পান করিলে বাতবস্তি বিনষ্ট হয়।

মূত্রাতীতে—পাষাণভেদী রস ঃ—ইহার প্রস্তুতি ও প্রয়োগ-প্রণালী অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ রোগাধিকারে দ্রষ্টব্য।

মূত্র জঠরে ঃ—বজ্রক্ষার, হিং, পাথরকুচিপাতার রস ও মধুর সহিত সেব্য ; বাতারিরস শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথের সহিত সেব্য।

মূত্রোৎসঙ্গে ঃ—যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণি চতুর্মুখ, ত্রিনেত্রাখ্য রস, ত্রিবিক্রম রস, তৃণপঞ্চ-মূলের ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিলে বিশেষ শুভ ফল পাওয়া যায়।

মূত্রক্ষয়ে ঃ—বরুণাদ্য লৌহ, যোগেন্দ্র রস, চিন্তামণি চতুর্মুখ প্রভৃতি ঔষধ বরুণাদিগণের বা তৃণপঞ্চ-মূলের ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

মূত্রগ্রন্থিতে ঃ—লঘুলোকেশ্বর, ত্রিবিক্রমরস ও বাতারি-রসের ব্যবস্থা করিবে।

মূত্রশুক্রে ঃ—শিলাজতু দুই রতি মাত্রায় তৃণপঞ্চ-মূল পাচনের সহিত সেব্য।

উষ্ণবাতে ঃ—ত্রিনেত্রাখ্য রস প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

মূত্রসাদে ঃ—ত্রিবিক্রম রস, যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণি রস, বরুণাদ্য লৌহ, মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস, পিত্ত ও কফ নাশক অনুপানে প্রয়োগ করিবে।

বিড়্বিঘাতে ঃ—বাতারিরস দুগ্ধ ও এরণ্ড তৈল অনুপানে প্রয়োগ করিলে বিড়বিঘাত আরোগ্য হয়। ইহার সহিত ত্রিনেত্র রস বরুণাদিগণের ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

বস্তিকুণ্ডলে ঃ—প্রথমে বাতারি রস প্রয়োগ করিবে। অনুপান শুঁঠ ও এরণ্ড মূলের ক্বাথ, তাহার পর যোগেন্দ্র রস দিবে—অনুপান তৃণপঞ্চ-মূলের ক্বাথ, তাহার পর শিলাজতু এক আনা মাত্রায় চিনি ও দশমূলের ক্বাথ অনুপানে প্রয়োগ করিবে। তাহার পর ত্রিবিক্রম রস প্রয়োগ করিবে। রোগী দুর্ব্বল না হইলে তাম্রভস্ম ২ রতি ঘৃত ও মধু অথবা বরুণছাল ও গোক্ষুরের ক্বাথ দিয়া প্রয়োগ করিবে। বস্তিমুখ কফাবৃত হইলে—পাষাণভেদী রস, ত্রিনেত্রাখ্য রস, তাম্রভস্ম, শিলাজতু ও যবক্ষার, বৃহৎ বরুণাদি কষায়ের সহিত প্রয়োগ করিবে।

মূত্রাঘাতে অনুপান

(১) তৃণপঞ্চ-মূলের ক্বাথ, গোয়ালিলতার মূলের ক্বাথ, বীরতরাদি-গণের ক্বাথ, বরুণাদিগণের ক্বাথ, ছাগমূত্র, মেষমূত্র, কণ্টকারির রস, কুঙ্কুম ভিজান জল, ধনে ও গোক্ষুরের ক্বাথ, শ্বেত চন্দন ঘষা ও চিনি, শতমূলীর রস, ত্রিফলা ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত কাঁজি, যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত কুমড়ার রস।

ইতি মূত্রাঘাত চিকিৎসা সমাপ্ত।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

অশ্মরী চিকিৎসা

বাতজ অশ্মরীতে ঃ—পাষাণবজ্র রসঃ—শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, শ্বেতপুনর্নবার রসে ১ দিন খলে মর্দ্দন করিয়া ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে উত্তোলন করিয়া গুড়ের সহিত বটী প্রস্তুত

করিবে। অনুপান গোরক্ষকর্কটী মূল এবং কুলথ কলায়ের ক্বাথ। মাত্রা ২ রতি।

পিত্তজ অশ্মরীতে :—ত্রিবিক্রম রস প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। অনুপান বৃহদ্‌বরুণাদি কষায়।

কফজ অশ্মরীতে :—পাষাণভিন্ন রস :—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্র করিয়া যথাক্রমে শ্বেতপুনর্নবা, বাসক, ও শ্বেত অপরাজিতার রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া ভাণ্ড মধ্যে নিরোধ করিবে এবং দোলাযন্ত্রে স্বেদ প্রদান করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—কুলথ কলায়ের ক্বাথ।

শুক্রাশ্মরীতে :—বিশুদ্ধ শিলাজতু এক আনা মাত্রায় শুঁঠ্যাদি ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিলে শুক্রাশ্মরী আরোগ্য হয়।

অশ্মরী চিকিৎসার অনুপান

হরিদ্রা চূর্ণ, গুড়, কাঁজি, তিঁত কাঁকুড়ের মূল, মধু ও চিনি, শুঁঠ, বরুণছাল ও গোক্ষুরের ক্বাথ, বৃহদ্‌বরুণাদি পাচন, বীরতরাদিগণের ক্বাথ, তৃণপঞ্চমূল পাচন, যবক্ষার, হিং, উষকাদিগণের চূর্ণ, কুলথকলায়ের ক্বাথ, পাথরকুচি পাতার রস, সজিনা মূলের ক্বাথ, কাঁকুড়বীজ চূর্ণ, শশাবীজ চূর্ণ, কুড় চূর্ণ ইত্যাদি দ্রব্য বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

ইতি অশ্মরীচিকিৎসা সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

প্রমেহ চিকিৎসা

শ্লেষ্মজ দশ প্রকার প্রমেহের চিকিৎসা

(১) উদকমেহে :—বিড়ঙ্গাদি লৌহ :—বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, পিপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণ জীরা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্ব সমান লৌহ, একত্র মর্দ্দন করিবে। ইহাতে উদকমেহ আরোগ্য হয়—অনুপান হরীতকী, কট্‌ফল, মুতা ও লোধের ক্বাথ—মাত্রা ৪ রতি।

(২) ইক্ষুমেহে :—বঙ্গেশ্বর রস :—রসসিন্দুর ১ তোলা ও বঙ্গভস্ম ১ তোলা একত্রে মধুর সহিত মাড়িয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অর্জ্জুনছাল ও ধামনার ক্বাথ ও মধু—ইহা ইক্ষুমেহ নাশক।

(৩) সান্দ্রমেহে :—মেঘনাদ রস :—রসসিন্দূর, কান্তলৌহ, অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধলা আঁকড়া, জীরা, কার্পাসবীজ ও হরিদ্রা চূর্ণ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া, চিতার রসে ৩০ বার ভাবনা দিয়া ছয় রতি পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তগর পাদুকা, ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ। ইহা সান্দ্রমেহ নাশক।

(৪) সুরামেহে :—হরিশঙ্কর রস—রসসিন্দূর ও অভ্র সমভাগে গ্রহণ করিয়া আমলকীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে। মাত্রা ৪ রতি—অনুপান কদম্ব, শাল, অর্জ্জুন, ও যমানীর ক্বাথ।

(৫) পিষ্ঠমেহে :—ইন্দ্রবটী—রসসিন্দূর, বঙ্গ, অর্জ্জুন ছাল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিমুলমুলের রসে মাড়িয়া ৬ রতি

প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—দারুহরিদ্রা, খদির, ধাওয়া ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ।

(৬) শুক্রমেহে ঃ—মেহকেশরী——বঙ্গ, সুবর্ণ, কান্তলৌহ, পারদ, মুক্তা, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান ঃ—দেবদারু, কুড়, অর্জ্জুন ও চন্দনের ক্বাথ।

(৭) সিকতামেহে ঃ— প্রমেহসেতু—পারদ ১, বঙ্গ ২ ও গন্ধক ছয় ভাগ একত্রে কূপীপক্ব করিলে প্রমেহসেতু প্রস্তুত হইবে। ইহা সিকতা মেহ নাশক। অনুপান—দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, গণিয়ারী ও আকনাদির ক্বাথ।

(৮) শীতমেহে ঃ—আনন্দভৈরবরস ঃ—বঙ্গ, স্বর্ণভস্ম, রস-সিন্দূর, ইহাদিগকে সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মাড়িবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান ঃ—আকনাদি, দুর্ব্বা ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ। ইহা শীতমেহ নাশক।

(৯) শনৈর্মেহে ঃ—পঞ্চানন রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, বঙ্গ ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্রে মধুর সহিত মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঃ—যমানী, বেণামূল, হরীতকী ও গুলঞ্চের ক্বাথ।

(১০) লালামেহে ঃ—বৃহৎ হরিশঙ্কর রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণ, বঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া আমলকীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে—মাত্রা ২ রতি। ইহা লালামেহ নিবারক। অনুপান—জামছাল, হরীতকী, চিতা ও ছাতিম ছালের ক্বাথ।

পিত্তজ ছয় প্রকার প্রমেহ রোগের চিকিৎসা

(১) ক্ষারমেহে ঃ—বঙ্গাবলেহ ঃ— বঙ্গভস্ম ৪ রতি মধুর সহিত লেহন করিয়া পরে গুড় ১ তোলা এবং গন্ধক ১/৪ তোলা একত্র করিয়া ভক্ষণ করিবে। অথবা গুলঞ্চ সত্ত্ব ১/২ তোলা ও চিনি ১ তোলা একত্র করিয়া সেবন করিবে। এই বঙ্গাবলেহ ক্ষারমেহের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—লোধ, বালা, দারুহরিদ্রা, ধাইফুলের ক্বাথ।

(২) নীলমেহে ঃ—বিদ্যাবাগীশরস—রসসিন্দূর, অভ্র, সীসক, স্বর্ণ, ইহারা প্রত্যেকে ১ ভাগ, মহানিম্ব চূর্ণ ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ১ মাষা পরিমাণ মধুসহ লেহন করিবে। অনুপান—পল্‌তা, নিমছাল, আমলকী ও গুলঞ্চের ক্বাথ, বৃহৎ হরিশঙ্কর রস এই রোগে প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৩) মসীমেহে ঃ—চন্দ্রপ্রভাবটী—রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, সীসক, বঙ্গ, এলাচি, লবঙ্গ, জৈত্রিক, জাতীফল, মৌয়াফুল, যষ্টিমধু, আমলকী, চিনি, কর্পূর, খদিরসার, শুলফা, কণ্টকারী, অম্লবেতস এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া বিষলাঙ্গলীর রস দ্বারা এক দিবস, মেষ দুগ্ধ দ্বারা এক দিবস এবং পানের রস দ্বারা এক দিবস ভাবনা দিয়া বদরী বীজের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—৪ রতি। অনুপান—মুতা, হরীতকী, পদ্মকাষ্ঠ ও কুড়চীর ক্বাথ।

(৪) হরিদ্রামেহে ঃ—চন্দ্রকলা রস ঃ—এলাইচ,কর্পূর, শিলাজতু, আমলকী, জায়ফল, নাগেশ্বর, শিমুলমূল, রসসিন্দূর, বঙ্গ ও লৌহ-ভস্ম প্রত্যেক সমভাগ। ভাবনার্থ গুলঞ্চ ও শিমুলের ক্বাথ, মাত্রা ১ মাষা। অনুপান বেণামূল, মুতা, আমলকী ও হরীতকীর ক্বাথ।

(৫) মাঞ্জিষ্ঠমেহে ঃ—মেহান্তক রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য ও বঙ্গ প্রত্যেক ৩ ভাগ, অভ্র ৩ ভাগ, স্বর্ণ অৰ্দ্ধভাগ, এবং সকলের সমান তালমূলী চূর্ণ, একত্র জলে মৰ্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—বেণামুল, লোধ, রক্তচন্দন ও অৰ্জ্জুন ছালের ক্বাথ। ইহা মাঞ্জিষ্ঠমেহ নাশক।

(৬) রক্তমেহে ঃ—যোগীশ্বররস—রসসিন্দূর, অভ্র, বঙ্গ, প্রত্যেক সমভাগ, মহানিম্বের বীজ চূর্ণ ৩ ভাগ এই সমস্ত একত্র জল দিয়া মাড়িয়া ছয় রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—নিমছাল, অৰ্জ্জুনছাল, আমড়াছাল ও হরিদ্রার ক্বাথ।

বাতজ চারি প্রকার প্রমেহের চিকিৎসা

(১) বসামেহে ঃ—মেহকুলান্তক রস ঃ—বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিপুলমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুতা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, দাড়িম বীজ, প্রত্যেক ১ তোলা, শিলাজতু ৮ তোলা, এই সমুদয় কাঁকুড়ের রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা বসামেহ বিধ্বংসী। অনুপান—গণিয়ারীর ক্বাথ।

(২) মজ্জমেহে ঃ—মেহকুঞ্জর কেশরী—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, স্বর্ণ, হীরা, মুক্তা, এই সকল সমভাগে একত্র করিয়া শতমূলীর রসে মাড়িয়া একটী গোলক করিবে। ইহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া শরাবদ্ধ করিয়া সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিবে। তাহার পর ইহাকে গর্ত্ত মধ্যে গোময়াগ্নিতে ১২ ঘণ্টা পাক করিবে। ইহা এক মাস সেবনেই মজ্জমেহ বিনষ্ট হয়। অনুপান—শিংশপার ক্বাথ।

(৩) ক্ষৌদ্রমেহে ঃ—(১) বেদবিদ্যাবটী—পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ, সীসা প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ব্রাহ্মীর রসে ১ দিন মৰ্দ্দন করিয়া

বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইয়া অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মণ্ডূর, বৈক্রান্ত, হীরাকস, প্রত্যেক পারদের সমান এবং মুতা, রক্তচন্দন, পুন্নাগ, নারিকেল মূল, কয়েৎবেল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেক দ্রব্য সমষ্টির তুল্য লইয়া সমস্ত দ্রব্য জামীরের রসে মৰ্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আমলকী ও গুলঞ্চের রস এবং মধু।

(২) বৃহদ্বঙ্গেশ্বর রস—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রূপা, কর্পূর, অভ্র, প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক ৪ মাষা, এই সমুদয় দ্রব্য কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু।

(৪) হস্তিমেহে ঃ—বঙ্গাষ্টক—পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, লৌহ, খর্পর, অভ্র ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান বঙ্গ। এই সমুদয় একত্র মৰ্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—আমলকী রস, হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু। ইহা হস্তিমেহ নাশক।

দ্বন্দ্বজ প্রমেহ চিকিৎসা

বাতপিত্তজ প্রমেহে ঃ—ভীমপরাক্রম—প্রথমতঃ একখানি কটাহে সীসক অগ্নিজ্বালে চড়াইবে, গলিয়া গেলে তাহাতে অল্প অল্প তেঁতুলছাল-ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া অনবরত হাতা দিয়া নাড়িবে। পরে ভস্মীভূত হইলে, সেই সীসক ১ ভাগ, ও পারদ ১ ভাগ একত্র মৰ্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। এক তিল হইতে মাত্রা আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ইহার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিবে। ইহা বাত ও পিত্তজ প্রমেহনাশক। অনুপান বিড়ঙ্গ, দারুহরিদ্রা, খদির, বেণার মূল ও গুবাকের ক্বাথ।

বাতশ্লেষ্মজ প্রমেহ ঃ—মেহারি—পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। সেই কজ্জলী কাল ধুতুরার রসের সহিত এক দিন মর্দ্দন করিয়া একটী কূপীর মধ্যে নিহিত করিবে। কূপীর মুখ অভ্র খণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। কূপীর উপরে বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা সাতবার লেপন দিয়া তিন দিন শুষ্ক করিবে এবং লবণপূর্ণ ভাণ্ড মধ্যে স্থাপিত করিয়া ১২ ঘণ্টা পাক করিবে। শীতল হইলে কূপিকা ভাঙ্গিয়া তন্মধ্য হইতে রস সংগ্রহ করিবে। সেই রস ২ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ ও লৌহ ১ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ছয় রতি মাত্রায় মধু, চিনি ও গুলঞ্চের রস অথবা মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবনে বাতশ্লেষ্মজ প্রমেহ সমূলে বিনষ্ট হয়। অনুপান—হরীতকী, কট্‌ফল, মুতা, লোধ, বেণামূল ও রক্তচন্দনের ক্বাথ, গুলঞ্চের রস, হরিদ্রাচূর্ণ, পিঁপুলচূর্ণ ইত্যাদি।

পিত্তশ্লেষ্মজ প্রমেহে ঃ—মেহবদ্ধ রস ঃ—জারিত পারদ, জারিত কান্ত লৌহ, জারিত মুণ্ড লৌহ, শিলাজতু, শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, অঙ্কোল বীজ, কপিত্থচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ; এই সকল দ্রব্যে ৩০ বার ভৃঙ্গরাজের ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। এই মেহবদ্ধ নামক ঔষধ ১ মাষা মাত্রায় মধুসহ লেহন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

ত্রিদোষজ প্রমেহ চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ত্রিদোষজ প্রমেহে হিতকর—

(১) উদয়ভাস্কর রস ঃ—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সোহাগা, শিলাজতু, অম্লবেতস, কট্‌ফল ও বঙ্গ, প্রত্যেক এক এক ভাগ, পঞ্চমূত্রের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিবে। পরে

জামীরের রসের সহিত ৪ দিন এবং জটামাংসী ও গোক্ষুরের ক্বাথের সহিত ২১ দিন মর্দ্দন করিয়া মূষা মধ্যে রুদ্ধ করিবে এবং কুক্কুটপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে যথাক্রমে তাহাতে ঘৃতকুমারী, চিতামূল, ত্রিকটু, জায়ফল, সোণাক্ষীরুই, কুঁচিলা, নখী, অম্লবেতস ইহাদের ভাবনা দিয়া এক এক দিন মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৩ রতি। অনুপান—গুলঞ্চের রস ও মধু।

(২) মেহমর্দ্দন রস ঃ—অভ্রসহ ৭ বার মাড়িত সীসকভস্ম চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত সমভাগ কান্ত লৌহ মিশ্রিত করিবে। পরে গোমূত্র ও শিলাজতুর সহিত মাড়িয়া শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ সীসকপাত্রে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—আমলকীর রস।

(৩) রামবাণ রস ঃ—বঙ্গসহ মাড়িত রৌপ্য ১ ভাগ এবং সীসকসহ মাড়িত স্বর্ণ ১ ভাগ ও জারিত পারদ ২ ভাগ একত্রে আলকুশী মূলের রসের সহিত তিন দিন মাড়িয়া শুষ্ক করিবে। পরে তাহার সহিত স্বর্ণমাক্ষিক, বৈক্রান্ত ও রাজাবর্ত্ত ভস্ম প্রত্যেক সমষ্টির সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে তুষপুটে ছয়বার পাক করিবে। পরে আলকুশীবীজ ও বাবলার ক্বাথে তিন বার ভাবনা দিবে। ইহা তিন রতি মাত্রায় গুলঞ্চের সত্ত্বের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

(৪) উমাশম্ভু রস ঃ—পারদ ও অভ্র সমান ভাগ, তুঁতে উভয়ের সমান। এই সমস্ত জামীরের রসের সহিত তিন দিন মাড়িয়া মূষারুদ্ধ করিবে এবং যথাক্রমে ৭ বার পুটপক্ব করিবে। পরে তাহাতে মাতুলুঙ্গ, মুতা ও বহেড়ার ক্বাথের ৪ বার, অর্জ্জুন ছালের ক্বাথের ২ বার এবং যষ্টিমধু, চিনি, কেতকী, জীরা, রম্ভা, খর্জ্জুর ও জাতীপত্রের রসের প্রত্যেকের দ্বারা তিনবার ভাবনা দিবে। এইরূপে রস প্রস্তুত

হইলে, তাহা তিন রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান—শতমূলীর রস ও মধু।

প্রমেহ চিকিৎসায় অনুপান

মধু-মেহে—সুপারি ও গুয়ে বাবলার ক্বাথ, জল-মেহে—পালিধা-মান্দারের ক্বাথ, ইক্ষুমেহে—জয়ন্তীর ক্বাথ, সুরামেহে—নিমের ক্বাথ, সিকতামেহে—চিতার ক্বাথ, শনৈর্মেহে—খদিরের ক্বাথ, পিষ্ট-মেহে—হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার ক্বাথ, সান্দ্রমেহে—ছাতিম ছালের ক্বাথ, শনৈর্মেহে—ত্রিফলা ও গুলঞ্চের ক্বাথ, লালামেহে—ত্রিফলা ও সোন্দালের কষায়, শুক্রমেহে—দূর্ব্বা, শৈবাল, কৈবর্ত্ত মুতা, করঞ্জ ও কেঁশুরের কষায়, অর্জ্জুন ও চন্দনের কষায়, নীলমেহে—অশ্বত্থের কষায়, হরিদ্রামেহে—সোন্দালের ক্বাথ, শুক্রমেহে—ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথ, ক্ষার-মেহে—ত্রিফলার ক্বাথ, মাঞ্জিষ্ঠমেহে রক্তচন্দনের ক্বাথ, সর্ব্বপ্রকার মেহে—গুলঞ্চের রস, শতমূলীর রস, কাঁচা হলুদের রস, গাঁন্দা পাতার রস, কাঁচা দুগ্ধ, হিঞ্চের রস, পলাশ পুষ্পের রস ও শিমূলের রস।

প্রমেহপীড়কার চিকিৎসা

(১) পারদ ভস্ম ও বঙ্গ ভস্ম একত্রে সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, ২ রতি মাত্রায় মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে সর্ব্ব প্রকার প্রমেহপীড়কা আরোগ্য হয়। ক্ষত বেশী হইলে হরিতাল ভস্ম প্রয়োগ করিবে।

ইতি প্রমেহচিকিৎসা সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

সোমরোগ চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সোমরোগ চিকিৎসায় বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

(১) তালকেশ্বর রস—হরিতাল, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র করিয়া মধু দ্বারা মাড়িয়া ৪ রতি পরিমাণ ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিয়া পরে পক্ব যজ্ঞডুম্বুর চূর্ণ অনুপান করিবে।

(২) হেমনাথ রস—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক ১ তোলা; লৌহ, কর্পূর, বঙ্গ ও প্রবাল প্রত্যেক ॥৹ তোলা। আফিংএর জলে, মোচার রসে ও যজ্ঞডুম্বুরের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—জাম-বীজ চূর্ণ, যজ্ঞডুমুরের রস ও মধু।

(৩) সোমনাথ রস—জারিত লৌহ ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, এলাইচ, তেজপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জাম, বেণার মূল, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, জীরা, আকনাদি, আমলকী, দাড়িম, সোহাগা, চন্দন, গুগ্‌গুলু, লোধ, শাল, অর্জ্জুন ও রসাঞ্জন প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

(৪) সোমেশ্বর রস—শালবৃক্ষের সার, অর্জ্জুনছাল, লোধ, কদম্ব, অগুরু, চন্দন, গণিয়ারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম, গোক্ষুর, জাম, বেণার মূল ও গুগগুলু প্রত্যেক অর্দ্ধ পল। পারদ, গন্ধক, ধনে, মুতা, এলাইচ, তেজপত্র, অভ্র, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, ঘৃতসহ মর্দ্দন করিয়া

২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—বাঁশ পাতার কাথ ও যজ্ঞডুম্বুরের চূর্ণ।

(৫) বসন্তকুসুমাকর রস—বৈক্রান্ত ১ ভাগ, স্বর্ণ, অভ্র, মুক্তা ও প্রবাল প্রত্যেক ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, রসসিন্দুর ৪ ভাগ। এই সমুদয় গোঁড়ালেবুর রসে, গব্যদুগ্ধে, বেণার মূলের ক্বাথে, বাসক ছাল ও ইক্ষুর রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আমলকী ও যজ্ঞডুম্বুরের রস ও মধু।

(৬) চন্দ্রকান্তি রস—শোধিত পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, হরিতাল, কাঁসা, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ। এই সকল দ্রব্যের সমান বঙ্গ একত্র মাড়িয়া আম ছালের ক্বাথ, আমলকীর রস, কুলথ কলাইয়ের ক্বাথ, লজ্জাবতীর রস, বটের ঝুরির রস, ও শিমূল মূলের রস প্রত্যেকের দ্বারা তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, মুতা, এলাইচ ও জৈত্রী এই সকল দ্রব্য সমভাগে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের সমান লইয়া চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—আমলকী ও কদলী মূলের রস।

সোমরোগ চিকিৎসার অনুপান

আমলকীর রস, যজ্ঞডুমুরের রস, জামের বীজ চূর্ণ, কলার এটের রস, কদলী পুষ্পের ক্বাথ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, মুতার রস, আকনাদির ক্বাথ, বাঁশ পাতার ক্বাথ, শালুকের রস, ত্রিফলার ক্বাথ, যবের ক্বাথ, তাল ও খেজুর গাছের শিকড়ের রস, সোনার ছালের রস, তেলাকুচা মূলের রস, পঞ্চ বল্কলের ক্বাথ, কেশুরিয়া পাতার রস।

ইতি সোমরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত

ত্রিংশ অধ্যায়

উপদংশ রোগ চিকিৎসা

বাতজ উপদংশে—রসতাল, ঘৃত ও মধু অনুপানে এক যব মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজ উপদংশে—রসমাণিক্য, ঘৃত ও মধু অনুপানে দুই রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

কফজ উপদংশে—হরিতাল ভস্ম, গব্য ঘৃত ও হরিদ্রা চূর্ণ অনুপানে প্রয়োগ করিবে।

ত্রিদোষজ উপদংশে—কৃষ্ণরস দুই রতি মাত্রায় গব্য ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া প্রয়োগ করিবে।

রক্তজ উপদংশে—বরাদিগুগ্গুলু—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, অর্জ্জুন; অশ্বত্থ, খদির, অসন এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া ইহাদের সমষ্টির সমান গুগ্গুলু মিশ্রিত করিবে। তাহার পর সকল দ্রব্যগুলিকে একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ॥০ তোলা মাত্রায় বটিকা করিবে। উষ্ণ দুগ্ধ দিয়া এই বটী সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার উপদংশ নিবারিত হইবে।

নিম্নলিখিত প্রলেপগুলি উপদংশ রোগে হিতকর ঃ—

(১) সৌরাষ্ট্রী মৃত্তিকা, গৈরিক, তুঁতে, হীরাকস, সৈন্ধব, লোধ, রসাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা, রেণুক ও এলাইচ সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ আরোগ্য হয়।

(২) হরিতাল ও মনঃশিলা পুটে দগ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ আরোগ্য হয়।

(৩) ত্রিফলা ও রসাঞ্জন একত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ আরোগ্য হয়।

(৪) বামনহাটীর মূল, অপামার্গের মূল, শ্বেত চন্দন ও মনঃশিলা একত্রে বাটিয়া মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ আরোগ্য হয়।

দূষিতযোনি-গমনজনিত ফিরঙ্গ রোগ চিকিৎসা

বাতজ ফিরঙ্গে—রসগুগ্‌গুলু—পাতন যন্ত্রে শোধিত পারদ ৩০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি, শোধিত মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ৪০০ রতি, ঘৃত ১০০ রতি, এই সমুদায় একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২০টী বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রথম হইতে তিন দিবস প্রত্যহ ৩টী করিয়া ও ৪র্থ দিবস হইতে প্রত্যহ একটী করিয়া সেবনীয়। ১৪ দিনে সমুদায় ঔষধ নিঃশেষ হইবে। এই ঔষধ সেবন কালে পর্পটী সেবনের নিয়ম সকল পালন করিবে।

পিত্তজ ফিরঙ্গে—ভৈরবরস—পারদ ১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি, এই উভয় দ্রব্য লৌহ পাত্রে নিমের দণ্ড দ্বারা ৩ ঘণ্টা মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ১০০ রতি শ্বেত খদির দিয়া মাড়িয়া কজ্জলবৎ করিয়া ২০টী বটিকা করিবে। বটিকাগুলি গোধূম চূর্ণ সহ রাখিয়া দিবে। যখন দেখিবে উপদংশ বিষ জন্য গাত্রে সমুদায় ব্রণ নিঃশেষরূপে নির্গত হইয়াছে তখন এই ঔষধ সেবন করাইতে আরম্ভ করিবে। ইহার সেবন বিধি রসগুগ্‌গুলু অনুযায়ী। ১৪ দিনে সমুদায় বটী নিঃশেষ করিবে। পথ্যাপথ্য—রসগুগ্‌গুলু অনুযায়ী।

কফজ ফিরঙ্গে—রসশেখর রস—পারদ ২ রতি, অহিফেন ১২ রতি, এই দুই দ্রব্য লৌহ পাত্রে নিম্ব দণ্ডে তুলসীর রসে মাড়িয়া তাহার সহিত হিঙ্গুল দুই রতি মিশ্রিত করিয়া পুনরায় তুলসীর রসে মাড়িবে। পরে জৈত্রী, জায়ফল, খোরাসানি যমানী ও আকরকরা প্রত্যেক দুই রতি, এই সকলের দ্বিগুণ খদির উহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তুলসীর রসে মাড়িয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রত্যহ সায়ংকালে দুইটী করিয়া প্রযোজ্য। লবণ ও অম্ল প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। ইহা কফজ ফিরঙ্গনাশক।

ত্রিদোষজফিরঙ্গ রোগে—রসকর্পূর ঃ—ময়দার একটী ছোট ঠুলি করিয়া তাঁহার মধ্যে ৪ রতি পরিমাণ পারদ দিয়া মুখ এমনি ভাবে বন্ধ করিবে যেন ভিতরের পারদ দেখা না যায়, কিংবা উপরেও পারদ না থাকে। পরে তাহার উপরে লবঙ্গের গুঁড়া মাখাইয়া এরূপ সতর্কতার সহিত গিলিয়া খাইবে যেন দাঁতে না লাগে। ইহা সেবনের পর তাম্বুল খাইবে। ইহা সেবনকালে, শাক, অম্ল, লবণ, পরিশ্রম, রৌদ্র, পথপর্য্যটন এবং স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

সপ্তামৃতা বটী ঃ—পারদ ½ তোলা, খদির ½ তোলা, আকরকরা ১ তোলা, মধু দেড় তোলা, একত্র মাড়িয়া ৭টী বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতে ১টী করিয়া বটী জলের সহিত সেব্য। ইহা সেবনকালে অম্ল ও লবণ বর্জ্জনীয়।

ধূমপ্রয়োগ ঃ—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, কজ্জলী করিয়া বিড়ঙ্গ চূর্ণ ২ তোলার সহিত একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে ৭টী বটী প্রস্তুত করিয়া এক একটী দ্বারা ধূম প্রয়োগ করিলে ৭ দিনে উপকার পাওয়া যায়।

ব্রধ্ন বা বাগী-চিকিৎসা

বাগীতে বাতারি-রস, বরাদি-গুগ্‌গুলু, ভৈরব-রস, রসতালক, রসশেখর রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

লিঙ্গার্শ চিকিৎসা

মনঃশিলাদি প্রলেপ ঃ—মনঃশিলা, তুঁতে, শৈলজ, সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন ও হরিতাল সমভাগে লইয়া ঘৃতে মৰ্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে লিঙ্গার্শ আরোগ্য হয়।

গণোরিয়া বা বিষাক্ত প্রমেহ চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বিষাক্ত প্রমেহ নাশক।

(১) বঙ্গরত্ন ঃ—লৌহভস্ম ১, বঙ্গভস্ম ১, পারদভস্ম ১, শিলাজতু ১, একত্রে মৰ্দ্দন করিয়া গোক্ষুর, বরুণ, শ্বেতচন্দন, কুড়, কাঁচা হরিদ্রা, ঘৃতকুমারী ও বাবলা ছালের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী করিবে। কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবনে উৎকট গণোরিয়া আরোগ্য হয়।

রসরাজ-রস ঃ—অভ্র ১, লৌহ ১, স্বর্ণবঙ্গ ১, শিলাজতু ১, স্বর্ণসিন্দুর ১, স্বর্ণ গৈরিক ১, যবক্ষার ১ এইগুলি গোক্ষুর ও বরুণ ছালের ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান—হরিদ্রা চূর্ণ ও মধু। ইহা সর্ব্বপ্রকার দূষিত প্রমেহ বা গণোরিয়া নাশক।

স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুতি বিধি ঃ—লৌহ বা মৃণ্ময়পাত্রে কিঞ্চিৎ বঙ্গ অগ্নিতাপে গলাইয়া তাহাতে বঙ্গের সমান পারদ নিক্ষেপ করিবে। উভয়ে মিশ্রিত হইলে উহার সহিত নিশাদল ও গন্ধক চূর্ণ পারদের সমান পরিমাণে মিলাইয়া মৰ্দ্দন করিবে। পরে সূক্ষ্মবস্ত্র ও কৰ্দ্দমদ্বারা লিপ্ত একটী কাচের শিশিতে ঐ সমুদায় চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া বালুকাযন্ত্রে ১২ ঘণ্টা পাক করিবে।

বঙ্গভস্ম ঃ—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ ও শোধিত বঙ্গচূর্ণ ৩ ভাগ, এইগুলি কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে অতি উত্তমরূপে মৰ্দ্দন করিবে। তাহার পর উহাকে পিণ্ডাকৃতি করিয়া এরণ্ডপত্রের মধ্যে বাঁধিয়া তিন দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। তাহার পর উহাকে তথা হইতে উদ্ধৃত করিয়া পুনরায় ঘৃতকুমারীর রসে মৰ্দ্দন করিয়া তিনবার গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে অতি সুন্দর বঙ্গভস্ম পাওয়া যাইবে। এইরূপ ভাবে ভস্মীকৃত বঙ্গ ২ রতি মাত্রায় হরিদ্রা চূর্ণ ও মধুর সহিত প্রদত্ত হইলে সর্ব্বপ্রকার বিষাক্ত প্রমেহ বা গণোরিয়া আরোগ্য হইবে।

সর্ব্বপ্রকার গণোরিয়ানাশক ঔষধির মধ্যে বঙ্গই শ্রেষ্ঠ। উপরি উক্ত প্রণালীতে দস্তা ও সীসক ভস্ম প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিষাক্ত প্রমেহ বহুমূত্র এবং বিংশতি প্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়। উহাদের সহিত বিশুদ্ধ লৌহভস্ম প্রয়োগ করিলে আরও বেশী ফল পাওয়া যায়।

শূকদোষ চিকিৎসা

উপদংশ এবং ব্রণরোগ চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে শূকদোষ চিকিৎসায় সেই ঔষধগুলি রোগের ও দোষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পঞ্চবল্কলের ক্বাথ দিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া শোধিত আমলাসার গন্ধক ও গব্য ঘৃতের সহিত মৰ্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। ত্রিফলার সহিত রসাঞ্জনের প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার শূকদোষ আরোগ্য হইবে।

একত্রিংশ অধ্যায়

রক্তপিত্ত চিকিৎসা

বাতপ্রধান রক্তপিত্তে ঃ অর্কেশ্বর—মাড়িত তাম্র, অভ্র, বঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক ইহাদিগকে গুলঞ্চের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া পুট দিবে। অনুপান—বাসক ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস। মাত্রা ৪ রতি। ইহা দ্বারা বাতপ্রধান রক্তপিত্ত সমূলে বিনষ্ট হয়।

সুধানিধি রস ঃ—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহচূর্ণ, সমভাগে লইয়া ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া মূষা মধ্যে ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা—১ রতি। অনুপান—ত্রিফলার ক্বাথ। রক্তপিত্ত প্রশান্তির জন্য রাত্রিতে লৌহপাত্রে গব্যদুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

পিত্তপ্রধান রক্তপিত্তে ঃ—রক্তপিত্তান্তক-লৌহ ঃ—জারিত অভ্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল ও গন্ধক সমভাগ। ইহাদিগকে যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও গুলঞ্চের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে পিত্তপ্রধান রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়। মাত্রা—২ রতি।

শর্করাদ্য-লৌহ ঃ—চিনি, তিল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ ইহাদের সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ আনা মাত্রায় বাসকের রস ও মধু অনুপানে সেব্য।

কফপ্রধান রক্তপিত্তে ঃ—কপর্দ্দক-রস ঃ—শোধিত পারদ, কার্পাস ফুলের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পূরিবে। পরে অন্ধ মূষায় পাক করিয়া উত্তোলন কালে চূর্ণ করিবে এবং দ্বিগুণ মরিচ চূর্ণ তাহার সহিত মিশাইবে। মাত্রা—১ রতি। অনুপান—ঘৃত ও যজ্ঞডুম্বুরের রস।

রসামৃত-রস ঃ—পারদ ১ ভাগ, পারদের দ্বিগুণ গন্ধক, স্বর্ণ-মাক্ষিক, শিলাজতু, চন্দন, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, মৌলফুল, ধনে, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, ধাইফুল, নিম্বপত্র, ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ১ ভাগ। ইহাদিগকে মধু ও চিনি সহ যথাবিধি মর্দ্দনপূর্ব্বক, ধারোষ্ণ দুগ্ধসহ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রাতে সেব্য।

রক্তপিত্তাঙ্কুশ-রস—পারদ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ১ ভাগ, উর্দ্ধ-পাতন যন্ত্রে মিলিত করিয়া তাহার সহিত কুক্কুটাণ্ডের রস ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ ও ঘৃত ১ ভাগ মিশ্রিত করিবে এবং ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিবে। এই সিদ্ধ রস জীরার ক্বাথের সহিত ৩ রতি পরিমাণে সেবন করিবে।

সর্ব্বপ্রকার রক্তপিত্তনাশক—চন্দ্রকলা-রস ঃ—পারদ ও তাম্রভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা, একত্র তিন দিন মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে উভয় দ্রব্যের সমান পরিমাণ গন্ধক তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী করিবে। পরে তাহাতে মুতা, দাড়িম, দূর্ব্বা, কেতকীজটা, বেড়েলা, ঘৃতকুমারী, ক্ষেতপাপড়া, রাম-শীতলা বা আরামশীতলা ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের রসে পৃথক পৃথক্ ১ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে কুড়চীমূল, গুলঞ্চ সত্ত্ব, ক্ষেত-পাপড়া, বেণার মূল, পিপুল, শৃঙ্গাটক ও অনন্তমূল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এক এক ভাগ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া দ্রাক্ষাদি কষায়ে ৭ বার ভাবনা দিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে।

রক্তপিত্ত চিকিৎসার অনুপান

বাসক পাতার রস, শতমূলের রস, আমলকীর রস, কালজামের রস, কুকুরশোঁকার রস, গাঁন্দা পাতার রস, থোড়ের রস, গুলঞ্চের রস, পল্‌তার রস, যজ্ঞডুম্বুরের রস, কুষ্মাণ্ডের রস, ও দূর্ব্বার রস। কিস্‌মিস্‌, হরীতকী,

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, লোধ, ধনে, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, দ্রাক্ষা, বটের ঝুড়ি, নীলোৎপল, খর্জ্জুর, পিপুল, জাম, আম ও অর্জ্জুন-ছালের ক্বাথ।

ইতি রক্তপিত্ত চিকিৎসা সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

যক্ষ্মা চিকিৎসা

বায়ু-প্রধান যক্ষ্মায়—রাজমৃগাঙ্ক-রস—রসসিন্দূর ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১২ তোলা, শিলাজতু ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে পূরিবে। পরে ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কড়িসকলের মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকার ভাণ্ডে স্থাপিত ও রুদ্ধ করিয়া লেপ দিবে। পরে শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা মরিচচূর্ণ ও ঘৃত।

শঙ্খেশ্বর রস—শঙ্খনাভি ৪ মাষা, কড়ি ১৬ মাষা, নীল তুঁতে ২ মাষা এবং গন্ধক, সীসকভস্ম, পারদভস্ম ও সোহাগা প্রত্যেক ২২ মাষা, এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পুরিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি অনুপান—ঘৃত ও মধু।

মৃগাঙ্কপোট্টলী-রস—১৬ নিষ্ক শঙ্খনাভি, গোধুগ্ধসহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা মূষা প্রস্তুত করিবে। সেই মূষার মধ্যে অর্দ্ধ নিষ্কজারিত পারদ ও তিন নিষ্ক গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা

ও বস্ত্র দ্বারা বাহিরে প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক করিবে। পাক শেষে সেই ঔষধ মূষার সহিত চূর্ণ করিয়া ১ রতি মাত্রায় পিপুল চূর্ণ ও মধু অনুপানে সেব্য।

পঞ্চামৃত-রস—পারদভস্ম, অভ্রভস্ম, লৌহভস্ম, শিলাজতু, মিঠাবিষ, জারিত-তাম্র এবং গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথে শোধিত গুগ্গুলু প্রত্যেক সমভাগ। এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ রতি মাত্রায় পিপুলচূর্ণ ও মধু অনুপানে সেব্য।

লোকেশ্বর-রস :—পারদভস্ম ১ ভাগ, স্বর্ণভস্ম সিকিভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, এই সমস্ত একত্র চিতামূলের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পূরিবে। এবং সোহাগা দ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিবে। পরে একটী ভাণ্ডের মধ্যদেশে চূর্ণ লেপন করিয়া সেই ভাণ্ডে কড়িগুলি নিহিত করিবে। এবং মৃত্তিকা দ্বারা তাহার মুখ রুদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে পুটপাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা—৪ রতি। অনুপান—ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ। ২১ দিন পর্য্যন্ত এই অনুপানে ঔষধ সেবন করিবে এবং লবণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঘৃত ও দধিসহ অন্ন ভোজন করিবে।

পিত্তপ্রধান যক্ষ্মায় :—বৈদ্যনাথ-রস—শঙ্খনাভিভস্ম ৪ মাষা, কড়িভস্ম ১৬ মাষা, নীল তুথক, হরিতাল, গন্ধক, সোহাগা, রৌপ্য ও সীসক প্রত্যেক ২ তোলা, পারদ ১ তোলা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া পর্দ্দক চূর্ণ ও মণ্ডূরে কল্কিত ও লেপিত মূষা মধ্যে রুদ্ধ করিয়া পুট দিবে। এই চূর্ণ ৩ রতি ও মরিচ চূর্ণ ৩ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে।

রাজাবর্ত্ত-রস :—রাজাবর্ত্ত, রসসিন্দূর, তাম্রভস্ম ও যষ্টিমধু সমভাগে একত্র করিয়া ঘৃতসহ পাক করিবে। এই ঔষধ ঘৃত, মধু ও চিনি সহ সেব্য। মাত্রা—অগ্নিবল অনুসারে সিকি তোলা হইতে অর্দ্ধ তোলা।

ক্ষয়কেশরী ঃ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল, লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৪॥০ তোলা, রসসিন্দূর ৪॥০ তোলা। ছাগ-দুগ্ধ সহ পেষণ করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান ঘৃত ও মধু। অথবা শুধু মধু।

রজতাদি-লৌহ ঃ—রৌপ্যভস্ম ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ, ত্রিকটু ৩ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রাতে মধু ঘৃতের সহিত লেহন করিবে। মাত্রা ৪ রতি।

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র-রস ঃ—স্বর্ণ, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জৈত্রী ও এল বালুক প্রত্যেক ২ তোলা একত্র মাড়িয়া ঘৃতকুমারী ও কেশরাজরসে এবং ছাগীদুগ্ধে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান বাসকের রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু।

কফপ্রধান যক্ষ্মায় ঃ—মহামৃগাঙ্ক-রস ঃ—স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ রসসিন্দূর ২ ভাগ, মুক্তাভস্ম ২ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, রৌপ্যভস্ম ৪ ভাগ, প্রবাল ৭ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ এই সমুদায় টাবালেবুর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া মূষা মধ্যে লবণযন্ত্রে ১২ ঘণ্টা পাক করিবে। শীতল হইলে সমস্ত চূর্ণের ৬৪ ভাগের ১ ভাগ হীরক মিশ্রিত করিবে। অনুপান—মরিচচূর্ণ ও ঘৃত।

কনকসুন্দর-রস ঃ—পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণ সিকিভাগ, মনঃশিলা, গন্ধক, তুতে, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বিষ ও সোহাগা এই সকল পারদের সমান প্রদান করিবে। জয়ন্তী, ভীমরাজ, আকনাদি, বাসক, বকপুষ্প, ঈশলাঙ্গলা ও চিতার রসে পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া পুনরায় আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত

করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—মরিচচূর্ণ ও ঘৃত অথবা পিপুল চূর্ণ ও মধু।

অগ্নিরস ঃ—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিবে। এই উভয়ের সমান বিশুদ্ধ তীক্ষ্ণ লৌহচূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দনান্তে গোলাকার করিয়া তাহা একটী তাম্রপাত্রে রাখিবে। এবং এরণ্ডপত্র দ্বারা সেই পাত্র আচ্ছাদন করিয়া দুই প্রহর রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। দুই প্রহর রৌদ্রে থাকিয়া উষ্ণ হইলে তাহা ৮ দিন ধান্যরাশির মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। পরে তাহা উদ্ধৃত ও চূর্ণীকৃত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জাতিফল, লবঙ্গ, এই ৯টা দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ উক্ত চূর্ণসহ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ আনা। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রস ঃ—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খভস্ম প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ এইসকল দ্রব্য কাগজী লেবুর রসে মাড়িয়া গোলাকার করিয়া তীব্র অগ্নিতে বদ্ধ-মূষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে লৌহ ১ ভাগ ও লৌহের অর্দ্ধেক হিঙ্গুল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা আদার রস ও মধু।

বজ্রপর্পটী ঃ—খর্পরসত্ত্ব ২ তোলা, জারিত স্বর্ণ ৬ মাষা, পারদ ২৪ মাষা, গন্ধক ৩২ মাষা, প্রবাল ও মুক্তাভস্ম প্রত্যেক ৬ মাষা, লৌহভস্ম ৮ মাষা, সীসকভস্ম ১২ মাষা এবং তাম্রভস্ম ১৬ মাষা এই সকল দ্রব্য আমরুলের রসের সহিত মাড়িয়া চূর্ণ করিবে। পরে তাহার সহিত নীল বড়ী, অভ্রভস্ম, অয়স্কান্ত-ভস্ম ও হরিতাল ৮ মাষা, আঁকোড়, কঙ্গুনীবীজ ও তুথক প্রত্যেক ১৬ মাষা, সোহাগা ৩২ মাষা, ও কড়ি-

ভস্ম ৮০ মাষা, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্রমশঃ ৮ সের জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে তুষ ১২৮ সের ও বন ঘুটে ১০০০ পল দ্বারা পাক করিতে হইবে। পাকশেষে ঔষধের ২ মাষা চতুর্থাংশ পরিমিত গন্ধক ও মরিচ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা মধুসহ আলোড়িত করিয়া তাম্বুলপত্রে লেপন পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ঔষধ সেবনের ১ ঘটিকা পর হইতে প্রতি প্রহরে এক একবার পথ্য ভোজন করিতে দিবে। ইহা ১ দিন মাত্র সেবন করিয়া ৪৮ দিন পর্য্যন্ত সুপথ্য ভোজী হইয়া ইচ্ছানুরূপ ভোজন করিবে।

পঞ্চামৃত-পর্পটী—স্বর্ণ ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, তাম্র ৩ তোলা, অভ্রসত্ত্ব ৪ তোলা, কান্তলৌহ ৫ তোলা এবং সীসক ও বঙ্গ ½ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র দ্রবীভূত করিবে। শীতল হইলে বালুকার মত চূর্ণ করিবে। গন্ধক, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেক ৮ তোলা এই সমুদায় খলে ফেলিয়া অম্লবর্গের সহিত মর্দ্দন করিবে এবং স্বর্ণমাক্ষিক, নীলাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা ও গন্ধকচূর্ণ সহ প্রত্যেকবার মিশ্রিত করিয়া বিংশতিবার পুট দিবে। এই সমস্ত ধাতু-দ্রব্যের দ্বিগুণ পরিমিত পারদ এবং পারদের দ্বিগুণ পরিমিত গন্ধক একত্র কজ্জলী করিবে। পরে রসপর্পটী পাকের ন্যায় পাক করিবে। শীতল হইলে সেই পর্পটী চূর্ণ করিয়া ও বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঊর্দ্ধদণ্ড বিশিষ্ট পলায় নিক্ষেপ ও দ্রাবিত করিবে। এবং তাহার সম পরিমিত হরিতাল, মনঃশিলা ও গন্ধক এবং ½ পল পরিমিত মিঠাবিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লৌহ পলাতে তাহা এরূপ ভাবে জারিত করিবে যেন দগ্ধ হইয়া না যায়। পূর্ব্বোক্ত হরিতালাদি পদার্থ জীর্ণ হইলে তাহা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। ডহর করঞ্জ, বট্‌কোল, কণ্টকারী ও শজিনামূল এই সকল দ্রব্য ৫ পল ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ষোড়শাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ক্বাথ দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে

কুঁচিলা ও নিশিন্দার রসে ভাবনা দিবে। পরে পলিকার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কুল কাষ্ঠের অগ্নিতে ঈষৎ সিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। ইহা ১ রতি পরিমাণে ত্রিকটু ও ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। ইহা সেবনকালে তৈল, সর্ষপ, বেল, অম্ল, কয়েৎবেল, কুক্কুট মাংস, বেগুণ পরিত্যাগ করিবে।

ব্যবায়শোষে ঃ—বসন্তকুসুমাকর রস প্রয়োগ করিবে। অনু-পান—ঘৃত, মধু ও চিনি।

শোকজশোষে ঃ—মকরধ্বজ রস দুগ্ধ অনুপানে প্রযোজ্য।

মকরধ্বজ রস ঃ—শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ১ পল, পারদ ৮ পল, গন্ধক ২৪ পল এই সমস্ত রক্তবর্ণ কার্পাস পুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনুসারে পাক করিবে। বোতলের ঊর্দ্ধ সংলগ্ন রস ১ তোলা, কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ, জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা মৃগনাভি ৬ মাষা এই সমস্ত একত্র মাড়িয়া ২ হইতে ৪ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

ব্যায়ামশোষে ঃ—রত্নগর্ভ পোট্টলীরস পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা ঘৃত ও গোলমরিচচূর্ণ অনুপানে প্রায়োগ করিবে। বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র, মহামৃগাঙ্ক রস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস প্রভৃতি ঔষধও ইহাতে হিতকর।

জরাশোষে ঃ—কমলাবিলাস রস—লৌহ, অভ্র, গন্ধক, পারদ, স্বর্ণ ও হীরক এই সকল দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া পক্ক এরণ্ড-পত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া তিন দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া দিবে। পরে ঐ ঔষধ চূর্ণ করিয়া মধু ও ত্রিফলার চূর্ণ সহ ২ রতি মাত্রায় সেব্য।

অধ্বশোষজনিত শোষে ঃ—মাংস রস অনুপানে মৃগাঙ্ক রস প্রয়োগ করিবে। স্বর্ণভস্ম ইহাতে বিশেষ উপকারী।

ব্রণশোষে ঃ—হরিতাল-ভস্ম ও পারদ-ভস্ম গব্য ঘৃত অনুপানে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। ইহাতে বসন্তকুসুমাকর-রস, মকরধ্বজ-রস, মহামৃগাঙ্ক, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

উরঃক্ষতে ঃ—রজতাদি লৌহ, শিলাজত্বাদি লৌহ, রাজমৃগাঙ্ক, কাঞ্চনাভ্র রস প্রভৃতি ঔষধ লাক্ষাচূর্ণ দুগ্ধ ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

যক্ষ্মা রোগে উপসর্গ চিকিৎসা

(১) স্বরভঙ্গে ঃ—ত্র্যম্বকাভ্র—মৃগনাভি, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ ও বংশলোচন-চূর্ণ অনুপানে প্রয়োগ করিবে।

(২) শূল বেদনায়—শূলরাজ লৌহ ও ত্রিনেত্র-রস আদার রস ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

(৩) স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচে—মকরধ্বজ-রস, বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র দশমূলের ক্বাথ অনুপানে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সার চন্দনাদি ও বৃহচ্চন্দনাদি তৈলের মালিশও অতিশয় হিতকর।

(৪) জ্বরে—বজ্রপর্পটী, হরিতাল-ভস্ম, মহামৃগাঙ্ক, রাজমৃগাঙ্ক বসন্তকুসুমাকর-রস, শ্রীজয়মঙ্গল-রস, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, বিষমজ্বরান্তক লৌহ, রত্নগর্ভপোট্টলী রস প্রভৃতি ঔষধ কণ্টকারি ও বাসক ছালের ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

(৫) দাহে—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রস, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, শতমূলী, বেণা-মূল, নীলোৎপল ও পিপুলের ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে। মহোদধি-রস, কুমুদেশ্বর-রস ও তাম্রভস্ম—গুলঞ্চের রস ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিবে।

(৬) অতিসারে—বিজয়পর্পটী মুতার রসের সহিত প্রয়োগ করিবে।

বিজয়পর্পটী—পারদ, হীরা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, তাম্র, অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ ও গন্ধক ৭ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাবিধানে পর্পটী প্রস্তুত করিবে।

(৭) রক্তনির্গমে—শোধিত হিঙ্গুল ২ রতি মাত্রায় পল্তার রস ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে। রক্তপিত্তান্তক-রস বা হরিতাল-ভস্ম বাসক পাতার রসের সহিত প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তনির্গমন বন্ধ হইয়া যাইবে।

(৭) শিরঃপরিপূর্ণতায়—(মাথা ভার হইয়া থাকিলে) ইহাতে স্বর্ণঘটিত মহালক্ষ্মীবিলাস-রস দশমূলের ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

(৯) অরুচিতে—সুলোচনাভ্র—অভ্রভস্ম ১ পল, কান্তলৌহ ১ পল এবং চৈ, কুলের বীজের শাঁস, বেণার মূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুল, ছোলঙ্গ-লেবু প্রত্যেক ১০ পল একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় সেব্য। অনুপান—শুঁঠ চূর্ণ ও ইক্ষু গুড়।

(১০) কাশে—বৃহচ্চন্দ্রামৃত রস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, কর্পূর ½ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, বীজতাড়ক বীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলে-খাড়া-বীজ, বেড়েলামূল, আলকুশী-বীজ, গোরক্ষ-চাকুলে, জয়িত্রী, জায়-ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেত ধূনা, প্রত্যেক ½ তোলা, এই সকল দ্রব্য মধুসহ মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধু অনুপানে সেবনীয়।

বসন্ততিলক-রস—স্বর্ণ ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, মুক্তা ২ তোলা, প্রবাল ২ তোলা। এই সমুদয় দ্রব্য গোক্ষুর, বাসক ও ইক্ষুর রসে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৭ প্রহর পাক করিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহা মৃগনাভি ৪ তোলা ও কর্পূর ৪ তোলা দ্বারা ভাবিত করিয়া মাড়িয়া লইবে।

(১১) উৎকাসিকায়—বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা—পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, মনছাল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, ধুতুরাবীজ ও মরিচ এইগুলি প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া জয়ন্তী, চিতা, মান, ঘেঁটকোল, থুলকুড়ি, সিদ্ধিপত্র, কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, আদা, নিসিন্দা, ইহাদের প্রত্যেকের ২০ তোলা পরিমিত রসে পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস।

বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র—পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগেশ্বর, কর্পূর, জৈত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র, ধুতুরাবীজ, প্রত্যেক ২ তোলা পরিমিত। শোধিত কৃষ্ণাভ্র চূর্ণ ৮ তোলা, তালীশ পত্র, মুতা, জটামাংসী, কুড়, ধাইফুল, গুড়ত্বক্, এলাইচ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ও গজপিপ্পলী ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা একত্র করিয়া পিপুলের ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। অনুপান—বাসকের রস ও মধু।

যক্ষ্মা চিকিৎসার অনুপান

নবনী, ঘৃত, মাসরস, লাক্ষারস, বাসকের রস, পিপুলচূর্ণ, আমলকীর রস, অর্জ্জুনছালের রস, লোধ, গোরক্ষ-চাকুলে, যষ্টিমধু ও কিসমিসের ক্বাথ, বংশলোচন চূর্ণ, মৃগনাভী চূর্ণ, এলাইচ চূর্ণ, ডালিমের রস, কুষ্মাণ্ডের রস, আলকুশীবীজ চূর্ণ, তালমিছরী, তালিশপত্র চূর্ণ, সিদ্ধি চূর্ণ, রসোনের রস, দশমূলের ক্বাথ, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, বেড়েলা, বালা, যষ্টিমধু, শতমূলী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, জাতীফল ও গোলমরিচ চূর্ণ, আদার রস ও মধু।

মল্লিখিত "যক্ষ্মা চিকিৎসা" নামক বৃহৎ পুস্তকে আমি যক্ষ্মা রোগের বিবয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

ইতি যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

কাসরোগ চিকিৎসা

বাতজকাসে ঃ—ভূতাঙ্কুশ-রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, তাম্রভস্ম ৩ ভাগ, মরিচ চূর্ণ ৫ ভাগ, অভ্রভস্ম ৪ ভাগ, মিঠাবিষ ১ ভাগ ও ভূতাঙ্কুশ (হেচেতা) ১ ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য অম্লরসসহ ৩ ঘণ্টা মাড়িয়া শুষ্ক করিবে। মাত্রা—১ আনা। অনুপান—বহেড়া চূর্ণ ও মধু।

পিত্তজকাশে ঃ—স্বয়মগ্নিরস—ত্রিকটু, ত্রিফলা, বড় এলাচ, জায়ফল, লবঙ্গ, এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ এবং জারিত পারদ ১ ভাগ একত্র মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ আনা মাত্রায় দিবসে ২ বার সেব্য।

কফজকাসে ঃ—বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র—যক্ষ্মা-চিকিৎসায় প্রয়োগ ও প্রস্তুত প্রণালী দ্রষ্টব্য।

ক্ষতজকাসে ঃ—রসেন্দ্রগুড়িকা—যক্ষ্মা-চিকিৎসায় প্রয়োগ ও প্রস্তুত প্রণালী দ্রষ্টব্য।

ক্ষয়জকাসে ঃ—সার্ব্বভৌম-রস---শৃঙ্গারাভ্রে স্বর্ণলৌহ ২ মাষা মিশ্রিত করিলে সার্ব্বভৌমরস প্রস্তুত হয়। শৃঙ্গারাভ্রের প্রস্তুতি ও প্রয়োগ প্রণালী যক্ষ্মাচিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

লক্ষীবিলাস রস ঃ—বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, লৌহ, কাঁসা, পারদ, গন্ধক ও হরিতাল প্রত্যেক ৮ তোলা, খর্পর ৪ তোলা একত্র করিয়া কেশুরিয়ার রসে ও কুলথ কলাইয়ের ক্বাথে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত এলাইচ, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, ত্রিকটু ত্রিফলা, তগরপাদুকা, গুড়ত্বক্ ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পুনরায় কেশুরিয়ার রসে ও কুলথ কলাইয়ের ক্বাথে মাড়িয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে।

তরুণানন্দ রস ঃ—রস ২ কর্ষ, গন্ধক ২ কর্ষ, খলে মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। পরে বিল্বমূল, গণিয়ারী, সোণাছাল, গাম্ভারী, পারুল বেড়েলা, মুতা, পুনর্নবা, আমলকী, বৃহতী, বাসকপত্র, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের এক এক কর্ষ রসদ্বারা পৃথক পৃথকরূপে মর্দ্দন করিয়া পুনরায় ১০ তোলা পরিমাণ বাসকের রস দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার সহিত ৪ কর্ষ অভ্র, ১ কর্ষ কর্পূর. ১ মাষা জৈত্রী, ১ মাষা জাতীফল, এক মাষা জটামাংসী, ১ মাষা তালীশপত্র, ১ মাষা এলাচি এবং এক মাষা লবঙ্গ মিশ্রিত করিয়া ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস সহ পেষণ পূর্ব্বক ২ রতি মাত্রায়—বাসকের রস ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিবে।

জরাকাসে ঃ—বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র, বৃহৎচন্দ্রামৃতরস, বৃহৎরসেন্দ্র-গুড়িকা, কমলাবিলাস রস প্রভৃতি জরা, ক্ষয় নাশক ঔষধগুলি মাংসরস, দুগ্ধ ও ঘৃত অনুপানে ব্যবস্থা করিবে।

ত্রিদোষজকাসে ঃ—কাসসংহারভৈরব—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জায়ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র করিয়া থুলকুড়ি কেশুরিয়া, নিসিন্দা, কাকমাচী, ঘলঘসিয়া, শালপাণি, গিমা, বামুনহাটী, হরীতকী ও বাসক ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের রসে ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—বাসক, শুঁঠ ও কণ্টকারীর ক্বাথ।

নিত্যোদয়-রস ঃ—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া বিল্বমূল, গণিয়ারী, সোণাছাল, পারুল, গাম্ভারী, বেড়েলা, মুতা, পুনর্নবা, আমলকী, বৃহতী, বাসকপত্র, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের এক এক কর্ষ রস দ্বারা পৃথকরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত রৌপ্য ½ তোলা স্বর্ণমাক্ষিক ½ তোলা, কৃষ্ণাভ্র ৮ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জৈত্রী, জাতীফ [illegible], জটামাংসী, তালীশপত্র, এলাইচ,

লবঙ্গ, এই সমুদয় প্রত্যেকে ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া বাসকের রস দ্বারা পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং পুনরায় ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

কাস চিকিৎসার অনুপান

বাতজকাসে ঃ—দশমূলের ক্বাথ, মাংসরস, শুঁঠ, পিপুল, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামনহাটী ও দুরালভার ক্বাথ, রাস্নার রস কাঁক-ড়ার ঝোল, শিঙ্গীমাছের ঝোল, মাষকলায় ও আলকুশী-বীজের যূষ, পুরাতন গুড় ও তিলতৈল।

পিত্তজকাসে ঃ—ত্রিফলাচূর্ণ, বেড়েলা, বৃহতী, বাসক, কণ্ট-কারী ও দ্রাক্ষার ক্বাথ, পদ্মবীজ চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ, চিনি, পিণ্ডখেজুর, ও খৈ চূর্ণ; গব্যঘৃত মধুর সহিত; মাংসরস, যষ্টিমধু চূর্ণ, ইক্ষুরস, শত-মূলীর রস, শ্বেতচন্দন, উৎপল, দ্রাক্ষা ও অর্জ্জুনছাল চূর্ণ।

কফজকাসে—বাসক, কণ্টকারী, পিপুল, কটফল, শুঁঠ, কাকড়া-শৃঙ্গী, বামনহাটী, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, নিসিন্দা, যমানী, চিতামূল ইহাদের চূর্ণ বা ক্বাথ ও বংশলোচন চূর্ণ, যবক্ষার চূর্ণ, চৈ, চিতামূল ও পিপুলমূল-চূর্ণ, কুড়চূর্ণ, বচচূর্ণ, যবক্ষার চূর্ণ, শুষ্ক মূলাচূর্ণ, কুলথ কলায়ের যূষ।

কাসান্তক ধূম—(১) মনঃসিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মূলা ও ইঙ্গুদী ফলত্বক বা শাঁস এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া সেই পেষিত কল্ক দ্বারা একখানি বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে একখানি শরাতে কুলকাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নি রাখিয়া তাহাতে ঐ বর্ত্তি নিক্ষেপ করিবে এবং আর একখানি ছিদ্র বিশিষ্ট শরা উহার উপর ঢাকা দিয়া শরার ছিদ্রে একটী নল প্রবিষ্ট

করিয়া দিবে। যখন নল দিয়া ধুম নির্গত হইবে তখন সেই ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিবে এবং ম পানান্তর গুড় মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে। তিন দিবস এরূপ ধূম পান করিলে সর্ব্বদোষোদ্ভব কাস বিনষ্ট হয়।

(২) মনঃশিলা জলে ঘসিয়া কতকগুলি কুলপত্রে মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। সেই কুলপত্রের ধূম গ্রহণ করিয়া দুগ্ধ পান করিলে সকল প্রকার কাস নিবারিত হয়।

(৩) আকন্দ মূলের ছাল ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ; মিলিত ত্রিকটু উভয়ের অর্দ্ধভাগ। ইহাদের চূর্ণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম পান করিবে। পরে তাম্বূল ভক্ষণ এবং দুগ্ধ বা জল পান করিবে। ইহাতে পঞ্চবিধ কাসই প্রশমিত হয়।

(৪) মরিচ, মনঃশিলা ও আকন্দের আঠা একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বেগুনের খোসা ভাবিত করিবে। পরে উহা শুষ্ক হইলে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া যথাবিধি তাহার ধূম গ্রহণ করিলে সকল প্রকার কাস বিনষ্ট হয়।

ইতি কাস-চিকিৎসা সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্বাস চিকিৎসা

মহাশ্বাসে:—পিপ্পলাদ্য লৌহ—পিপ্পলী, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলবীজের শস্ত, যষ্টিমধু, চিনি, বিড়ঙ্গ, পুষ্করমূল ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, জল দিয়া মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—গুড় ও বামনহাটীর ক্বাথ।

ঊর্দ্ধশ্বাসে:—সূর্য্যাবত রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর মাড়িয়া উহা দ্বারা ২ ভাগ পরিমিত

তাম্রপত্র প্রলিপ্ত করিয়া ১ দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে ঐ তাম্র উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—ত্রিকটু, রাখাল শশার মূল ও দেবদারুর ক্বাথ এবং চিনি।

ছিন্নশ্বাসে:—শ্বাসকাস-চিন্তামণি—পারদ, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ, মুক্তা ½ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া, কণ্টকারীর রস, ছাগ দুগ্ধ, যষ্টিমধুর রস এবং পানের রস দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সাত সাতটী ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

তমকশ্বাসে:—লৌহপর্প টীরস—পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ এবং লৌহভস্ম ১ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া পর্পটী-পাক বিধানে পাক করিবে। পরে উহাকে চূর্ণ করিয়া বামনহাটী, মুণ্ডিরী, বক-পুষ্পপত্র, ত্রিফলা, জয়ন্তী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক, ঘৃতকুমারী, আদা ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা ৭টী করিয়া ভাবনা দিয়া তাম্র নির্ম্মিত খর্পরে গন্ধ দূর হওয়া পর্য্যন্ত পুটে পাক করিবে। মাত্রা—১ মাষা। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও তুলসীর ক্বাথ। ইহা সেবনান্তে অম্ল, তৈল, বেগুন, কুষ্মাণ্ড এবং কদলী ফল ভক্ষণ এবং স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিবে।

প্রতমক শ্বাসে:—তাম্রপর্পটী—লৌহপর্পটী রসে লৌহের পরিবর্ত্তে তাম্র প্রদান পূর্ব্বক পর্পটীপাক বিধানানুসারে পাক করিবে। প্রয়োগবিধি—লৌহপর্পটীর ন্যায়।

ক্ষুদ্রশ্বাসে:—শ্বাসকুঠার রস—সোহাগা, পারদ, গন্ধক, বিষ, মনঃশিলা, ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—উষ্ণ জল বা কণ্টকারীর ক্বাথ।

শ্বাস চিকিৎসার অনুপান ঃ—ঘৃত ও গোলমরিচচূর্ণ, কুড় চূর্ণ, বহেড়াচূর্ণ, হিং, বিড়ঙ্গচূর্ণ, দশমূলের ক্বাথ, ত্রিকটুচুর্ণ, গুলঞ্চ, বামনহাটী, কণ্টকারী ও তুলসীর ক্বাথ, পুরাতন গুড় ও সর্ষপ তৈল, কুলথকলায়ের ক্বাথ, ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম, পিপুলচূর্ণ ও মধু। কাঁকড়াশৃঙ্গী-চূর্ণ ও যবক্ষার।

ইতি শ্বাসরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

হিক্কারোগ চিকিৎসা

অন্নজা হিক্কায় ঃ—নীলকণ্ঠ রস—পারদ, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, মিঠাবিষ, প্রত্যেক ১ ভাগ; রেণুকা, মুতা, শালিঞ্চ শাক, নাগকেশর ও চিতামূল প্রত্যেক তিন ভাগ, সমষ্টির দ্বিগুণ পরিমিত গুড়সহ এই সকল দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া কুলের আঁটীর ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—গরম দুগ্ধ বা জল।

যমলা-হিক্কায় ঃ—হিক্কানাশক রস—তাম্রভস্ম ১, পারদ ১, গন্ধক ১, একত্রে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি মাত্রায় বহেড়া চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবিত হইলে যমলাহিক্কা আরোগ্য হয়।

ক্ষুদ্রা-হিক্কায় ঃ—শিলাপ্লুত রস—আকনাদি ও রাখালশসার চূর্ণ ১টী ভাণ্ডে রাখিয়া তাহার উপরে মনঃশিলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং তাহার উপর শোধিত পারদ স্থাপন করিয়া, পারদের উপরে আবার মনঃশিলা চূর্ণ এবং তদুপরি পূর্ব্বোক্ত মূল চূর্ণ দিবে। পরে ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিয়া ৮ প্রহরকাল মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য

সকলের পরিমাণ যথা—পারদ ১ ভাগ, মনঃশিলা ½ ভাগ এবং আকনাদি ও রাখালশসার চূর্ণ মনঃশিলার অর্দ্ধাংশ পরিমাণে দিবে। মাত্রা—৩ রতি। অনুপান—রাস্না, বৃহতী, চিতামূল ও মুগের ক্বাথ।

গম্ভীরা-হিক্কায় ঃ—ডামরেশ্বরাভ্র—মাড়িত কৃষ্ণাভ্র ১ পল। ভাবনার্থ—বামুনহাটী ১ পল, জল ./১ শেষ ১ পল ক্বাথ, ধুস্তুর পত্রের রস, গুলঞ্চের রস, বাসকপত্রের রস, কালকাসুন্দাপত্রের রস প্রত্যেক ১ পল এবং ঘোড়া-নিমের মূলের ছাল, চৈ, চিতা, পিপুল মূল, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল স্বরসে অভাবে ক্বাথে এক একবার ভাবনা দিবে। মাত্রা—১ হইতে ৬ রতি পর্য্যন্ত। অনুপান—মধু।

মহাহিক্কায় ঃ—প্রবালযোগ—প্রবালভস্ম, শঙ্খভস্ম, ত্রিফলা-চূর্ণ, পিপুলচূর্ণ ও স্বর্ণগৈরিক এইগুলি সমপরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা এক আনা। অনুপান ঘৃত ও মধু।—ইহা মহাহিক্কা নাশক।

হিক্কা চিকিৎসার অনুপান ঃ—এলাইচ চূর্ণ ও চিনি, গোল-মরিচ ও ঘৃত, ময়ূরপুচ্ছ-ভস্ম ও পিপুল চূর্ণ, কদলীমূলের রস ও চিনি, বহেড়াচূর্ণ ও মধু। যবক্ষারচূর্ণ, কুড়চূর্ণ, রাস্না, বৃহতী, চিতামূল ও মুগের ক্বাথ, শুঁঠচূর্ণের সহিত ছাগদুগ্ধ সিদ্ধ, টাবালেবুর রস ও সচল লবণ, রেণুক ও পিপুলের ক্বাথ এবং হিং।

হিক্কায় ধূমপান ঃ—মনঃশিলা, গোশৃঙ্গ, কুড়, ধূনা, কুশ, মাষকলায় ও হিং ইহাদের ধূমপান—হিক্কারোগে হিতকর।

ইতি হিক্কারোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

স্বরভেদ চিকিৎসা

বাতজ স্বরভেদে ঃ—ভৈরবরস—পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মরিচ, চৈ ও চিতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া আদার রসে মাড়িয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান গরম জল।

পিত্তজ স্বরভেদে ঃ—ত্র্যম্বকাভ্র—জারিত কৃষ্ণাভ্র ১ পল। ভাবনার্থ—কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ। ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল রস গ্রহণীয়। বটিকা ১ রতি। অনুপান—বাসকের রস ও মধু।

কফজ স্বরভেদে ঃ—সূর্য্যরস—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, মুতা ও মিঠাবিষ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু।

সান্নিপাতিক স্বরভেদে ঃ—নীলকণ্ঠ রস—পারদ, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, মিঠাবিষ, প্রত্যেক ১ ভাগ; রেণুকা, মুতা, গণ্ডীর, নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া কুলের আঁটির মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধু।

ক্ষয়জনিত স্বরভেদে ঃ—পর্পটী রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক, ২ ভাগ, একত্র কজ্জলী করিয়া ভীমরাজের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে মিলিত পারদ ও গন্ধকের চতুর্থাংশ পরিমাণে জারিত তাম্র ও লৌহভস্ম লইয়া উক্ত কজ্জলীসহ একত্র লৌহ পাত্রে পাক করিবে এবং কোন লৌহদণ্ড দ্বারা বারংবার নাড়িবে। গলিয়া বেশ মিশ্রিত হইলে পর্পটী পাকের ন্যায় পাক করিবে। ঐ পর্পটী খলে চূর্ণ করিয়া নিসিন্ধা পত্রের

রসে একদিন ভাবনা দিবে। পরে জয়ন্তী, ত্রিফলা, ঘৃতকুমারী, বাসক, বামুনহাটী, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূল ও মুণ্ডিরীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া অঙ্গারাগ্নিতে শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা—৪ রতি। অনুপান—হরীতকী, শুঁঠ ও গুলঞ্চের কাথ। ইহা নানাবিধ রোগনাশক একটী মহৌষধ।

মেহজনিত স্বরভেদে—তাম্রভস্ম ২ রতি, আদার রস ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

স্বরভঙ্গ চিকিৎসার অনুপান

ব্রাহ্মীশাকের রস, শুঁঠচূর্ণ ও চিনি, বংশলোচনচূর্ণ, লবঙ্গচূর্ণ, ছোট এলাইচচূর্ণ, বচচূর্ণ, পিপুল ও হরীতকীচূর্ণ, কণ্টকারীর কাথ, দশমূলের কাথ, তালিশপত্রচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ ও কুড়চূর্ণ।

অরোচক চিকিৎসা

বাতজ অরোচকে—সুধানিধিরস—প্রয়োগ ও প্রস্তুতি প্রণালী যক্ষ্মা চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

পিত্তজ অরোচকে—সুলোচনাভ্র—প্রস্তুতি বিধি যক্ষ্মা রোগাধিকারে দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মজ অরোচকে—তাম্রভস্ম ১ রতি মাত্রায় আদার রস ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

ত্রিদোষজ অরোচকে—সর্ব্বরোগান্তকা বটী—ডালিমের রস বা বাতাবী লেবুর রস বা পুরাতন তেঁতুল ভিজান জলের সহিত সেব্য। প্রস্তুতি প্রণালী অগ্নিমান্দ্য অধিকারে দ্রষ্টব্য।

আগন্তুজ অরোচকে—রসেন্দ্রযোগ—রসসিন্দূর, পক্ক তেঁতুল, গুড়, মরিচ, কিস্‌মিস্‌, জীরা, পিপুল, টাবা লেবু, অম্লবেতস এই

সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া সেব্য। মাত্রা ৵০ আনা।

অরোচক রোগ চিকিৎসার অনুপান

বাতাবীলেবুর রস, আমলকীর রস, ডালিমের রস, পুরাতন তেঁতুলের রস, যমানীচূর্ণ, দ্রাক্ষার রস, অম্লবেতসের রস, জীরা চূর্ণ, ইক্ষুগুড়, আমরুলের রস, ঘোল, গোলমরিচ চূর্ণ, আদার রস ও সৈন্ধব চূর্ণ, এলাইচ চূর্ণ, দারুচিনি চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ, আমলকী ও ধনের কাথ, চন্দন, বেণা মূল ও বালার কাথ, গব্য দধি ও ত্রিকটু চূর্ণ।

ইতি অরোচক চিকিৎসা সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

বমন রোগ চিকিৎসা

বাতজ বমনে—জীরা ও ধনের কাথের সহিত পারদভস্ম অভাবে মকরধ্বজ প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজ বমনে—তাম্রভস্ম ২ রতি মাত্রায় হরীতকী ও কণ্টকারীর কাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

কফজ বমনে—পারদভস্ম অভাবে মকরধ্বজ ত্রিকটু চূর্ণ অনুপানে প্রয়োগ করিবে।

ত্রিদোষজ বমনে—বিশুদ্ধ রসসিন্দূর, গুলঞ্চের কাথ ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

ক্রিমিজ বমনে—তাম্রভস্ম ২ রতি মাত্রায় বিড়ঙ্গ চূর্ণ ও মধুর সহিত মাড়িয়া প্রয়োগ করিবে।

বমন চিকিৎসায় অনুপান

বাতজ বমনে—ছানার জল, দুগ্ধ মিশ্রিত জল, ঘৃত ও সৈন্ধব সংযুক্ত আমলকী ও মুগের যূষ, গোলমরিচ চূর্ণ, বেল ছালের কাথ ও কৃষ্ণজীরা চূর্ণ।

পিত্তজ বমনে—গুলঞ্চ, ত্রিফলা, নিমছাল ও পলতার কাথ, শ্বেতচন্দনের কাথ, হরীতকী চূর্ণ, জাম এবং আমের পল্লব সিদ্ধ জল ও ধনের কাথ, খৈ চূর্ণ, চিনি ও মধু, আমলকী চূর্ণ বা রস, ক্ষেতপাপাড়ার কাথ, বেণামূলের কাথ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, তৈউড়ী চূর্ণ, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধুর কাথ।

কফজ বমনে—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও আতইচ চূর্ণ, কৈবর্ত্ত মুস্তক চূর্ণ, শুঁঠ চূর্ণ, অশ্বত্থছাল ভস্ম, নিমছালের রস, গুলঞ্চের রস, ত্রিকটু চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ।

ইতি বমন চিকিৎসা সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

তৃষ্ণা রোগ চিকিৎসা

বাতজ তৃষ্ণায়—মহোদধিরস—যক্ষ্মা চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য।

পিত্তজ তৃষ্ণায়—কুমুদেশ্বর—যক্ষ্মা চিকিৎসায় দ্রষ্টব্য। অনুপান শারিবাদিগণের কাথ যথা—শারিবা, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, পদ্ম ও খর্জ্জুর।

কফজ তৃষ্ণায়—তাম্রভস্ম ২ রতি মাত্রায় নিমছালের উষ্ণ ক্বাথের সহিত পান করিলে কফজ তৃষ্ণা আরোগ্য হয়।

ক্ষতজ তৃষ্ণায়—শোধিত হিঙ্গুল ২ রতি মাত্রায় ছাগ ও হরিণের টাটকা রক্ত অনুপান প্রয়োগ করিবে। মাংসরসও এই রোগের একটা ভাল অনুপান।

ক্ষয়জ তৃষ্ণায়—স্বর্ণভস্ম ২ রতি মাত্রায় মাংসরস, জল মিশ্রিত দুগ্ধ বা জল মিশ্রিত মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

আমজ তৃষ্ণায়—বেলশুঁঠ ও বচচূর্ণের সহিত রসসিন্দূর ২ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বতৃষ্ণাহর যোগ—গন্ধক ১, লৌহভস্ম ১, হরিতাল ১, স্বর্ণমাক্ষিক ১, ইহাদিগকে একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটা তাল পাকাইবে। তাহার পর উহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান, খৈ ভিজান জল ও মধু।

তৃষ্ণা রোগ চিকিৎসায় অনুপান

বাতজ তৃষ্ণায়—বৃহৎ পঞ্চমূলের ঈষদুষ্ণ কষায়—

পিত্তজ তৃষ্ণায়—তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ, ষড়ঙ্গপানীয়, কাকোল্যাদি, উৎপলাদি ও শারিবাদিগণের ক্বাথ সহ সেব্য।

কফজ তৃষ্ণায়—পঞ্চকোলের ক্বাথ ও নিমছালের ক্বাথ।

ক্ষতজ তৃষ্ণায়—ছাগ রক্ত ও হরিণের রক্ত অথবা উহাদের মাংসরস।

ক্ষয়জ তৃষ্ণায়—মাংসরস, মধু মিশ্রিত জল ও দুগ্ধ মিশ্রিত জল।

আমজ তৃষ্ণায়—পঞ্চকোলের ক্বাথ, বচ চূর্ণ, বেলশুঁঠ চূর্ণ, মুথা চূর্ণ।

ইতি তৃষ্ণা রোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

ঊনচত্তারিংশ অধ্যায়

দাহ রোগ চিকিৎসা

মদ্যপানজ দাহে—তাম্রভস্ম ২ রতি মাত্রায় চন্দনাদি ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

রক্তজ দাহে—হরিতালভস্ম তৃণপঞ্চ মূলের ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজ দাহে—দাহান্তক রস—পারদ ৫ ভাগ, তাম্রপত্র ১ ভাগ ও গন্ধক ৫ ভাগ। প্রথমে পারদ ও গন্ধক জামীরের রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া ও পানের রসে ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা তাম্রপত্র প্রলেপিত করিবে। পরে উহা ভূধর যন্ত্রে পুট দিবে। ভস্মরূপে পরিণত হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। মাত্রা ২ রতি; অনুপান—আদার রস ও ত্রিকটু চূর্ণ।

রক্তপূর্ণকোষ্ঠজ দাহে—তাম্রভস্ম ২ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে। অনুপান—চন্দনাদি ক্বাথ।

ধাতুক্ষয়জ দাহে—চন্দ্রোদয় রস—রসসিন্দূর ১, অভ্র ১, স্বর্ণ ১, মুক্তা ১, স্বর্ণমাক্ষিক ১, রৌপ্য ১, বঙ্গ ১; এইগুলি একত্রে ত্রিফলা,

গুলঞ্চ, শতমূলী ও শ্বেতচন্দনের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণে বটী করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। অনুপান—শতমূলীর রস ও মধু।

ক্ষতজ দাহে—হরিতালভস্ম ⅛ রতি মাত্রায় লাক্ষা, অর্জ্জুনছাল, চন্দন, যষ্টিমধু, শতমূলী ও বেণামূলের ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

মর্ম্মাভিঘাতজ দাহে—রসসিন্দুর ১ রতি মাত্রায় চন্দনাদি ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

তৃষ্ণানিরোধজনিত দাহে—দাহান্তক রস প্রয়োগ করিবে।

দাহ চিকিৎসায় অনুপান

চন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বেণামূল, বালা, মুথা, পদ্ম, মৃণাল, মৌরী, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, আমলকী, বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, শতমূলী, তৃণপঞ্চমূল ও ও শালপাণির ক্বাথ যুক্তি পূর্ব্বক ব্যবহার করিবে।

ইতি দাহ চিকিৎসা সমাপ্ত।

চত্তারিংশ অধ্যায়

হৃদ্রোগ চিকিৎসা

বাতজ হৃদ্রোগে—কল্যাণসুন্দর রস—রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার রসে এক দিন মাড়িয়া এবং হাতিশুঁড়ার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ জল।

বিশ্বেশ্বর রস—স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক ও বৈক্রান্ত প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে লইয়া কর্পূরের জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—অর্জ্জুনছাল চূর্ণ ও মধু।

পিত্তজ হৃদ্রোগে—চিন্তামণি রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, শিলাজতু, প্রত্যেক ১ তোলা স্বর্ণ ।০ সিকি তোলা ও রৌপ্য ॥০ তোলা। সমুদায় একত্র করিয়া চিতার রসে, ভৃঙ্গরাজ রসে এবং অর্জ্জুনছালের ক্বাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। অনুপান—গোধুমের ক্বাথ।

পঞ্চানন রস—পারদ ও গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও খেজুরের রসে এক একদিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আমলকী চূর্ণ ও চিনি।

নাগার্জ্জুনাভ্র—সহস্র পুট দ্বারা ভস্মীকৃত বজ্রাভ্র অর্জ্জুনছালের ক্বাথে ৭ দিন খলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

শ্লেষ্মজ হৃদ্রোগে—প্রভাকর বটী—স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বংশলোচন ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগে লইয়া অর্জ্জুনছালের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—বাসক-পাতার রস ও মধু।

হৃদয়ার্ণব রস—পারদ, গন্ধক ও তাম্র, ত্রিফলার ক্বাথে এবং কাকমাছীর রসে এক একদিন মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—বাসকের রস ও মধু।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে—শঙ্কর বটী—পারদ ৪ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, লৌহ ৩ ভাগ, সীসা ২ ভাগ, এই সমুদায় একত্র করিয়া যথাক্রমে কাকমাছী, চিতা, আদা, জয়ন্তী, বাসক, বিল্ব ও অর্জ্জুনের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ জল।

ক্রিমিজ হৃদ্রোগে—হৃদয়ার্ণব রস, শঙ্করবটী ও কল্যাণসুন্দর রস প্রয়োগ করিবে। অনুপান—বিড়ঙ্গচূর্ণ, সোমরাজী বীজচূর্ণ ও মধু।

হৃদ্রোগ চিকিৎসায় অনুপান

বেড়েলা, অর্জ্জুনছাল ও গোরক্ষচাকুলের ক্কাথ, কুড়চূর্ণ, বিড়ঙ্গ-চূর্ণ, হরিণের শিং ভস্ম, ডালিমের রস, যষ্টিমধুচূর্ণ, হরিতকীচূর্ণ, অশ্বগন্ধা শতমূলী, আলকুশীবীজচূর্ণ, দ্রাক্ষা ও শালপাণির ক্কাথ, বচ চূর্ণ, রাস্না শঠী ও কুড়চূর্ণ।

ইতি হৃদ্রোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

কার্শ্য চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটী কার্শ্যরোগে হিতকর

অমৃতার্ণব রস—জারিত পারদ ১, স্বর্ণ ভস্ম ১, গুলঞ্চের চিনি ৪, এই সকল দ্রব্য চিনি, মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করতঃ একদিন মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান—অশ্বগন্ধা মূল-চূর্ণ ও গব্য দুগ্ধ। ইহা কৃশতা নাশক।

পূর্ণচন্দ্র রস—জারিত পারদ, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, মধু ও ঘৃত প্রত্যেকটী সমভাগে গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান—শিমূলফুলচূর্ণ ২ তোলা ও মধু। ইহা কার্শ্য রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবন কালে রোগী দিবা ও রাত্রিতে প্রচুর নিদ্রা যাইবেন এবং ছাগ-শিশুর মাংস ভক্ষণ করিবেন।

ইতি কার্শ্য চিকিৎসা সমাপ্ত।

স্থৌল্য চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি স্থৌল্য নিবারক

বড়বাগ্নি রস—পারদ, গন্ধক, তাম্র ও হরিতাল সমভাগে লইয়া আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

ত্র্যূষণাদ্য লৌহ—ত্রিকটু, সিদ্ধি, চৈ, চিতামূল, বিট লবণ, উদ্ভিদ লবণ, সোমরাজী, সৈন্ধব ও সচল লবণ এইগুলি সমভাগে লইয়া সমষ্টির সমান লৌহভস্ম গ্রহণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু।

বড়বাগ্নি লৌহ—রসসিন্দুর, হরিতাল, লৌহ ও তাম্র একত্রে আকন্দপত্র রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু।

স্থৌল্য চিকিৎসায় অনুপান—মুলার রস, গুগগুল, মধু কুলথ কলায়ের ক্কাথ, গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্কাথ, চিতামূল চূর্ণ, হিং, এরণ্ড মূল চূর্ণ, গণিয়ারীর রস, শুঁঠ চূর্ণ, যবক্ষার চূর্ণ, বিড়ঙ্গ চূর্ণ, তৈউড়ী চূর্ণ, যমানী চূর্ণ ও শজিনাছালের রস।

ইতি স্থৌল্য চিকিৎসা সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

মূর্চ্ছা-রোগ চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি মূর্চ্ছারোগে হিতকর

(১) বিশুদ্ধ রসসিন্দুর পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার মূর্চ্ছা আরোগ্য হয়।

(২) তাম্রভস্ম ২ রতি মাত্রায় বেণামূল ও নাগেশ্বর বাঁটা ও মধুর সহিত প্রয়োগে অতি দারুণ মূর্চ্ছা রোগ আরোগ্য হয়।

(৩) ½ রতি মাত্রায় মহিষী ঘৃতের সহিত হরিতালভস্ম সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মূর্চ্ছারোগ আরোগ্য হয়।

ভ্রম-রোগের চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ভ্রম-রোগে অতিশয় হিতকর

(১) ২ রতি মাত্রায় তাম্রভস্ম গব্যঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। তাহার পর পুনর্ণবার ক্বাথ সেবন করিবে। ইহা সর্ব্ব প্রকার ভ্রম রোগ নাশক।

(২) বিশুদ্ধ শিলাজতু এক আনা মাত্রায় ত্রিফলাচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে অতি দুর্নিবার ভ্রমরোগ আরোগ্য হয়।

(৩) লঘানন্দ রস এই রোগের একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

লঘ্বানন্দ রস প্রস্তুত বিধি—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বিষ প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা, সোহাগার খৈ ৪ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভীমরাজ ও দাড়িমের ক্বাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ত্রিফলার ক্বাথ, ঘৃত সংযুক্ত দুরালভার ক্বাথ, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, আদার রস ও গুড়।

নিদ্রা ও তন্দ্রা চিকিৎসা

ঘোড়ার লাল, সৈন্ধব লবণ, মনঃশিলা, পিপুল ও মধু একত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে নিদ্রা ও তন্দ্রা নিবারিত হয়।

সন্ন্যাস চিকিৎসা

মূর্চ্ছান্তক রস—রসসিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ এইগুলি সমভাগে গ্রহণ করিয়া শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ত্রিফলার জল ও শতমূলীর রস।

ইতি মূর্চ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাস রোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

মদাত্যয় রোগ চিকিৎসা

নিম্নলিখিত যোগ দুইটী মদাত্যয়ে হিতকর

(১) **রসেন্দ্রসার**—রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগে গ্রহণ করিয়া ঘৃতকুমারী, শতমূলী ও আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—দুগ্ধ ও চিনি।

(২) রসসিন্দূর, চৈ, সচল লবণ, ধনে, শুঁঠ ও যমানী এইগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া দুই আনা মাত্রায় মদ্যের সহিত সেবন করিলে মদাত্যয় আরোগ্য হয়।

ইতি মদাত্যয় রোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়

উন্মাদ চিকিৎসা

বাতিক উন্মাদেঃ—উন্মাদভঞ্জন রসঃ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরতা, কটকী, কণ্টকারী, যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, চিতামূল, বেড়েলামূল, পিপুলমূল, বেণার মূল, সজিনাবীজ, তেউড়ীমূল, রাখালশশার মূল, বঙ্গ, রৌপ্য, অভ্র, প্রবাল প্রত্যেক সমভাগ।

সকলের সমান লৌহচুর্ণ দিয়া জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—তালশাখার রস ও মধু।

পৈত্তিক উন্মাদে ঃ—উন্মাদগজকেশরী—পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, ধুতুরাবীজ সমভাগে লইয়া বচের ক্বাথে ৭ দিন ও রাস্নার ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা এক আনা। অনুপান ঘৃত।

কফজ উন্মাদে ঃ—তাম্রভস্ম ২ রতি মাত্রায় মরিচচূর্ণ ও ধুতুরাবীজ চূর্ণের সহিত প্রয়োগ করিবে। পর্পটীরস ২ রতি মাত্রায় ব্রাহ্মীর রস ও মধু সহ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিদোষজ উন্মাদে ঃ—চতুর্ভুজরস—রসসিন্দূর ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, মৃগনাভি ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, সমস্ত দ্রব্য একদিন ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটী গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ গোলকটী ভেরেণ্ডাপত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। রোগের অবস্থানুসারে এক একটী বটী ত্রিফলাচূর্ণ ও মধু সহ ভক্ষণ করিবে। মাত্রা ২ রতি।

মানসদুঃখজ উন্মাদে ঃ—বৃহৎবাতচিন্তামণি—স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ, রসসিন্দূর ৭ ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধু।

বিষজ উন্মাদে ঃ—হরিতাল-ভস্ম গব্যঘৃত অনুপানে প্রয়োগ করিবে।

ভূতোন্মাদে ঃ—ভূতাঙ্কুশরস—পারদ, লৌহ, রৌপ্য, তাম্র ও মুক্তা প্রত্যেক ১ তোলা, হীরা ২ মাষা, হরিতাল, গন্ধক, মনছাল, তুঁতে, শিলাজতু, অহিফেন, রসাঞ্জন ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ তোলা।

এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজ, দন্তী, ও সীজদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে এবং গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—আদার রস।

উন্মাদ চিকিৎসার অনুপান ঃ—ব্রাহ্মীশাকের রস, বচচূর্ণ, কুষ্মাণ্ড বীজচূর্ণ, শঙ্খপুষ্পীর রস, কুড় চূর্ণ, ধুতুরাবীজচূর্ণ, চন্দ্রমূলচূর্ণ, তালশাখার রস, পুরাতন ঘৃত, শতমূলের রস ও মধু।

অপস্মার চিকিৎসা

বাতিক অপস্মারে ঃ—বাতকুলান্তক—মৃগনাভি, হরীতকী নাগকেশর, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জায়ফল, এলাইচ, লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা জলে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—তালশাখার রস ও মধু।

পৈত্তিক অপস্মারে ঃ—সূতকপ্রত্যয়াখ্য রস—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, স্রোতোঞ্জন এবং গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলার সহিত পারদ সমভাগে মর্দ্দন করিয়া গন্ধকের তৈলে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—ব্রাহ্মীশাকের রস।

কফজ অপস্মারে ঃ—ইন্দ্রব্রহ্মবটী—রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, বিষ ও পদ্মকেশর প্রত্যেক সমভাগে গ্রহণ করিয়া মনসাসীজ, চিতা, ভেরেণ্ডা, বচ, শিম, ওল ও নিসিন্দা ইহাদের রসে এক একদিন ভাবনা দিবে। পরে পুটে পাক করিয়া তৎসহ সমপরিমাণ গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত এবং প্রিয়ঙ্গুতৈল ও সর্ষপতৈল সহ পাক করিবে। চণক প্রমাণ বটী করিয়া আদার রস অনুপানে সেব্য।

ত্রিদোষজ অপস্মারে ঃ—পারদ ভস্ম ২ রতি পরিমাণে—বচ, শঙ্খপুষ্পী, ব্রাহ্মীশাক, কুড় ও এলাইচ ইহাদের ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

অপস্মার চিকিৎসায় অনুপান :—ধারোষ্ণ দুগ্ধ ও শতমূলের রস, ব্রাহ্মীর রস ও মধু, তিল তৈল ও রসোন বাঁটা, সজিনাছাল চূর্ণ, শ্বেত সর্ষপচূর্ণ, বচচূর্ণ, যষ্টিমধু ও কুষ্মাণ্ডের রস।

ইতি অপস্মার চিকিৎসা সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায়

বাতব্যাধি চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বিবিধ প্রকার বায়ুবিকার জনিত ব্যাধি নাশক :—

অনিলারি রস :—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, এরণ্ডমূল ও নিসিন্দার রসে ১ দিন মাড়িয়া তাম্রপাত্রে আবদ্ধ করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা প্রলেপ দিবে এবং বালুকাযন্ত্রে ঘুটের আগুনে পাক করিবে। শীতল হইলে উত্তোলন করিয়া নিসিন্দা, এরণ্ডমূল ও চিতার রসে ৭ বার করিয়া যত্ন সহকারে ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—সৈন্ধবমিশ্রিত এরণ্ড তৈল। অথবা ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ।

শীতারি :—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, গ্রহণ করিয়া পুনর্নবা ও চিতার রসে ভাবনা দিয়া পারদ ও গন্ধকের ৮ গুণ পাকা আকন্দপাতার রস সহ বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া পারদের ½ ভাগ পরিমিত বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে চিতার রসে পাক করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস ও মরিচ চূর্ণ অথবা ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ।

বাতবিধ্বংসন রস :—পারদ ১ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, কাংস্য ৩ ভাগ, মাক্ষিক ৪ ভাগ, গন্ধক ৫ ভাগ, হরিতাল ৬ ভাগ, পারদ ও গন্ধক একত্র কজ্জলী করিবে এবং এই সমস্ত একত্র করিয়া এরণ্ড তৈলে

৭ দিন ভাবনা দিবে। পরে লেবুর রসে মাড়িয়া একটী গোলক করিবে। ঐ গোলক তিল কল্কের ½ অঙ্গুলী পরিমিত পুরু প্রলেপদ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ১২ প্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি।

সর্ব্বেশ্বর রস :—পারদ, লৌহ, হিঙ্গুল, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ২ পল, তাম্র ও ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল। এই সকল দ্রব্য একত্র লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহাতে স্বর্ণক্ষীরী, আকন্দ ও সীজের আঠা এবং বাসক, করবীর, ও কুঁচিলার রসের ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে পিণ্ডাকার করিয়া বালুকাযন্ত্রে ২ দিন পাক করিবে। পাকান্তে পিপুলচূর্ণ ২ তোলা ও মিঠাবিষ ৪ মাষা তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ রতি।

অর্কেশ্বর রস :—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া উত্তপ্ত চক্রাকৃতি তাম্রপত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিবে এবং তাহার উপর ভস্মের আচ্ছাদন দিবে। পুটপাক করিয়া সেই তাম্রপত্রলগ্ন পারদ সংগ্রহ করিবে। পরে সেই পারদচূর্ণ করিয়া আকন্দের আঠা এবং চিতামূল ও ত্রিফলার ক্বাথে ১০ বার করিয়া ভাবনা দিয়া পুটপাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—ত্রিফলার ক্বাথ।

স্পর্শবাতারি রস :—পলাশবীজের রসে পারদ ও গন্ধক মর্দ্দন করিবে। মসৃণ হইলে তাহার সহিত ষোড়শাংশ পরিমিত কুঁচিলার বীজ মিশ্রিত করিবে। ইহা ৪ মাষা মাত্রায় সেব্য। অনুপান—ত্রিফলার ক্বাথ।

গন্ধাশ্মগর্ভ রস—পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ৮ ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া চিতামূলের ক্বাথ সহ লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নির জ্বালে পাক করিবে। পরে তাহার সহিত ১ ভাগ মিঠাবিষ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ।

সর্ব্ববাতারি—গন্ধক ১ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ, মনঃশিলা ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৮ ভাগ এবং পারদ ১৬ ভাগ। এই সমুদায় একত্র ৭ দিন পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত সমষ্টির অষ্টমাংশ রক্তদারমূজ মিশ্রিত করিবে, এবং কুঁচিলার ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে। শুষ্ক হইলে ২ দিন তাহা বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সমপরিমিত হিঙ্গুষ্টক চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে মাতুলুঙ্গ লেবুর রস, শুঁঠের ক্বাথ এবং চিতামূলের ক্বাথ দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ।

চিন্তামণি রস—রসসিন্দূর ও শোধিত অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, স্বর্ণ ½ তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান ত্রিফলা।

চতুর্ম্মুখ রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণ ¼ ভাগ, এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ত্রিফলার জল ও মধু।

লক্ষ্মীবিলাস রস—কৃষ্ণাভ্র ১ পল, পারদ ও গন্ধক উভয়ে ½ পল, এবং বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কৃষ্ণ ধুতুরার বীজ, হিজল বীজ, গোক্ষুর বীজ, বৃদ্ধদারক বীজ, সিদ্ধিবীজ, জায়ফল, জৈত্রী, কর্পূর, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ২ মাষা পানের রসে মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ ছোলার ন্যায় বটী করিবে। অনুপান—আদার রস, বেলপাতার রস ও মধু।

কুঞ্জবিনোদ রস—পারদ, গন্ধক, হরীতকী, হরিতাল, বিষ, কট্‌কী, ত্রিকটু, গন্ধবোল ও জয়পাল প্রত্যেক সমভাগ। ভীমরাজ রসে, মনসাসীজের রসে ও আকন্দপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—রাস্না সপ্তকের ক্বাথ।

তালকেশ্বর রস—রসসিন্দূর ১ ভাগ, শোধিত হরিতাল ১ ভাগ, সিদ্ধি ৮ ভাগ, এই সকল চূর্ণের দ্বিগুণ গুড়। একত্র মিশ্রিত করিয়া ½ তোলা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে ঔষধ সেবনান্তে ছায়ায় উপবেশন করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রস—পারদ, অভ্র, তাম্র, লৌহ, হিঙ্গুল ও গন্ধক প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় একত্র ছাতিম ছালের ক্বাথে, আকন্দের আঠায়, মনসাসীজের আঠায়, বাসকের ক্বাথে ও এরণ্ড মূলের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ইহার সহিত কুঁচিলা চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া ১টী গোলক করিবে। উহা ২ প্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি।

ত্রৈলোক্য চিন্তামণি রস—হীরক, স্বর্ণ, মুক্তা ও লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, অভ্র ও রসসিন্দূর প্রত্যেক ৪ ভাগ এই সমস্ত একত্র করিয়া লৌহ বা পাথরের খলে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ত্রিফলার ক্বাথ ও মধু।

বাতগজাঙ্কুশ—পারদ, জারিত লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিষ, ত্রিকটু, গণিয়ারী, সোহাগার খৈ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া পরে মুড়মুড়ে ও নিসিন্দার রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পিপুলচূর্ণ ও মঞ্জিষ্ঠার ক্বাথে এক একটী বটী মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে।

বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ—পারদ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, তাম্র, গন্ধক, স্বর্ণ, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী, বিষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, প্রত্যেক সমভাগ, এই সকল দ্রব্য মুড়মুড়ে, ও নিসিন্দার রসে একত্র এক দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে।

মহাবাত গজাঙ্কুশ রস—শোধিত অভ্র, লৌহ, তাম্র, পারদ,

হরিতাল, গন্ধক, বামুনহাটী, শুঁঠ, শ্বেত বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী ও বিষ এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিয়া পিপ্পলীর ক্কাথে মর্দ্দন করিয়া ¼ তোলা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পিপুল ও মঞ্জিষ্ঠার ক্কাথ।

বাতব্যাধি চিকিৎসার অনুপান

দশমূল পাঁচন, রাস্না, বেড়েলা, শুঁঠ, ও এরণ্ডমূলের ক্কাথ, রসোনের রস, কুড়চূর্ণ, আলকুশীবীজ চূর্ণ, অশ্বগন্ধা চূর্ণ গণিয়ারীর রস, আকন্দের রস, বরুণছালের রস, মাষকলায়ের ক্কাথ, জীরাচূর্ণ, হিং, তিল তৈল ইত্যাদি যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়
পিত্তরোগ চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি পিত্তরোগ নাশক—

পিত্তান্তক রস—জৈত্রী, জটামাংসী, জায়ফল, কুড়, তালিশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, প্রত্যেক সমভাগ। সকলের সমান জারিত রৌপ্য জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—গুলঞ্চের রস ও ইক্ষুর চিনি।

(২) **মহাপিত্তান্তক রস**—পিত্তান্তক রসে স্বর্ণমাক্ষিকের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিলে উহা মহাপিত্তান্তক রস নামে অভিহিত হয়। অনুপান—শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস।

(৩) **গুড়ূচ্যাদি লৌহ**—গুলঞ্চের চিনি, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ত্রিমদ প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ১০ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্রে জলে মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ধনে ও পল্‌তার ক্কাথ।

(৪) তাম্রভস্ম ২ রতি মাত্রায় মহিষী-ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার পিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

(৫) হরিতাল ভস্ম ½ রতি মাত্রায় মহিষী ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার পিত্তরোগ আরোগ্য হয়।

(৬) রৌপ্যভস্ম ২ রতি মাত্রায় গুলঞ্চের রসের সহিত প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ ব্যধি আরোগ্য হয়।

পিত্তজনিত রোগ চিকিৎসার অনুপান

শ্বেত ও রক্তচন্দন ঘষা, বেণামূল চূর্ণ, শতমূলীর রস, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, ভদ্রমুতার রস, দূর্ব্বার রস সর্ব্বপ্রকার পদ্মের বীজ, পত্র, পুষ্প ও মূলের রস, বাসকের রস, গুলঞ্চের রস, চিনি প্রভৃতি অনুপান যুক্তি পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

কফরোগ চিকিৎসা

(১) **কফকেতু রস**—সোহাগার খৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম, ও বৎসনাভ বিষ। এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া আদার রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস।

(২) **কফচিন্তামণি রস**—হিঙ্গুল, ইন্দ্রযব, সোহাগার খৈ, সিদ্ধিবীজ, মরিচ, প্রত্যেক ১ ভাগ, রসসিন্দূর ৩ ভাগ। আদার রসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে।

(৩) **মহালক্ষ্মীবিলাস রস**—অভ্র ৮ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্রভস্ম ½ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, জৈত্রী ১ তোলা, জায়ফল ১ তোলা, বীজতাড়ক বীজ ২ তোলা, ধুতুরাবীজ ২ তোলা, স্বর্ণ ½ তোলা। এই সমস্ত একত্র পানের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস, পানের রস ও মধু।

(৪) **মহাশ্লেষ্মকালানল রস**—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, তাম্র, বঙ্গ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, ধূতুরাবীজ, সৈন্ধব লবণ, কুড়, হিং, পিপুল, কটফল, দন্তীবীজ, সোমরাজী সোনালুফল, তেউড়ী প্রত্যেক সমভাগ মনসার আঠায় মর্দ্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদা, তুলসীর রস ও মধু।

(৫) রসতালক ১ যব মাত্রায় আদার রস ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্লেষ্মারোগ আরোগ্য হয়।

কফরোগ চিকিৎসার অনুপান—

মধু, হরিদ্রাচূর্ণ, আদার রস, পিপুলচূর্ণ, তুলসীপাতার রস, বচচূর্ণ, কুড়চূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ, দ্রাক্ষা, কটফলাদি, বৃহতী ও চিতামূলের ক্বাথ।

ষট্চত্বারিংশৎ অধ্যায়

উরুস্তম্ভ চিকিৎসা

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি উরুস্তম্ভ রোগে হিতকর ঃ—

(১) **গুঞ্জাভদ্র রস** ঃ—পারদ ১৷৷০ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, শ্বেত কুঁচের বীজ ৩ তোলা, জয়ন্তী বীজ, নিম্ব বীজ ও জয়পাল বীজ, প্রত্যেক ৷৷০ তোলা এই সমুদায় জয়ন্তী, জামীর লেবু, ধূতুরা ও কাকমাচীর রসে ১ দিন ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। হিং ও সৈন্ধব লবণানুপানে সেব্য।

(২) হরিতাল ভস্ম $\frac{1}{8}$ রতি মাত্রায় রাস্নাদি ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিবে।

(৩) রসতালক ১ যব মাত্রায় পিপুলচূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ এবং মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

উরুস্তম্ভ চিকিৎসার অনুপান

চিতামূল চূর্ণ হরীতকী চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ, রাস্নাদি ক্বাথ, কটকী চূর্ণ গোমূত্র, শুঁঠ চূর্ণ, দশমূলের ক্বাথ, ত্রিফলা চূর্ণ, পিপুলমূল চূর্ণ, রাস্নার রস এরণ্ডমূলের ক্বাথ পুনর্নবার রস, [illegible] রস প্রভৃতি অনুপান যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

আমবাত চিকিৎসা

বাতজ-আমবাতে ঃ—বাতারি রস উষ্ণ দুগ্ধ বা উষ্ণ জল ও এরণ্ড তৈলের সহিত প্রয়োগ করিলে অতীব সুফল পাওয়া যায়।

পিত্তজ-আমবাতে ঃ—আমবাতারি বটী ঃ—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তুঁতে, সোহাগা, সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ, সকলের দ্বিগুণ, গুগ্‌গুলু। গুগ্‌গুলের সিকি ভাগ. তেউড়ী মূলের ছাল চূর্ণ তেউড়ী চূর্ণের সমান চিতামূল চূর্ণ। ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ত্রিফলা চূর্ণ। ইহা পিত্তজ আমবাত নাশক।

কফজ আমবাতে ঃ—আমবাতেশ্বর ঃ—শোধিত গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেক ৪ তোলা, শুদ্ধ পারদ ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা; এই সকল দ্রব্যকে এরণ্ডমূলের রসে ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া পঞ্চকোলের ক্বাথে কুড়িবার ভাবনা দিয়া গুলঞ্চের রসে দশবার ভাবনা দিবে। পরে ইহার সহিত সর্ব্ব সমান সোহাগার খৈ চূর্ণ, তদর্দ্ধ (প্রত্যেক ৬ তোলা) বিট লবণ ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তিন্তিড়ীক্ষার ও দন্তী পারদের তুল্য (২ তোলা) এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস ও মধু। মাত্রা—১ আনা। ইহা কফজ আমবাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সান্নিপাতিক আমবাতে ঃ—বৃকোদর বটিকা ঃ—পারদ, গন্ধক, তীক্ষ্ণলৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, এবং ষট্‌কোল্, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সৌবর্চ্চল লবণ, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, অম্লবেতস, প্রত্যেক সমভাগ একত্র জামীরের রসসহ মর্দ্দন করিয়া কুলআঁটীর ন্যায় গুটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস।

প্রভাবতী গুড়িকা ঃ—স্বর্ণ, অভ্র, হরিতাল, তীক্ষ্ণলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল ও তাম্র প্রত্যেক ১ ভাগ, এবং পারদ ২ ভাগ, একত্র পান, সীজ, চিতামূল, শজিনা, আকনাদি, ওল, নিসিন্দা, সিদ্ধি ও এরণ্ড মূল ইহাদের রস ও ক্বাথ এবং প্রিয়ঙ্গুর তৈলসহ এক একদিন মর্দ্দন করিবে। পরে তৎসহ গন্ধক চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস ও পিপুল চূর্ণ। মাত্রা—২ রতি।

আমবাত চিকিৎসার অনুপান ঃ—

পঞ্চকোল চূর্ণ, দশমূলের ক্বাথ, তেউড়ী চূর্ণ, রসোনের রস, নিসিন্দার

রস, শুঁঠ চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ, এরণ্ড তৈল, পুনর্নবার রস, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ, যমানী চূর্ণ, গুগ্‌গুলু চূর্ণ, গন্ধভাদুলের রস, রাস্নার রস, প্রভৃতি অনুপান প্রয়োগ করিবে।

বাতরক্ত চিকিৎসা

বায়ুপ্রধান বাতরক্তেঃ—পর্পটী রস ও রসতালক ঘৃত ও গোল মরিচ চূর্ণের সহিত প্রয়োগ করিবে।

পিত্তপ্রধান বাতরক্তেঃ—ত্রিনেত্র রস ঘৃত ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিবে।

কফপ্রধান বাতরক্তেঃ—উদয় ভাস্কর রস ও শূলগজকেশরী রস প্রয়োগ করিবে।

রক্তপ্রধান বাতরক্তেঃ—হরিতাল ভস্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। মাত্রা ৳ রতি হইতে ৳ রতি। অনুপান গব্যঘৃত।

হরিতাল ভস্ম সেবন বিধিঃ—হরিতাল ভস্ম খাওয়ার পর রোগী প্রথমে অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ অর্দ্ধ পোয়া হইতে এক পোয়া পর্য্যন্ত গব্য ঘৃত খাইবেন। অন্ন-ব্যঞ্জনাদি, লুচি, রুটী, পরোটা, হালুয়া প্রভৃতির সহিত উক্ত ঘৃত খাইতে হইবে। সহ্য মত দুগ্ধ খাওয়া চলিবে। হরিতাল ভস্ম সেবন কালে মৎস্য ও মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জোলাপ লইতে হইবে।

ত্রিদোষজ বাতরক্তেঃ—মহাতালেশ্বর রস—হরিতাল ভস্ম ও তত্তুল্য গন্ধক একত্র করিয়া উভয়ের সমান তাম্রভস্ম প্রদান করিবে এবং বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—গুলঞ্চের রস। ইহা ত্রিদোষজ বাতরক্তের পরীক্ষিত ঔষধ। হরিতাল ভস্মের প্রস্তুতি প্রণালী রসচিকিৎসা ১ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

বাতরক্ত চিকিৎসার অনুপানঃ—

গুলঞ্চের রস, বাসকের রস, শতমূলের রস এরণ্ডমূলের রস, পল্‌তার রস, ত্রিফলা চূর্ণ, কটকী চূর্ণ, তেউড়ী চূর্ণ, কুলেখাড়ার রস, হরীতকী চূর্ণ গোমূত্র, গোক্ষুর, নিমছালের রস, যষ্টিমধুর ক্বাথ, বেণামূল চূর্ণ, শ্বেতচন্দন ঘষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা মুতা ও আমলকীর ক্বাথ, গুগ্‌গুল ও ঘৃত ইতি—

রস-চিকিৎসা ২য় খণ্ড সমাপ্ত।